boierpathshala.blogspot.com

বাণী বসু

কালিন্দী

boierpathshala.blogspot.com

যমুনার স্বচ্ছ নীল জলে সেদিন রুপোর মতো চাঁদ বিম্বিত হয়ে রয়েছে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে রুপোর কুচি। বড় শোভা! সেই কলস্বনা যমুনা, যার আরেক নাম কালিন্দী, তার তীরে দাঁড়িয়ে এক রমণী। চাঁদের আলোয় দেখতে পাচ্ছি সে কৃষ্ণা এবং নতনাস, তার দৈর্ঘ্যও খুব বেশি নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বড়ই চিত্তাকর্ষক সে। ফণাধরা লতার মতো তার কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে রয়েছে কাঁদের পরে। এদিক ওদিক উলটোনো রয়েছে ডিঙি নৌকা, খুঁটি পুঁতে পুঁতে মেলা রয়েছে মাছ ধরার জাল। সবকিছুর ওপর চিকচিক করছে চাঁদের হাসি। রমণী কিছুই দেখছে না, কী এক ভেতরের আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে, ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে তার চোখে ছলছল জল, মুখে খেলা করছে বিচিত্র এক মোনালিসা হাসি। সে খুশি, খুব খুশি, সেই সঙ্গে তাকে ভর করেছে কী এক অস্বস্তি। সেটা শঙ্কার কাছাকাছি।

ISBN : 978-81-295-2465-2

boierpathshala.blogspot.com

জীবন বিজ্ঞান ■ প্রথম পত্র

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

কালিন্দী

বাণী বসু

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

boierpathshala.blogspot.com

KALINDI
A Bengali Novel By Bani Basu
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com

₹ 150.00

ISBN : 978-81-295-2465-2

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৬, মাঘ ১৪২২

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৫০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

boierpathshala.blogspot.com

মিষ্টুনি-কে

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

কা লি ন্দী

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

এক

খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার শতকের কথা। তিন হাজার শতকের কথা অবশ্যই অনুমান। কেউ বলেন খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতক। আমরা অত বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। এইটুকুই যথেষ্ট যে সে অনেক অনেক কাল আগেকার কথা। বুদ্ধের সময় যদি ক্রিস্টপূর্ব ৫০০ শতক হয়, এ তারও অনেক আগে। ভারতবর্ষ তখন কেমন ছিল? উত্তরে আকাশছোঁয়া হিমালয়, স্থলভূমি সব অরণ্যে অরণ্যে পরিকীর্ণ, তারই ভেতর দিয়ে কী উত্তরে কী দক্ষিণে, কাটাকুটি খেলতে খেলতে, কলকল ছলছল করতে করতে, কখনও বা সুগম্ভীর নাদে চতুর্দিক পরিপূরিত করে বয়ে চলেছে অসংখ্য বারিধারা, নদনদী, তাদের নাম—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, সিন্ধু, ভৈরব, গোমতী, হিরণ্যবাহ, নর্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী...।

boierpathshala.blogspot.com

লক্ষণীয়, নামগুলি সবই তৎসম। তৎসম নাম হিমালয়ের সব প্রতিশব্দগুলিরও এবং ভারতের মাঝবরাবর যা স্থলভূমিকে প্রায় দু'ভাগে চিরে দিয়েছে সেই বিন্ধ্য পর্বত, পূর্ব সমুদ্রতীরে মলয়াদ্রি বা মহেন্দ্র পর্বত, পশ্চিম সমুদ্র তীরে সহ্যাদ্রি—সমস্ত নাম তৎসম। এই নামগুলি যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের আমরা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আর্য, আর তাঁদের ভাষা সংস্কৃত, ভাষা—ছন্দস। সাধারণভাবে বলা হয় দেবভাষা। এই আর্যরা বহিরাগত না, নয়, তা নিয়ে পণ্ডিতরা এখনও একমত হতে পারেননি। তবে লোথাল কালিবাঙ্গান, রোপার ও সর্বশেষ মেহেরগড় খননের পর একথা ভাবার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে এঁরা কোনও বহিরাগত নয়, এবং যাকে সিন্ধু সভ্যতা বলা হচ্ছে তা আর্য আক্রমণ বিধ্বস্ত হয়নি, বরং নানা প্রাকৃতিক কারণে বহুবার ভেঙেছে আর গড়েছে, তার কেন্দ্র ছিল সরস্বতী দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী দুভাগ, সিন্ধু একা নয়। নদীগুলি শুকিয়ে গেল। তাদের বিপুল জলধারা ছিল এক একটা সভ্যতার প্রাণধারা, তাই তাদেরও ঘটল লুপ্তি এবং মূলত মহেনজোদাড়ো ও আর্য উভয়েই একই ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গ।

boierpathshala.blogspot.com

আর্য নামের এক পশুপালক কৃষক জাতির কল্পনা করেছিলেন পশ্চিমি ইতিহাসবিদরা। কিন্তু আর্য কোনও জাতিনামই না। অভিধান ও ব্যবহার অনুযায়ী আর্য কথাটার মানে যাকে আমরা আজকাল বলি ভদ্রলোক। শুধুমাত্র ভদ্রলোক। দেবভাষার যারা কথা বলত তারা সমাজের ওপরতলার মানুষদের আর্য বলে সম্বোধন করত। ইংরেজি 'স্যার' বলতে যা বোঝায়। তিনি যদি পণ্ডিত বা দার্শনিক জাতীয় কেউ হতেন তো তাঁকে সম্বোধন করা হত ভগবন্ বলে। সেই সম্বোধন থেকে তাঁদের যেমন ভগবান বানিয়ে দেওয়া হাস্যকর, তেমনি ওই ভাষাভাষীদের আর্য জাতি বলে দেগে দেওয়াটাও ঠিক নয়।

আসুন আমার চলে যাই সেই অনির্দিষ্ট, ইতিহাস দ্বারা অনুচ্ছিষ্ট, পুরাতনী ভারতবর্ষে। চতুর্দিকে শুধু জঙ্গল জঙ্গল আর জঙ্গল। এককথায় তার নাম মহাবন। এই মহাবন ছেয়ে রয়েছ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম। কতরকমের মানুষ সেখানে। কেউ ফরসা, কেউ শ্যাম, কেউ কালো, কেউ একেবারে নিকষ কালো, কারও উঁচুনাক, কেউ খাঁদা, কেউ দীর্ঘাদেহী, কেউ খর্বাকার, কারও লোচন আয়ত, কারও ছোট ছোট। কেন?—আরে, এ যে

boierpathshala.blogspot.com

উপমাদেশ! আয়তনে ইউরোপের চেয়েও বড়, তার মধ্যে আবার রয়েছে যেমন নিরক্ষীয় বা ক্রান্তীয় অঞ্চলের তীব্র গরম, তেমনই এইসব থেকে দূরে শীতপ্রধান স্থান, রয়েছে মরুভূমি যেখানে শীত-গরম দুইই প্রবল, শুক্‌নো আবহাওয়া, রয়েছে পার্বত্যভূমি যেখানে তাপমাত্রা সারাবছরই কম, আছে নদী তীরবর্তী সুফলা অঞ্চল যেখানে জীবনধারণ বেশ সহজ, লাঙল ঠেকালেই ফসল, সামান্য একটা সুতিবস্ত্র হলেও বছরের বেশিরভাগ কেটে যায়। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই। এখানে সব জায়গায় যে একরকম মানুষ জন্মাবে না এটাই স্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ,বনের একেবারে অভ্যন্তরে যারা ছিল তারা দীর্ঘদিন ধরে একরকম থেকে যায়। এদেরই আমরা আজও আদিবাসী বলি। এরা তখনও যেমন এখনও তার থেকে বেশি বদলায়নি। এরা সাধারণত হত নিকষ কালো, নাক ছড়ানো, একটু চাপা। এদের অনাস বা নতনাস বলে উল্লেখ আছে পুরাশাস্ত্রে।

বিশেষত, যারা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে থাকার সুযোগ পেল, পেল সমতলভূমি তারা মহাবনের নানা স্থল সাফ করে তার থেকে বার করতে লাগল

boierpathshala.blogspot.com

কৃষিক্ষেত্র, ফলাতে লাগল প্রচুর সোনালি ফসল, সে যবই হোক আর ধানই হোক। তাদের হাতে ক্রমাগত গ্রাম পত্তন হচ্ছে, গঞ্জ, ছোট নগর, যদিও ছোটই হোক বড়ই হোক তাদের গ্রামীণ চরিত্র কিন্তু বজায় থেকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে রাস্তাঘাট, নানা ধরনের বাসগৃহ, এমনকী, প্রাসাদ। তাদের জীবনে যুক্ত হচ্ছে সুন্দর বস্ত্র, মূল্যবান সোনা, রুপো, রত্নের অলংকার। জীবন হয়ে উঠছে নানা বিদ্যার ক্ষেত্রস্বরূপ, তা যেমন কৃষিবিদ্যা, তেমনি আবার যুদ্ধবিদ্যা, দর্শন ও কাব্য, রাজনীতি ও অর্থনীতি, নৃত্য, গীত, চিত্রকলা...সবকিছুর সমন্বয়ে এক সমৃদ্ধ জীবনযাপনের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা। কিন্তু কৃষ্ণকায় অরণ্যবাসীদের জীবন চলছে একই ধাঁচে। শিকার, কিছু কিছু পশুপালন, বন্য ধান, যব ইত্যাদি এবং ফল সংগ্রহ, আদিম নাচ, গান ও মদ্য দিয়ে সমবেত উল্লাসে অবসরযাপন।

কিন্তু যদি মনে করি এইসব শ্রেণি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে রইল তাহলে বোঝা যাবে আমাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই। কখনও ধীর লয়ে কখনও জোরকদমে এদের মধ্যে মেলামেশা হচ্ছিল, সে যেভাবেই হোক। তার ফলে জন্ম নিচ্ছিল বর্ণসংকর

boierpathshala.blogspot.com

যাকে এপিক খুব ভয় করত। কালো কিন্তু দীর্ঘাঙ্গ, উন্নতনাসা আয়তলোচন নারী-পুরুষ আবার গৌরবর্ণ অথচ খর্বাকার, এরাও জন্মাচ্ছিল ঠিকই। আর এই মিশ্রণে কালে কালে জায়মান ছিল এক বিশিষ্ট জাতি, সবরকমের বৈচিত্রে পরিপূর্ণ।

যখনকার কথা বলছি তখন নদীতমা সরস্বতী তার আগেকার মাহিমা হারাচ্ছে রাজস্থানের মরুপথে, তখনকার মৎস্য রাজ্যের কাছাকাছি আস্তে আস্তে ধারা হারাচ্ছে সে, দুষদ্বতী শুধু এক দূরাগত স্বপ্ননাম। নদীতমা এখন গঙ্গা। আর তার উপদনী যমুনা। খুব সম্ভব প্রাকৃতিক কারণে তাদেরও গতিপথের পরিবর্তন হয়েছে। হস্তিনাপুর অর্থাৎ মোটের ওপর আজকের দিল্লি ও মেরঠের মাঝামাঝি অঞ্চলে যমুনার কূলে এক সমৃদ্ধ নগরী। তার এ কূলে, ও কূলে ধীবরদের বাস। যমুনা সুস্বাদু মাঝে ভরা, ধীবররা সেই মাছ ধরে, তাছাড়াও খেয়া বায়। আরও আছে তীর থেকে একটুদূরে গেলেই সেই মহাবনের নানা অংশ। এখনকার উত্তরপ্রদেশের দিকটায় রয়েছে বিস্তৃত নৈমিষারণ্য, এছাড়াও নানা জায়গায় এই বনের নানা নামকরণ হয়েছে। এখনও দ্বৈতবন, কখনও কাম্যকবন, কখনও

boierpathshala.blogspot.com

দণ্ডকারণ্য। এইসব নামী এবং নামহীন মহারণ্য পেরিয়ে এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে চলাচল করে বেড়ান মুনি, ঋষি, রাজপুত্র, ক্ষত্রিয় এ. ব্রাহ্মণ— নানারকমের মানুষ।

যমুনার স্বচ্ছ নীল জলে সেদিন রুপোর মতো চাঁদ বিম্বিত হয়ে রয়েছে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে রুপোর কুচি। বড় শোভা! সেই কলস্বনা যমুনা, যার আরেক নাম কালিন্দী, তার তীরে দাঁড়িয়ে এক রমণী। চাঁদের আলোয় দেখতে পাচ্ছি সে কৃষ্ণা এবং নতনাস, তার দৈর্ঘ্যও খুব বেশি নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বড়ই চিত্তাকর্ষক সে। ফণাধরা লতার মতো তার কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে রয়েছে কাঁধের পরে। এদিক ওদিক উলটোনো রয়েছে ডিঙি নৌকা, খুঁটি পুঁতে পুঁতে মেলা রয়েছে মাছ ধরার জাল। সবকিছুর ওপর চিকচিক করছে চাঁদের হাসি। রমণী কিছুই দেখছে না, কী এক ভেতরের আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে। ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে তার চোখে ছলছল জল, মুখে খেলা করছে বিচিত্র এক মোনালিসা হাসি। সে খুশি, খুব খুশি, সেই সঙ্গে তাকে ভর করেছে কী এক অস্বস্তি। সেটা শঙ্কার কাছাকাছি।

boierpathshala.blogspot.com

সন্ধে আরেকটু গাঢ় হলে পেছনে পায়ের শব্দ শোনা যায়। বেশ কয়েকজন বনবাসিনী আসছে। তাকে ঘিরে সব ভিড় জমায়।

—কী গো রানি! এমন লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? এমন আহ্লাদের কথা, তা না হল একটা ভোজ, না হল একটা নাচাগানা!

রানি মুখ তুলে তাকায়, গদগদ গলায় বলে—এত ভাগ্যি আমি রাখি কোথায় বল তো বোন! দ্যাখ এখন, সব ভালোয় ভালোয় মিটলে হয়!

ওরা কলকল করে উঠল—কেন লা? এমনধারা উলটো গাইছিস কেন?

—না, তাই বলছিলুম! সাত-আট বছর চলে গেল হা ভগমান যো ভগবান করে, হঠাৎ কপাল ফিরলে তো মানুষের ভয়ই করবে, না কী?

ভ্রুভঙ্গি করে তারা বলে—দূর দূর ওরকম কত্ত হয়! ও নিয়ে মিছিমিছি এত চিন্তে করিস না। রানি বলল—আচ্ছা আচ্ছা তোরা এখন যা তো, আমায় একটু একা থাকতে দে।

কেন কে জানে, তারা রানিকে একলা ফেলে নিজেরাই নাচতে নাচতে চলে গেল।

একা একা বসে থাকে রমণী তার মুখে যুগপৎ হর্ষ

boierpathshala.blogspot.com

আর শঙ্কার ভাব ক্রমেই আরও স্পষ্ট হয়। আজ থাকলেও তার গোপন কথা তো কাল আর গোপন থাকবে না! পাড়াসুদ্ধু লোক জানবে। উঠোন, বাগানে কী উদ্দণ্ড নেত্য শুরু হবে সে এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। তা হোক, তাতে তার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কী বলবে সে জেলেপাড়ার সর্দার? তার সোয়ামি? বছরের পর বছর যায়, জেলেপাড়ার সব মেয়েদের কোল জুড়ে ছানা আসে, খালি তাদের রানির কোলটাই খালি গো! পেরথমটা সে থাকবে বেভ্‌লমতো। কিন্তু তারপরে? যদি কিছু সন্দ করে। এসেছে ঠিকই, কিন্তু সে কীভাবে এল, তার চেয়েও বড়, কেমনটি হয়ে আসবে, আর তখন কী সব্বোনাশটাই না হবে, এইসব ভেবে ভেবে সে কূল পাচ্ছে না।

ওমা তেমন কিছু তো কই হল নাকো! সুযযি যখন গাছপালার ফাঁক দিয়ে গলে গলে পড়ছে, উঠোন বাগান সোনা সোনা, জেলেপাড়ার তাবৎ মেয়েপুরুষ এসে হল্লা করছে, সে মানুষ শুধু তার স্যাঙাতের মুখের কাছে কানটা নিয়ে যায়, প্রথমে বোকা ভ্যাবলা, তারপরেই তো সে উলসে ওঠে। আহ্লাদই

boierpathshala.blogspot.com

তো! আর কিছু যেন মিশে ছিল তাতে, একটা চমক। রাজা যেন থ'হয়ে আছে। তারপরেই সে গাছ সমান লাফিয়ে উঠে বউকে কোলে তুলে নেয়, এই ছোড়ে তো সেই ছোড়ে। হাঁ হাঁ করে সব ছুটে না এলে একটা কাণ্ডই হয়ে যেত।

তারপর তো রাজা কী করবে আর কী করবে না ভেবে পায় না। রানির হাতে দিল খাড়ু, পায়ে দিল মল, সিঁথায় দিল সিঁদুর তার অঙ্গে-ঝলোমল। জ্বলজ্বলানি বস্ত্র দিল, করঞ্জার তেল দিল, পেট ভরে অন্ন দিল, ফুল দিল ফল দিল আর দিল কী? সোহাগ করে মাথায় তোমায় তুলে রেখেছি।

রানি ঘর থেকে বেরলে উলু উলু, ঘরে ঢুকলে উলু উলু, এটা-ওটা রান্না করে পাড়াসুদ্দু মুখের কাছে ধরছে। আদিখ্যেতার আর শেষ নেই। সুযযি ওঠে, সুযযি অস্ত যায়, চাঁদ জাগে চাঁদ ঘুমায়, গাছের পাতা দোলে, পাতা খসে। কলায় কলায় উদর পূর্ণ হতে থাকে। অবশেষে হেমন্তের এক স্বর্ণগোধূলিতে আঁতুড়ঘর আলো করে কন্যা জন্ম নেয়। রানি একবার আড়চোখে দেখেই নিশ্চিন্দি হয়ে পাশ ফিরে শোয়। কিন্তু ধাইরা সব কাড়াকাড়ি করে, কেমন বড়সড়

boierpathshala.blogspot.com

হয়েছে দেখো, সদ্যোজাত নয় তো, এ যেন তিন মাসের চাঁদের কণাটা।

রাজা আসছে। ভারী ভারী আওয়াজ শোনা যায়। ধম ধম ধম। পা তো মেঝেয় পড়ছে না, পড়ছে রানির বুকের ওপর, মাথার ওপর। ধম ধম ধম।

কন্যেটিকে বুকে তুলে রাজা দেখছে তো দেখছেই। কী এত দেখছে? এপাশ ওপাশ, মাথা হাত পা। চুল ভরতি মাথাটি থেকে এই টুকুনি টুকুনি পায়ের পাতা পর্যন্ত। একরত্তি এক মেয়ে। তার ফুলতুকতুক হাত পা, রাঙা ঠোঁটে ভাঙা হাসি, ঘুমের মাসি ঘুমের পিসি, মাথা ভরা কুঞ্চিত কেশ, তা বেশ তা বেশ। রংটি সাঁঝবেলার মতো হলে কী হয়, রূপে যে নীল যমুনায় বান ডেকেছে। এইটুকুনি তৃতীয়াতেও সে যেন পুন্নিমে!

রাজা ডাকল—রানি!

মেঘের মতো ডাক। রানি কেঁপে ঝেঁপে পাশ ফেরে। ধাইকে চক্ষের ইশারায় দূর করে দিয়ে রাজা মুখখানি রানির চোখ বরাবর এনে জিজ্ঞেস করলে—টেঁপামুখী, বোঁচানাকী, চিরণদাঁতী, উঁচকপালী, এমন মেয়ে কোথায় পেলি?

রানি ক্ষীণ গলায় বললে—কেন রাজা তোমার

boierpathshala.blogspot.com

কাছে! কন্যে তো একেবারে বসানো বাপের মতো হয়েছে।

শুনে রাজা অট্টহাস্য করল, মুখাখানি নাড়িয়ে বলল—ভাঁটার মতো চোখ, কুলোর মতো কান, তবে না রাজার মান! যমুনার জলে তো এমনি যমের চেহারাখানাই দেখি। ভালো চাস তো স্বরূপ কথা ক'।

রানি মুখ ঢেকে বেশ খানিকটা কেঁদে নিল—এ দিগরে, ও দিগরে লোকে কয় বাঁজা বাঁজা, সইতে আর পারিনি রাজা। কে এক ক্ষত্রিয় রাজুপুরুষ নদী বাইতে বাইতে যাচ্ছে, ফিরে ফিরে চাচ্ছে। সে যখন আমায় চাইলে, সত্যি বলছি রাজা গর্ভধারণ করব একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু করলাম তো, তা'লে তো বাঁজা নই! বদনামটুকু তো ঘুচল! এখন মারতে হয় মারো, কাটতে হয় কাটো। দাসরাজা মাথা নিচু করলে। আজ না হয় বিজ্ঞান আর চিকিৎসাশাস্ত্র খুঁজেপেতে বার করছে পুরুষমানুষেরও নানা ত্রুটি আছে যার জন্যে সন্তান হয় না। কিন্তু মানব মগজ আর তার ইনসটিংক্ট কি অতই খাটো নাকি যে তার মনে প্রশ্ন উঠবে না, সে বুঝবে না কত ধান্যে কত চাল! কালাকাল জানি না। সেই সে প্রাচীনকালেও ঠিক ধরতে পারত মানুষ, জেগে জেগে ঘুমোতে সব!

boierpathshala.blogspot.com

রানি যদি বাঁজা নয়, তাহলে কে বাঁজা হয়! ভেবে ভেবে রাজার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। এমন সময়ে মেয়ে কেঁদে উঠল। আথিবিধি করে রাজা শিশুকে মায়ের বুকে তুলে দেয়।

মেয়েটি ক্রমে দাসরাজার নয়নর মণি হয়ে দাঁড়াল। রাজা তার নাম রাখলে কালিন্দী, সংক্ষেপে কালী। কিন্তু প্রজারা তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না! কালী যত বড় হয় তার রূপে বান ডাকে। সাঁঝরঙের ভেতর থেকে কী এক রক্তাভা ফুটে বেরয়, এমনটা আর কেউ কখনও দেখেনি। ছাড়াল গড়ন, লম্বা লম্বা হাত-পা, ত্বক তো নয় যেন সারা শরীরটা তার অপরাজিতা আর সন্ধ্যামণি ফুলের পাপড়ি দিয়ে ঢাকা, মখমল হেন। চোখমুখের কী বাহার! এ রতন তো এখানে মিলবার নয়! কানাকানি, হাসিহাসি। শেষে একদিন দাসরাজা মুখ ভারী করে বলল—উপরিচর রাজা যদি নিজে এসে চায়, তোরা তোদের বউকে আটকাতে পারবি? আরে বাবা, রাজার বীজ কি তোর আমার বীজ নয়? রা-জা, বলে রাজার রাজা উপরিচর রাজা বলে কথা!

—উপরিচর? সে কোন রাজ্যে বাস করে? না মনরাজ্যে বাস করে। কেমন করে তার নামডাক

boierpathshala.blogspot.com

দাসরাজার কর্ণগোচর হয়েচিল সে একটা কথা বটে। কিন্তু সে জি. কেটুকু সে কাজে তো লাগাল! কেলেংকারির মুখে নামটি কেমন ফস ফুট করে মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল!

প্রজারা তার এ ওর মুখে চায়। বাপরে বাপ! চর নয়, চরাচর নয়, একেবারে উপরিচর? গাছপালায় ঘেরা তাদের ছোট্ট ভুবনটুকুতে রাজা-রাজড়ার আবির্ভাব বড় একটা হয় না। তাদের বার্তা যদি বা রটে, অনেক মুখে এঁটো হতে হতে পৌঁছয়। শিকারে বিকারে এলে বনের বুনোরা, খরগোশটা আশটা কিংবা কলহংস টংস যা তাদের তিরের মুখে মাটিতে পড়ে সে সব খুঁজে তুলে এনে দেওয়ার কাজ করে বটে! আর হ্যাঁ আশপাশে কোনও মেয়েকে যদি চোখে ধরে যায় তো তার আর ছাড়ান ছুড়িন নেই। এমন নয়, যে এই বিশুদ্ধ জঙ্গলে বা তার আশপাশে যারা মাছ ধরে, ছাগল পুষে, এটা ওটা সেটা কাদামাটি দিয়ে গড়ে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের ঘরের মেয়েদের নিয়ে খুব একটা ছুঁৎমার্গ আছে, তাদের মেয়েদেরও নেই। এর সঙ্গী পছন্দ হল না, তার সঙ্গিনী পছন্দ হল না এ তো হামেশাই হচ্ছে। তাই বলে এমনি! মৃগয়া না ছাইপাঁশ! তুমি ঘোড়ায় চড়ে

boierpathshala.blogspot.com

খটাখট খটাখট করতে করতে আসবে আর তোমার ভিন গোত্তরের বীজ আমাদের রক্তে বুনে দিয়ে চলে যাবে? এ তো মেয়েটার বা তার গোত্তরের অপমান না কী?

রাজা কৈফিয়ত খাড়া করছে ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার আগুনসাপের কুণ্ডলী, লকলক করছে, ফোঁস্ করে একেকটা নিশ্বাস ফেলছে আর তার হলকা ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। তার দেশোয়ালিরাও মানছে বটে, কিন্তু তাদের মনেও কি আর খচখচানি নেই? রাজার ক্রোধের আরও কারণ হল যাই বলুক আর তাই বলুক তার বউ তো সত্যি সত্যি উঁচকপালী চিরণদাতী নয়। নদীর জলে সজল সে চোখ সারা অঙ্গে, চুলের ঢালে হাসির ঢলে যমুনার ধেউ, ভুরুর রঙ্গভঙ্গে ভেতর মাতাল করা অমন রঙ্গিলা রমণী দেখেই না সে মজেছিল! সে কি আর জানে না সুন্দরপানা নাগর তার বউয়ের বড্ড পছন্দ। মনটায় জ্বালা ধরে, বড্ড জ্বালা ধরে।

সুতরাং কোনও এক উপরিচর রাজা, সে সত্যি রাজা না রূপকতার রাজা কে জানে, তারই প্রসাদ পরিচয়ে কালী দাসরাজার আঙনে বড় হয়ে উঠতে থাকে। লাবণিতে তার অবনি মুরছি যায়। সে এমন

boierpathshala.blogspot.com

লাবণি যে কারওর আর তার বিধর্মী বেজন্ম অরিজিন মনে থাকে না। ঘাড়মোড় ভেঙে তাকে তারা আপন করে, ভালোবেসে ফেলে। বড়দের আদলের দুলালি, কমবয়সিদের উপাস্য, এর ওর তার হিংসের আগুনে ক্রমে ক্রমে যেন রক্তমুখী নীলা হয়ে উঠতে থাকে সে। কিন্তু ছেলে-ছোকরারা তার নাগাল পেলে তো? যেমন আখাম্বা উঁচু নজর তার বাপের, তেমনি তারা। দাসরাজা মনে মনে এঁচে রেখেছে, কোনও এক রাজপুরুষ যেমনি তার বংশে পুঁতে দিয়ে গেছে নিজের বীজ, সে-ও তেমনি পুঁতবে রাজপুরুষদের বংশে। ঝাড়েবংশে উচ্ছন্ন যাক সব। কালীর মাথার ভেতর তার বাপ সমানে তার নিজের ভেতরের লকলকে আগুনের শিখাটি জ্বালিয়ে যায়। তোর যা রূপ বুঝলি মেয়ে, তুই ওদের ইন্দর দেবতার আসন টলাতে পারিস ইচ্ছে করলে। উর্বশী মেনকা সব নাম শুনিস না? ওরা তোর নখের যুগ্যি নয় জানবি। পৃথিবীর রানি হবি তুই।

—কেমন করে হব বাপ?

বাপ চতুর হেসে বলে—কে বলছে তোকে মাছ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে। অ্যাদ্দিন যেটুকু করেছিস তাতেই তোর গায়ে আঁশটে গন্ধ হয়ে গেছে। ও কাজ

boierpathshala.blogspot.com

আর করিসনে। আমি তোকে ভিন্ন কাজের কাজি করে তুলব।

তৈরি হয়ে আসে শালগাছের মাঝারি সাইজের ডিঙিনৌকা। এক দুই বড় জোর তিনজন বসতে পারবে। কিন্তু বসবে আরামে। চমৎকার একটি ছই, আগ গলুইয়ের পাছ গলুইয়ের হাঁসের গড়ন। পনেরো বছরের পা দিল কন্যা, কন্যাকে তার বাপের উপহার। বাপের চোখের চতুরালি তার মেয়ের চোখে ঝিলিক তোলে, কিন্তু তার সবখানি সে বুঝলে তো?

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

দুই

পাটনির কাজ পাটনি নৌকা বায়, অভিনব নৌকার অভিনব পাটনি। খেয়া যায় রে, খেয়া যায়, পুব কুল থেকে পচ্চিম, পচ্চিম থেকে পুব। যদি যেতে চাও উজান বেয়ে তো অধিক কড়ি গুনে দিও। পরনে তার সামান্য গামছার মতো অঙ্গবাস। নিম্নাঙ্গে একটা, উর্ধ্বাঙ্গে একটা। খরিশ সাপের মতো বেণী দোলে, চোখে বিদ্যুৎ, কালো অঙ্গে বুঝি দ্বিতীয় যমুনার লহর খেলে। বৈঠাসুদ্ধু হাত উঠছে নামছে, উঠছে নামছে, তন্বী দেহটি সামনে ঝুঁকছে, আবার উঠে সোজা হচ্ছে, পেছনে হেলছে, আবার সোজা হচ্ছে। যমুনা নয়? পনেরো পুরেছে কি? পোরেনি এখনও। পুন্নিমের ঘরে যেতে আর একটু বাকি আছে। কিন্তু মনে লয় কি বেশ ডাগরডোগর। গাঁ-ঘরের হাভাতেগুলো এ নৌকোর কাছে ঘেঁষবে না। এক

boierpathshala.blogspot.com

নম্বর কি তারা যাবে দল বেঁধে, আমি, তুমি, তোমার ভাই ভাগনা, আমার স্যাঙাত-স্যাঙাতনী। পারের কড়ি? অত দিতে নারবো, এক কুচি লও, পার করে দাও মেয়ে। বলতে না বলতে সড়াৎ, নৌকা পিছনে চলে গেছে অগাধ জলে, জলের ছলোছলের সঙ্গে বাজছে পাটনির কুলকুল হাসি। শোল মাছের মতো একহারা ছিপছিপে নৌকো আমার, গাঁসুদ্ধু আত্মীয়কুটুম নিয়ে জলের অতলে তলাই আর কী! হাসির ছটায় যমুনার পাটনি এই সংসারের, না কোনও রূপকথার নদীর? তারা ভেগে পড়ে। বণিক, বণিকপুত যায় বেচাকেনায়, এ কূল থেকে ও কূল, সেখানে দু'দিন কাজকম্মো সেরে আবার পার হবো গো পাটনি মেয়ে! ঘাটে এসে তোমায় যেন পাই, অপরাহ্ণ চার ঘটিকে।

মেয়ে ঠিক চার ঘটিকাতেই নৌকা বাঁধে।

জোতজমা সে গৃহপতির অনেক। নগরে থাকে, কিন্তু গাঁয়েগঞ্জে ঘুরে ঘুরে তাকে দেখাশোনা করতে হয় হামেশাই। সে যথাযথ পারের কড়ি দিয়ে কালীর নৌকায় পারাপার করে। হয় তো কোনও রাজপুরুষ, কী কাজে যাচ্ছে তা সে-ই জানে! নদীটুকু পার হতে তার একটু বিশেষ জলযান চাই। হতে পারে জোয়ান

boierpathshala.blogspot.com

মানুষ, কিন্তু গদিতে ঠেস দিয়ে একটু আরামে যেতে যায়, সে বেছে নেবে কালী পাটনির ওই ছিপছিপে তরতরে চকচকে লাক্সারি বোট।

সন্ধে হতে না হতে একটি প্রদীপ নিয়ে মা তার ঘাটে এসে দাঁড়ায়। মায়েতে মেয়েতে কলর কলর করতে করতে বাড়ি ফেরে।

রাতের বেলায় শুঁটকি মাছের ঝাল চচ্চড়ি দিয়ে রাঙা রাঙা ভাতের দলা চিবোতে চিবোতে বাপ মেয়েকে শুধোয়...

—কড়ির হিসেব? না।

কতবার পারাপার করল, তার হিসেব? না।

কেমন লাগছে পাটনিগিরি? না, তাও না।

তার জিজ্ঞাসা হলো—কাকে কাকে পার করলি আজ।

—প্রথমে ছিল কুশপুরের ছোট রাজবাড়ির কুলপুরুত আর তার তন্ত্রধারক। তারপরে ছিল মাল্যবান সদাগর আর তার ছোট ছেলে।

বাপ শুধোয়—যুবোপুরুষ? তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে, যেন বনবিড়াল।

—না বাবা নাক টিপলে এখনও দুধ বেরয়।

বাপ বলে—অ। তা আর কেউ এল?

boierpathshala.blogspot.com

—কুরুক্ষেত্তরের কোষাগারের...

বাপের হাত পাতের ওপর থেমে যায়, সে ঝুঁকে বলে—কোষাগারের?

কালী বলে—অধ্যক্ষের পনেরো নম্বর দাসী আর তার ছেলে।

বাপের মুখ নিবে যায়।

হেমন্ত কাল এসে গেছে। ক্রমেই শীত এবার চেপে বসবে। কুয়াশা লাগা ভোর। কালী রোজকার মতো বৈঠা ধরে বসেছে। আজ তার পরনে লালরঙা বসন। নৌকায় এসে উঠলেন ভারীভুরি মুনি এক। চামড়া আলগা হতে শুরু করেছে। চুলে দাড়িতে সাদার ছোঁয়া।

—কুরুক্ষেত্র যাব মেয়ে। কত নেবে?

বৈঠা তুলে নেয় কালী। ঘাটের পাঁচিলের গায়ে বৈঠার এক ঘা। শাঁ করে স্রোতের মুখে এসে পড়ে মুনিসুদ্ধু ডিঙি।

—আরে রে রে! কী করো গে মেয়ে? কাহন কড়ি যে ঠিক হল না!

বৈঠেটা দণ্ডের মতো হাতে ধরে সে মেয়ে উঠে দাঁড়ায়, চকচকে দাঁতে বিদ্যুতের ঝিলিক।

boierpathshala.blogspot.com

—রও মেয়ে, অত হাসি কীসের?

—হাসব না?

মুনিটির পাথরের ঘটির পারা বডিটির ওপর বাবলা জটের মতো খসকা জটার ভার। গালের ওপর কতদিনের দাড়ি। কিন্তু কী কোমল অথচ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রে বাবা!

ভারীভুরি জটার গুঁড়ি চিটপিটে দড়িয়াল, সন্নিসি তো নয়, যেমন হাস্যরসের ফোয়ারা।

অনেক কষ্টে হাসিটুকু মুছে নিয়ে কালী বলে—সন্নিসি-মন্নিসির থেকে আমি পারের কড়ি নিই নে।

—তা তো হয় না মেয়ে। আচ্ছা চলো দেখি ওই সবুজ দ্বীপে।

এই যে বললেন কুরুক্ষেত্র যাবেন? ও তো যমুনা নদীর চর!

—চলোই না একবার।

তরতর করে চর এসে যায়। সন্নিসি বলেন —নৌকা একটু বাঁধো গো আমি নামব।

কালীকেও নামতে হয় নৌকা বেঁধে।

—আমার নাম পরাশর। নামটা শোনা আছে কি?

—ওরে বাবা। পরাশর মুনি নাকি?

boierpathshala.blogspot.com

গালের ভাঁজে হাসি খেয়ে যায়, তিনি বলেন —সে-ই। মুনি, ঋষিও, কিন্তু তুমি যে বললে না? সেই সন্ন্যাসী নই বাপু। তোমার পারের কড়ি আমি এইখানেই হিসেব করে দিয়ে দিই। বলি কন্যে, আমাকে এত মোহিত করলে কেন? কাছে এস, তোমাকে একটি অলোকসামান্য পুত্র উপহার দেব। সে তোমার ইহকাল পরকাল সব পারাপারের কড়ি হয়ে থাকবে।

লজ্জায়, সংকোচে গা মোড়াতে থাকে কালী। কটাক্ষ হেনে বলে—বা রে বা! খোলা চর, চারদিক ঘিরে বহতা নদী, নৌকায় নৌকায় কত যাত্রী আসে যায়, মাঝি মাল্লা, ছি! সব দেখতে পাবে যে! কেমনতরো মানুষ আপনি?

পরাশর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—ওই দ্যাখো, শীতের বেলা এখনও নদী থেকে কুহেলি সরেনি। ঘন কুয়াশায় ঢাকা জল স্থল অন্তরীক্ষ, কেউ কিছু দেখতে পারে না। বলে কোঁচড় থেকে বার করলেন একটি অপূর্ব স্ফটিকের পাত্র। বলি, ও মেয়ে তোমার গায়ে বড় আঁশটে গন্ধ, যাও দেখি মাটি মেখে একটু ঘষেমেজে চান করে এসো দেখি, তারপর এই সুরভিসার সর্বাঙ্গে মাখো, গা দিয়ে পদ্মগন্ধ বেরবে।

boierpathshala.blogspot.com

সন্ধে হয়ে আসছে। এখন দিন ছোট, রাত বড়। ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রানির প্রদীপ নিবু নিবু, কালীর দেখা নেই, ত্রস্ত পায়ে সে ফিরে যায়, রাজার কাছে কেঁদে পড়ে।

কী হল? মেয়ে কি কুয়াশায় পথ হারাল? তার রাজা ডিঙি নিয়ে জলে নামতে যাবে দূর থেকে একটি ছিপছিপে নৌকা যেন আপনি ভেসে ভেসে ঘাটে এসে লাগল। কালী নামল, যেন একটি রক্তমুখী নীলা। তার তনুদেহের বিভঙ্গ যেন আজ কত গল্প বলতে চায়। জেলেপাড়ার আঁধার পথ দিয়ে কুটিরে ফিরতে থাকে কালী, তার দুপাশে তার বাবা মা নীলোৎপলের গন্ধে পাগল হয়ে যায়।

কালী কি দেবী হয়ে গেল? না অপ্সরী উর্বশী? এমন মন-মাতানো পদ্মগন্ধ সে কোথা থেকে পেল? তাদের প্রশ্নের জবাবে কালী বলে—মহামুনি পরাশরের সঙ্গ করেছি। তাঁর আশীর্বাদ এই সৌরভ, আর...

নয় মাস দশ দিন পরে ঘাসে ঘাসে সমাচ্ছন্ন, বন্য কুসুমে ভরা, পাখি ডাকা, যমুনার চরে মায়ের হাতে ভূমিষ্ঠ হল কালীর সন্তান। অতি স্থূল, ওজনে বিপুল,

boierpathshala.blogspot.com

ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, লালচে ছোট ছোট হস্তী চোখ এক উৎকট কিন্তু অদ্ভুত শিশু।

রানির মনে হল এতদিন অবিকল তার বরের মতো একটি শিশু জন্মাল তাদের ঘরে, সেই বলেছিল না ভাঁটার মতো চোখ, কুলোর মতো কান তবে না রাজার মান! কে জানে বোঁচানেকো, উঁচকপালে, চিরণদাঁতিও হয় কিনা। সে সব ক্রমশ প্রকাশ্য। চর থেকে আর ডাঙায় যেতে হল না—দিন ছয়েকের মাথায় পরাশর মুনি স্বয়ং এসে শিশুকে নিয়ে গেলেন। বলে গেলেন—ও কালীর সন্তান তাই কৃষ্ণ, দ্বীপে জন্ম তাই দ্বৈপায়ন। ওকে আমি আশ্রমে নিয়ে চললাম কালিন্দী মেয়ে। শেখাব, পড়াব, গড়েপিটে তৈরি করে দেব। চিরটাকাল এই দ্বৈপায়ন ছেলে তোমার পাশে পাশে থাকবে।

সুস্থ হলে কালী আবার নৌকা বায়। আরও কত কাজ আছে ধীবর পল্লির সংসারে, রানি বারবার বলে—এবার মেয়েকে নৌকা বাওয়া থেকে অব্যাহতি দাও রাজা। কিন্তু না, রাজার এক গোঁ, কালী ওই ছিপছিপে দু-তিন যাত্রীর নৌকাখানাই বাইবে। বাপ মেয়েকে যথাসাধ্য এক্সপোজার দিচ্ছে বোধহয়।

কালীর খারাপ লাগে না কিন্তু। যমুনার জল অথৈ

boierpathshala.blogspot.com

কালো। তার নৌকা যখন জল কেটে এগোয়, তার দাঁড়ের মুখে একরাশ মল্লিকাফুলের মতো ফোয়ারা ওঠে। কী যে অদ্ভুত শোভা তার। দু-পাশে অপূর্ব বন বনানী, ফুল আর গাছের গন্ধবহ হাওয়া দেয়, বেলা পড়ে আসে তবু তার তরী বাওয়া শেষ হয় না। ও পারে যাত্রী পৌঁছে ঘাটের খোঁটায় নৌকা বেঁধে সে ঘুরে বেড়ায়, জলের মেয়ে, স্থলের দেশে। কেমন বন শেষ হয়ে গাঁ শুরু হয়, কেমন গাঁ, তার কেমন খেত, তাদের কুটিরগুলো কেমন, নতুন দেশ দেখার কৌতূহলে দু চোখ ভরে সে দেখে। গাছ থেকে ফল পেড়ে খায়, নিচু ডালে বসে দোল খায়। তার কেমন মনে হয়, শুধু গাছের ফল বনের শোভা পাখির ডাক-নয়, কী যেন কী নতুন আছে এই বন বাগানে। প্রজাপতির পেছন পেছন ছুটতে থাকে একদিন একেবারে বালিকার মতো। এখানে কেউ তাকে দেখবার নেই, তার বসন একটু তুলে বেঁধে নিয়ে সে প্রায় নাচতে নাচতে ছোটে, আর হঠাৎ শেষ, হয়ে যায় বন, অনেকটা ফাঁকা জায়গা, গাছে গাছে ঘেরা, কিন্তু মাঝখানটা ফাঁকা করা হয়েছে। সে চমকে থমকে যায়। কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ তরুণ। যেমনি লম্বা, তেমনি পেশল আর

boierpathshala.blogspot.com

দীর্ঘ তার বাহু একেই বোধহয় বলে কপাটবক্ষ। সবে মুখকেশ গজাতে শুরু করেছে। এখনও বেশি না। কে জানে সে হয়তো সেগুলিকে শাসন করেছে। কাঁধ পর্যন্ত ঘন কৃষ্ণ কেশ। ধারালো নাক, চোখ দুটি গভীর কালো, কেমন রহস্যময়, প্রায় মেয়েদের চোখের মতো সুন্দর। গাছের ওপর বসা কোনও পাখির দিকে ফেরানো ছিল তার ধনুর্বাণ। শুকনো ডালপালার আওয়াজে সে চকিতে তার দিকে ফিরে তাকাল ধনুক হাতে, তারপরে তার হাত নেমে গেল, চোখে অগাধ বিস্ময়, পলক আর ফেরে না, হাঁ করে সে দেখছে তো দেখচই, অবশেষে বলল—তুমি কে?

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে কালিন্দী অপ্রতিভ ভাবে। আগে কখনও এত লজ্জা পায়নি।

—কে সে? সত্যিই তো সে কে? সে পাটনি, খেয়া বায়। সে আবার ধীবর কন্যা, জেলের মেয়ে, একেবারে যে-সে নয়, বাপ তার সর্দার, মাছ ধরে, মাছ কাটে, মাঝ বাছে, জাল বোনে, জাল ফেলে। সে আবার কোনও অপরিচিত রাজার ঔরস-কন্যা। তার ভেতরে বেশ ক্ষত্রিয় সংস্কার। সে যেমন অবলীলায় মাছ মারে, তেমনি সহজে পাখি মারে, খরগোশ, শজারু—কত কী শিকার করে করে হাত পাকায়।

boierpathshala.blogspot.com

এখানেই শেষ নয়। ক্ষীণ খেদের সঙ্গে মনে হয় সে আবার মুনিবর পরাশরের ক্ষণপ্রণয়িনীও বটে। এবং...এবং...কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নামে এক অদ্ভুত শিশুর মা। কিছুই মুখে আসে না। খালি শুকনো পাতা মাড়িয়ে গাছের ডালপালা দু হাতে সরিয়ে সে তরতর করে ঝরনার মতো ছুটে চলে যায় যমুনার ঘাটে, যেখানে তার নৌখাকানা বাঁধা। এই অপ্রতিভতা কিন্তু তার স্বভাবগত নয়। এই বালিকাচপলতাও না। এমনিতেই সে বেশ সপ্রতিভ, আর পরাশর মুনির ঘটনাটার পর থেকে তার চালচলনে এসেছে অন্য এক আত্মপ্রত্যয়, অথচ এত সুন্দরভাবে গড়ে ওঠা ব্যক্তিত্ব তার আজ কোনও কাজেই লাগল না। একেবারে আনাড়ির মতো আচরণ করল। ছলছল ছপছপ নৌকা এগিয়ে যায়, সে ভাবে আবার যখন দেখা হবে তখন আর এরকম হবে না, নিজেকে সে নিশ্চয় সামলাতে পারবে।

ইদানীং কালীর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করে তার বাবা-মা, বিশেষত, মা। সে যেন কেমন পালিয়ে বেড়ায়। কবে, কখন ফিরল, ফিরে কোথায় গেল হিসেব থাকে না। মহাবনের ভেতরে চলে যায়, কী যে করে সেখানে! বেশবাসে খুব পরিপাট্য

boierpathshala.blogspot.com

আজকাল। দীর্ঘ বেণী, লাল হলুদ নীল গুঞ্জা ফলের দুল, গুঞ্জাফুলের মালা। মুনির দেওয়া সেই সুরভিসারের গন্ধ তাকে ঘিরে থাকে। নৌকা বায় কেমন বেখেয়ালে। যাত্রীরা হয় তো শুধোল—কোথা থেকে এমন পদ্মগন্ধ ভেসে আসছে বলো তো মেয়ে?

কালী হেসে বলে—কেমন করে জানব কোথায় কত যোজন দুয়ে কোন দিঘিতে ফুটেছে কমল? আমার সে সব জানা নেই কো।

কোনও না কোনও এক সময়ে হস্তিনাপুরের দিকে নৌকা বাঁধা পড়ে, পায়ে পায়ে কাননের দিকে এগিয়ে যায় কালী। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখে অনেক দূরে তার ধনুক নিয়ে কী যেন করছে ক্ষত্রিয়কুমার। শরসন্ধান? না তো! একবার ধনুকটি তোলে আবার আনমনে নামিয়ে রাখে। এ দিকে চায়, ও দিকে চায়। কালিন্দী মৃদুমন্দ হাসে। ও কি ভাবে বনের হরিণী আপনি এসে ওকে ধরা দেবে? সে জানান দেয় সে, এসেছে, তারপর আবার ফিরে আসে। অনেকটা দূরত্ব রেখে কুমার আসে পেছন পেছন, দেখে কালো মেয়ে এক গাছের আড়ালে আড়ালে চলে যাচ্ছে, যমুনার ঘাটে গিয়ে খেয়া নৌকায় উঠল, নৌকো

boierpathshala.blogspot.com

ছেড়ে দিয়েছে। হয়তো যাত্রী আছে, হয়তো নেই, সে দাঁড় বাইতে বাইতে ক্রমে দূরে আরও দূরে চলে যায়। কালিন্দীর মাথার পেছনে দুটো চোখ আছে, সে সবটা দেখতে পায়।

সেদিন কিছুর মধ্যে কিছু না, এক রীতিমতো অভিজাত প্রৌঢ় এসে উঠলেন তার নৌকায়। একটু স্থূল কিন্তু খুবই পেশল চেহারা। চুলগুলি সাদা। দাড়ি-গোঁফ ছোট করে ছেঁটে ফেলেছেন কিন্তু তাতে বয়স লুকোতে পারেননি। বেশ কিছু অলংকার পরনে, সঙ্গে বোধহয় তাঁর বয়স্য হবে! যেন মনে হয় কোনও গোপন কাজে চুপি চুপি যাচ্ছেন। এই শ্রেণির মানুষ যাবেন তার খেয়ায়? এই প্রথম। প্রৌঢ় বয়স্যকে মৃদু স্বরে কিছু বললেন। মুখ ফিরিয়ে তিনি শুধোলেন—তোমার নাম কী গো মেয়ে?

—কালিন্দী।

—ধাম কোথায়?

—অত খোঁজে কাজ কী? নদী পার হতে এসেছ পার করে দিয়ে চলে যাব, অতশত বলতে পারিনে বাপু।

তখন প্রৌঢ় মানুষটি অত্যন্ত মধুর ভদ্রস্বরে বললেন—বলোই না মেয়ে। তোমার বাবা কে?

boierpathshala.blogspot.com

তরুণী মেয়েকে দিয়ে খেয়া পার করায়, সে কি বৃদ্ধ না রুগ্ণ?

কী ছিল মানুষটির স্বরে কালী উত্তর না দিয়ে পারল না, —গরবী গ্রীবা তুলে বলল—আমি কালিন্দী। দাসরাজার মেয়ে। আমি ধীবর কন্যা কিন্তু মুনির বরে যোজনগন্ধা।

প্রৌঢ় ঘাটে এসে কেমন বিহ্বল হয়ে নেমে গেলেন। পেছন পেছন সখ্যটি।

কেমন চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরল কালী। কোথায় যেন কী ভুল হয়ে গেছে। বেসুর বাজছে। সেদিন খেতে বসে তার বাপ জিগ্‌গেস করল—কী রে কালী। আর তো তোর খেয়া পারাপারের গপ্পো শুনি নে! আজ কে পার হল?

—আজকে একজন খুব ধনী ক্ষত্রিয় পুরুষ যাত্রী হয়েছিলেন। কত গয়নাগাটি পরা বাবা, দেখলে চোখ ঠিকরে যাবে। মাথায় পাকা চুল, তো তার ওপরে একখান মুকুট। আমি এ রকম রাজপুরুষ আর কখনও দেখিনি।

—বলিস কী রে? এ তো কোনও রাজা-রাজড়া হবে মনে হচ্চে, উরুতে প্রবল একটা চাপড় মারল বাপ।

boierpathshala.blogspot.com

তাই হবে বোধহয়! কালিন্দী একটা হাই চাপল। তার ঘুম পেয়ে গেছে। সে স্বপ্ন দেখতে চায়। স্বপ্নের মধ্যে ঘোরাফেরা করে শুক্লবসন এক তরুণ। অলংকারের বাহুল্য নেই। শুধু একটি রত্নখচিত কোমরবন্ধ, আর সোনার মালা, কালো বাবরি চুলে হলুদ রঙের ফেট্টি বাঁধা, সে কিনা শরসন্ধান অভ্যাস করছে। সরাল ঘুঘু টিট্টিভ ময়ূর কোনটি সে শিকার করতে চায় বোঝা যায় না। সে পাখি কি কালোবরণ? নীলকৃষ্ণ? নীলকৃষ্ণা! স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে ঘুরে বেড়ায় কালিন্দী, দিনের পর দিন—যত দিন না তার দুয়ারপ্রান্তে সেই স্বপ্ন সত্য হয়ে এসে উপস্থিত হয়।

তার বাপ উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে—কালী! কালী! শিগগিরি শুনে যা।

কালিন্দী তাড়াহুড়ো করে কুটিরপ্রান্তে এসে হকচকিয়ে যায়। সামনে সেই ক্ষত্রিয় তরুণ, তার স্বপ্নের নায়ক। যমুনার ঢেউ লাফিয়ে ওঠে বুকের মধ্যে, কল্লোপে সংগীত বাজছে।

—নমস্কার কর কালী, ইনি আমাদের হস্তিনাপুরের যুবরাজ, কুমার দেবব্রত।

নত হতে যায় কালী, হাত দু'টি তাড়াতাড়ি জোড়

boierpathshala.blogspot.com

করে কুমার, না না, ইনি আমার নমস্য। আমার কাছে নত হবেন না দেবী।

প্রথমে দাসরাজার মনে হয়েছিল সে এতদিন যে প্রতিশোধের স্বপ্ন গোপনে দেখেছিল তাই বুঝি সত্য হতে যায়। এই ক্ষত্রিয় পুরুষেরা খালি খালি বনের রমণী, ধীবরদের কিরাতদের রমণীদের ওপর নজর দেবে, যেখানে সেখানে, যখন তখন, যত ইচ্ছে তত। কেউ বাধা দেবার নেই। সে ধীবরমাত্র, কিন্তু তার নারীকেও এরা খেলাচ্ছলে গ্রহণ করেছিল, সন্তানশুদ্ধ ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। সে চায় ওইরকম রাজপুরুষের ঘরে যাক ধীবর রমণী, হয়ে বসুক রানি, জন্ম দিক রাজপুত্রের, যে রাজপুত্রের মধ্যে বইবে ধীবর রক্ত।

দেবব্রত বলল—না না না। ভুল করবেন না ধীবররাজ। আমি আমার পিতার জন্য আপনার কন্যার প্রাণিপ্রার্থনা করতে এসেছি। মহারাজ শান্তনু আমার পিতা, আপনাদেরও রাজ্য।

বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালী। তার হাত-পাগুলো কেমন আলগা আলগা, শক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে। সে কি এখানে মূর্ছিত হয়ে পড়বে? নাকি কোনওক্রমে নিজেকে টেনে নিয়ে যমুনার জলে ঝাঁপ দেবে! আবছা শুনতে পেল দাসরাজা বলছে—কী যে

boierpathshala.blogspot.com

বলেন কুমার, যতই মহারাজা হন, রাজা শান্তনু তো বৃদ্ধ হলেন, তাঁকে আমি এই ষোড়শী কন্যা দান করলুম আর কী! আপনিই তো রয়েছেন, এমন উপযুক্ত ছেলে থাকতে বিয়ে বসবেন আপনার বুড়ো বাপ! এ কেমন অনচ্ছিষ্টি কথা! না না এ হয় না।

কুমার বিনীত গলায় বলল—দয়া করুন ধীবররাজ। আপনি যা চাইবেন তাই দেব। আমার পিতা কষ্ট পাছেন, তিনি মদনশরে বিদ্ধ হয়েছেন। এ অবস্থায় আপনার কন্যার সঙ্গে বিবাহ ব্যতীত আর কোনও পথ নেই—বলতে বলতে কুমারের গলা বুজে যায়, সে বলে—রাজ্যটা ছাড়া আর যা চাইবেন তাই-ই দেব।

কালী শুনল, বাবা অট্টহাস্য করছে, বলছে, আরে রাজ্যটাই তো চাই। এখন না হোক অদূর ভবিষ্যতে আমরা মেয়ের ছেলে যদি সিংহাসন পায় একমাত্র তবেই এ বিয়ে দেওয়া যাবে, নইলে নয়।

—তাই হবে, তৎক্ষণাৎ উত্তর এল।

—কী করে তা হবে কুমার? আপনার মতো সুযোগ্য বীরপুরুষ জ্যেষ্ঠপুত্র থাকতে অন্য কেউ সিংহাসন পায় কী করে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপর—শপথ করছি, দৃঢ়

boierpathshala.blogspot.com

গলায় উত্তর এল, সিংহাসন আমি নেব না, সিংহাসন আপনার পৌত্রের।

তার ভেতরের বিষের নদীতে এইবার ঝড় উঠছে, লেনিহান ক্রোধ, নারকীয় হতাশা, কালী নাগিনীর মতো ফুঁসে উঠেল—আপনি না নেন, আপনার পুত্র? সে তো চাইতে পারে।

ধীবররাজ অবাক হয়ে তাকায়, ব্যথিত বিস্ময়ে ফিরে চায় দেবব্রত, মুখ নিচু করে বলে—পৃথিবী টলে যাক, স্বর্গ খসে যাক, ধর্মসাক্ষী, এই আকাশ বাতাস সূর্যদেব এবং যমুনা সাক্ষী, আমি কোনওদিন বিবাহ করব না।

boierpathshala.blogspot.com

তিন

মাঝরাত অবধি রাজশয্যায় এপাশ ওপাশ করছিলেন মহারাজ শান্তনু। কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সেই মুখ, সেই দেহবল্লরী। শূদ্রকন্যা, কিন্তু কোথা থেকে ওই মেঘবিদ্যুতের মতো রূপশ্রী লুঠে আনল? শূদ্রকন্যা তো কী? ক্ষত্রিয় সবাইকে গ্রহণ করতে পারে। ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ গ্রহণ করলেই সে পবিত্র হয়ে যায়, গঙ্গা যমুনা যেমন। কত আবর্জনাই তো তাদের স্রোতধারায় প্রতিদিন নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, চলে যাচ্ছে মহাসাগরে। তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হচ্ছে। গঙ্গা-যমুনা আগেও যেমন পুণ্যতোয়া ছিল, আজও তেমনি। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ব্যাপারটা কতকটা তাই। তিনি আজ এক যুগ ব্রহ্মচারী রয়েছেন। মনে হয় এক নয় বহু যুগ আগে এক অপূর্ব স্ত্রী রত্নের আবির্ভাব হয় তাঁর জীবনে। ভ্রমণ করেছিলেন গঙ্গাতীরে। শান্ত, সুমধুর

boierpathshala.blogspot.com

বায়ু, ছোট ছোট লহরী তুলে নদী বয়ে চলেছে। তখনও সূর্যাস্তের সামান্য দেরি। ছায়া পড়ে গেছে সর্বত্র পুব আকাশে দেখা দিয়েছে তৃতীয়ার চাঁদ। আশ্চর্য কাণ্ড! দেখলেন নদী থেকে উত্থিত হলেন এক আলোকসামান্য রমণী। চোখ দুটো কচলে নিলেন তিনি। না ঠিকই দেখেছেন, রমণী প্রায় তাঁর সামনে, সিক্ত বসন দিয়ে জল ঝরছে। তখন শান্তনু পূর্ণ যুবক তার ওপরে সদ্য রাজা। তিনি বিহ্বল গলায় বললেন, আপনি কে দেবী? স্বয়ং গঙ্গা?

রমণী হেসে বললেন—আপনি কী করে আমার নাম জানলেন? হ্যাঁ, আমি গঙ্গা।

তিনি আঙুল তুললেন উত্তরের দিকে, বললেন —সুদূর উত্তরে তুষার রাজ্যে আমার বাস। হিমালয়, পিতার নাম জহ্নু। এ দেশে বেড়াতে এসেছিলাম, গঙ্গা এসেছিলাম, গঙ্গা এখানে চতুর্দিক প্লাবিত করে মর্তে নেমেছেন। এ স্থান পবিত্র তীর্থ। স্নান করে এলাম।

—এখানে কোথায় বাস করছেন আপনি? আমার অতিথিনিবাস কাছেই। আপনাকে সেখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

তৃতীয়া যায়, চতুর্থী আসে, পঞ্চমী যায়,

boierpathshala.blogspot.com

পৌর্ণমাসীর দিনে আর পারলেন না শান্তনু, আপনি তো জানেন, আমি হস্তিনাপুরের রাজা। যেখানে যতটা দেখছেন এই বিরাট ভূখণ্ডের একচ্ছত্র মালিক। আপনাকে দেখে আমি সত্যি অভিভূত হয়ে গেছি, যদি দয়া করে আমায় গ্রহণ করেন।

প্রতিটি চাঁদনি রাতে গঙ্গার সঙ্গে নদীর ধারে ভ্রমণ করেছেন শান্তনু, কত কথা, রাজ্য চালনার কত খুঁটিনাটি, তপস্বীদের জীবনধারা, সমতলভূমি আর তুষারভূমির মানুষদের মধ্যে পার্থক্য—কত কথাই বলাবলি হয়েছে। গঙ্গা যেন সর্ববিদ্যার আধার। কী স্বচ্ছন্দ, সাবলীল তার আলাপ। শান্তনুর মনে হয়েছিল রূপে-গুণে এক অতুলনীয়াকে হাতের কাছে পেয়েছেন। তাঁর প্রার্থনার উত্তরে গঙ্গা একবারও প্রকাশ করেননি তাঁর পুরো পরিচয়। শুধুমাত্র ওই ক'টি কথা। হিমালয় তাঁর বাসভূমি, জহ্নু তাঁর পিতৃনাম, তীর্থস্বাদ নেবার জন্য তিনি নিচে নেমে এসেছিলেন। শুধুমাত্র এইটুকু। শান্তনুর প্রস্তাবে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন গঙ্গা। চোখ দু'টি উদাস, কী যেন ভাবছেন, পরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আপনার মহিষী হতে পারি রাজন, কিন্তু এক শর্তে। আমার

boierpathshala.blogspot.com

কোনও কাজে তা সে যত খারাপই লাগুক আপনার, আপনি বাধা দিতে পারবেন না।

সম্মতি দিতে দু'বার ভাবেননি শান্তনু।—তাই হবে।

শান্তনু কী করে জানাবেন গঙ্গা হিমালয় অঞ্চলের স্বাধীনা রমণী! উত্তরের তুষারভূমি, সেখানে সমতলের মানুষ পৌঁছতে পারে না। সে রাজ্যে নরনারীর জীবনপদ্ধতি আলাদা রকম। সেখানে পুরুষরা বেঁধে রাখেনি নারীদের। তারা যথেচ্ছ বিহার করে। কী করে জানবেন, গঙ্গার পক্ষে মর্তভূমির নিয়মকানুন, সমাজসংস্কার মেনে নেওয়া কঠিন। তাই-ই তিনি একটা সীমা বেঁধে দিলেন।

বছর নয়েকের দাম্পত্যে তিনি বড় সুখে ছিলেন। গঙ্গা তো শুধু স্ত্রী নয়, যেন বন্ধু! কিন্তু পরের বছর যে পুত্র হল তাকে বলা নেই কওয়া নেই গঙ্গা জলে ভাসিয়ে দিলেন। প্রত্যেক বছর একটি করে পুত্র হয়, আর গঙ্গা তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসেন। অষ্টমবারের পুত্রটিকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, শান্তনু আর পারলেন না,

—নিজের সন্তানকে হত্যা করছ, তুমি কেমন নারী?

boierpathshala.blogspot.com

গঙ্গা হেসে বললেন—তুমি কিন্তু শর্ত লঙ্ঘন করলে রাজা। আর আমি তোমার ঘরে ঢুকব না। চললাম। যাবার আগে সত্য কথা বলে যাই।

শোনো রাজা, আমি হিমালয়ের রমণী। আমরা কোনও একক পুরুষের ঘর করি না। কারও বশ্যতা স্বীকার আমাদের ধর্ম নয়। সন্তান জন্মালে তাকে তুষার ক্ষেত্রে ফেলে রেখে যাই, পরের দিন যদি সে বেঁচে থাকে তবেই তাকে ঘরে নিয়ে আসি। কেন না অত্যন্ত কঠিন সেই তুষারভূমিতে জীবনধারণ। তোমার প্রথম তিন-চারটি সন্তান প্রত্যেকে ছিল মৃত, পরেরগুলি ক্ষীণপ্রাণ, তুষারভূমি ছেড়ে কোনও সমতল ভূমিতেও বাঁচবার মতো ছিল না তারা। রাজত্ব করা তো দূরের কথা। তুমি কষ্ট পাবে বলে জানাইনি। বিসর্জন দিয়েছি। তোমার এই অষ্টম পুত্র সুলক্ষণযুক্ত, স্বাস্থ্যবান। একে আমি নিয়ে যাচ্ছি। শাস্ত্রে শস্ত্রে পারদর্শী করে পনেরো-ষোলো বছরেরটি করে তোমায় ফিরিয়ে দেব। সসাগরা পৃথিবীর রাজা হবার যোগ্য বীরপুরুষ এবং মহানুভব হবে তোমার আমার এই সন্তান। তবে, সাধারণের কানে এসব কথা তুলো না। বোলো তোমরা এই সন্তানেরা শাপভ্রষ্ট বসুগণ। এঁদের প্রার্থনা ছিল গঙ্গাদেবীর গর্ভে জন্ম নেবেন,

boierpathshala.blogspot.com

আর গঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিনাশ করবেন যাতে তাঁরা বসুলোকে ফিরে যেতে পারেন। অষ্টম বসুর অপরাধ ছিল একটু বেশি, তাই তাঁকে দীর্ঘদিন মানব সন্তান হিসেবে জীবযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, মানুষের অভিজ্ঞতা, তার কর্তব্য-কর্ম করে যেতে হবে।

এই অদ্ভুত বিবাহ, অদ্ভুত দাম্পত্য শান্তনুকে একেবারে জীবনভ্রষ্ট করে দিয়েছিল। ঠিক পনেরো বছর সাত মাস পরে একদিন যমুনাতীরে এক দিব্যকান্তি কিশোরকে ধনুর্বাণ হাতে অনুশীলনরত দেখলেন।

—তুমি কে? তুষিতের মতো প্রশ্ন করলেন রাজা।

—আমি দেবব্রত।

—পিতা কে?

—হস্তিনাপুরের মহারাজ শান্তনু।

রাজার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বললেন—আর মা?

—দেবী গঙ্গা। তিনি এতদিন আমাকে বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে লালন করে এখন পিতৃভূমিতে রেখে ফিরে গেছেন।

boierpathshala.blogspot.com

দেবোপম ওই পুত্রকে জড়িয়ে ধরতে কেমন সমীহ হয়। সে যেন তার পিতার চেয়েও অনেক বড়।

এক জোতির্ময় কিশোর। সারল্য মাখানো মুখে পার্থিব মানুষের কলুষের ছায়া নেই। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, ঘরে চলো বৎস, আমিই তোমার পিতা।

বড় সুখেই ছিলেন শান্তনু। এত বড় রাজ্য, তার রাজা বৃদ্ধ হতে যায়, অথচ না আছে কোনও রানি, না আছে কোনও যুবরাজ। গঙ্গা বলে গিয়েছিলেন ঠিকই ছেলে যথাসময়ে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু পনেরো-ষোলো বছর তো খুব কম সময় নয়। তিনি যেন আশা করতেও ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর আর বিবাহ করাও ইচ্ছে হয়নি। গঙ্গা যাঁর স্ত্রী ছিলেন তার পক্ষে দ্বিতীয় নারী গ্রহণ করা তো সহজ নয়। কে ভার নেবে এই বিশাল রাজ্যের? সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বুক-জোড়া ছেলে, সে তৈরি হয়েই রয়েছে। শস্ত্রকুশল শাস্ত্রজ্ঞানী, একটু আধটু রাজনীতির পাঠ তাকে নিতে হবে। সেটুকু এ ছেলের কাছে কিছুই না। কত শান্তিতে ছিলেন। অকস্মাৎ এ কী বজ্রপাত?

যমুনাতীরে এ কাকে দেখলেন? আগের জন যদি স্বর্গ থেকে নেমে এসে থাকে তার সমস্ত আশিস,

boierpathshala.blogspot.com

সমস্ত সুষমা ছেনে নিয়ে, এ তাহলে উঠেছে পাতাল ফুঁড়ে। বিষকন্যা নাকি? কী অন্তর্ভেদী আকর্ষণ! শান্তনু তাকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। বয়স্য বলেন—মহারাজ এমন করলে তো রাজ্য থাকে না। চলুন। এ কন্যের খোঁজ খবর নিই।

অস্ফুট কণ্ঠে রাজা বললেন—শূদ্রাণী, অরণ্যকন্যা, তার ওপরে ষোড়শী, এ হয় না।

দিন যায়। রাজা সভায় আসছেন না। তরুণ রাজকুমার কোনওক্রমে কাজ চালাচ্ছে। তিন দিনের দিন কুমার রাজমহলে যায়। মহল অন্ধকার। রাজা খাওয়া-দাওয়াও এরকম ছেড়ে দিয়েছেন। শীতল অনুলেপন, সুগন্ধ ফুলের মালা, নানারকম শীতল পানীয় এই-ই। কুমার বলে, বৈদ্যকে ডাক দিন। রাজবয়স্য বলেন—এ বৈদ্যের কম্মো নয়।

—মানে?

—এ মনোবিকার।

—কী বলছেন কী? পিতার কি কোনও মানসিক রোগ হল? কেন?

—মনোরোগই বটে! কুমার তোমার পিতা নতুন করে প্রণয়ে আসক্ত হয়েছেন।

boierpathshala.blogspot.com

অপ্রতিভ হয়ে যায় কুমার,—এ আবার কী, এই পরিণত বয়সে? বলে না এসব। বলে—বেশ তো, কে তিনি? সসম্মানে তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠানো যাক। কোথাকার রাজকুমারী? তাঁর পিতা কে?

রাজবয়স্য বললেন—তিনি না, সে। কোনও রাজার মেয়ে নয়, সে এক ষোড়শবর্ষীয়া ধীবরকন্যা, যমুনায় খেয়া বায়, কৃষ্ণবিদ্যুৎ।

যেন বজ্রাঘাতে পুড়ে যায় কুমারের মুখটি। পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে শরীর।

—হ্যাঁ, এ সম্পর্ক সব দিক দিয়েই অনুপযুক্ত, কুমারের ভাব পরিবর্তনের অন্য মানে করলেন বয়স্যমশাই, খুবই দুর্ভাগ্য। কিন্তু রাজা বালিকাটিকে চাইছেন, না পেলে ঠিক হবেন না।

কুমার অস্ফুটে বলল—কোথায় তাঁর খোঁজ পাওযা যাবে বলুন, আমি দেখছি।

সব শুনে শান্তনুরাজ বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ উঠে দাঁড়ান।

—না না এ হতে পারে না দেবব্রত। তোমাকে আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছি। তোমার মা তোমাকে এ রাজসিংহাসনের উপযুক্ত করে গড়ে

boierpathshala.blogspot.com

তুলেছেন। তুমি কী করে উত্তরাধিকার ছাড়বে? কেন? কেন?

মৃদুকণ্ঠে কুমার বলল—আর কিছুতেই তো তাঁরা সম্মত হচ্ছেন না। আমি কথাও দিয়ে দিয়েছি। যমুনা সাক্ষী করে শপথ করেছি।

শান্তনু বলতে পারতেন—শপথ আবার কী? আমাকে নিয়ে কথা, আমার আড়ালে তোমার কথা দেওয়া হয়ে গেল? এরকম আবার হয় নাকি? ছাড়ো তো! কোনও দরকার নেই। নিজের পছন্দ করা মেয়েকে পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া অবশ্য সম্ভব নয়, খুব গোলমেলেও হয় ব্যাপারটা, যদিও এর উলটোটা সমাজে মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি অন্তত দৃঢ়ভাবে না বলতে পারতেন! না হয় শরীর মন খারাপ হয়ে মারাই যেতেন! যদিও কামজ্বরে কেউ চট করে মারা গেছে বলে শুনিনি। কিন্তু হায়, বুড়ো রাজা কিছুই বলতে পারলেন না।

দেবব্রত বলতে পারত—সে কী খুড়োমশাই, এ মেয়েটিকে তো আমি দেখেছি। তেমন কথাবার্তা হয়নি। কিন্তু আমরা পরস্পরের প্রণয়াসক্ত।

মানছি বলাটা কঠিন। কিন্তু কঠিন ব্যক্তিত্বের

boierpathshala.blogspot.com

রাজকুমার তো! ছেলেমানুষের সত্য বলার একটা স্পর্ধাও তো থাকে!

কালিন্দী বলতে পারত—এই কুমার আমার প্রাণেশ্বর। অন্য কাহাকেও বিবাহ করব না। বৃদ্ধ রাজা তো দূরের কথা!

তার বাপ তো স্থির থাকতে পারত তার প্রথম সিদ্ধান্তে—আমার ষোড়শী কন্যাকে ওই বুড়ো রাজার হাতে দিলুম আর কী!

কিন্তু কিছুই হল না, যার যা বলার ছিল, যে যা বলতে চেয়েছিল বলতে পারল না। সুতরাং কয়েকদিনের মধ্যে ছোটখাটো ঘরোয়া অনুষ্ঠান করে, সারা রাজ্যের ফিসফিসে নিন্দাবাদের মধ্য দিয়ে, রাজা শান্তনুর এতদিনের সুনামের গায়ে কালি ছিটিয়ে, শুভলগ্নে শান্তনু-কালিন্দীর বিয়ে হয়ে গেল।

ক'দিন পর, গদগদ শান্তনু কুমারকে ডেকে বললেন—তোমার মাতার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করো। তবে সবচেয়ে প্রথমে দরকার একটি নাম। রাজবাড়ির উপযুক্ত। কুরুবংশের, শান্তনু মহিষীর এবং দেবব্রত-মাতার উপযুক্ত একটি নাম।

কুমার তার নতুন মায়ের নামকরণ করল সত্যবতী।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

চার

দেবব্রতর মনে পড়ে ঋষি বশিষ্ঠর সেই শান্ত তপোবন। খুবই শিশুকাল থেকে সে বশিষ্ঠের আশ্রমে বড় হয়েছে। তপোবনের ছাত্রদের মায়েরা থাকেন না। কিন্তু তার মা গঙ্গা তো সাধারণ রমণী নন। তাঁর স্থান হয়েছিল একটি কুটিরে। মায়ের সঙ্গে ছোট্ট দেবব্রত সেখানেই থাকত। কী অপূর্ব সেই তপোবন। নির্জন অথচ পাখিদের কলকাকলিতে সব সময়েই ঝমঝম করছে। সারাদিন চকিত নয়ন হরিণ-হরিণীরা ছুটে বেড়াচ্ছে। অনেক সময়ে তাদের শাখা-প্রশাখা যুক্ত শিংগুলি বন্য লতায় আটকে গেলে আশ্রম-বালকদেরই সযত্নে খুলে দিতে হত। আরও ছিল। বানর, হাতি, শৃগাল, ছোট ছোট প্রাণীদের মধ্যে নকুল, শল্লকী এবং খরগোশ তো

boierpathshala.blogspot.com

অজস্র। সেই তপোবনের ঘাসগুলি কী স্নিগ্ধ সবুজ। গাছগুলি যেন একেকটি মানুষের মতোই চৈতন্যময়। তপোবনের ভেতরে দিঘির জলে কিংবা দূরে গঙ্গার জলে স্নান এবং সাঁতার সেরে গাছের বাকল পরে সম্পূর্ণ খালি গায়ে গুরুর কাছে গিয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে হত। কী না শিখেছেন! বেদসংহিতা এবং ব্রাহ্মণ তাঁর কণ্ঠস্থ মুখস্থ। ভোরবেলায় সেই ধেনু দোহন। মায়ের হাত থেকে সফেন দুধ পান। গোরুগুলিকে চরতে নিয়ে যাওয়া। গুনে গেঁথে গোশালে নিয়ে আসা। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালানো, আচার্যের হোমের কাজে সহায়তা। সন্ধে হলেই দিগন্ত অবধি ঝিঁঝির করতালি। নিশুতি রাতে কত সময় চাঁদের আলোয় বনপথে ঘুরে বেড়িয়েছে। মা বলতেন—রাতে তুই কী করিস? বনে অমন করে ঘুরিস কেন?

সে বলত—সুষুপ্তির রূপ প্রত্যক্ষ করি মা। সারা বিশ্বই নিদ্রামগ্ন। জেগে আছে খালি রাতচরারা। কতকগুলি পাখি আর পশু। আমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করি ধরিত্রীও তখন ঘুমোয় না জেগে থাকে।

—কিছু আবিষ্কার করতে পারলে?

—হ্যাঁ মা, পেরেছি। নদী, আকাশ, নক্ষত্ররাজি,

boierpathshala.blogspot.com

মাটি এরা কখনও ঘুমোয় না। গাছেরা বিশ্রাম নেয় মাত্র। মানুষ এবং পশুদের নিদ্রার সময় ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই রাত্রি এমন এক অদ্ভুত সময় যখন জ্ঞানীরা জেগে থাকেন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও।

মা বললেন—সে কী পুত্র? মনে রেখো, তুমি যোগী নয়। রাজপুত্র। রাজা হতে যাচ্ছ। গভীর রাত্রের জ্ঞান তোমার কোনও কাজে লাগবে না।

—কেন মা? বিশ্বামিত্র তো রাজাই ছিলেন। ঋষি হয়ে গেলেন না?

মা হেসে বলেন—সে হয়েছিলেন, হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শর্তগুলি অন্যরকম ছিল। তুমি কি জানো বিশ্বামিত্রের মা গাধি রাজার মহিষী অন্যায় করে তাঁর কন্যা সত্যবতীর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত চরু খেয়ে ফেলেছিলেন। আর তাঁর নিজের জন্য প্রস্তুত চরুর বাটি খেতে দিয়েছিলেন তাঁর কন্যাকে। সত্যবতীর চরুটি এক যোগী ঋষির উদ্ভবের জন্য করা হয়েছিল। আর গাধি মহিষীটির ছিল এক তেজস্বী শাসক ও যোদ্ধার। ফলে গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র রাজপুত্র হয়েও যোগী আশ্রমবাসী হয়ে রইলেন। এটা একটা দুর্ঘটনা বলতে পারো। তোমাকে আমি সেরকম দুর্ঘটনার হাতে পড়তে দেব না। এর পরেই

boierpathshala.blogspot.com

দেবগুরু বৃহস্পতি এসে তাকে বেশ কিছুদিন শিক্ষা দিলেন। তারও পরে এলেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। আর তার পরে স্বয়ং পরশুরাম তাঁর অস্ত্রগুরু হিসেবে দেখা দিলেন। হিমবানের পাদদেশে পার্বত্য গঙ্গার কূলে সে সব কী দিনই না কেটেছে। মা বারে বারেই বলতেন—দেবব্রত, তোমার কিন্তু যোগীভিখারি হয়ে যাবার বড্ড প্রবণতা দেখছি। মনে রেখো, পুরো কুরুরাজ্য তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তোমার জীবনে আমি কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে দেব না। ভুলে যাও তপোবন, ভুলে যাও ধ্যানধারণা, এতদিন যা শিখেছ, শিখছ, বেদ আর দর্শন সবাই তোমার মনের জমিতে বিছিয়ে থাকবে ঘাসের মতো। মনটিকে স্থিতিস্থাপকতা দেবে। ওই জ্ঞান এবং বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ করবে তুমি। ভুলে যাও ধ্যান, সুষুপ্তি, নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর গভীর স্তব্ধতা।

মা কি পারলেন দুর্ঘটনা থেকে তাকে বাঁচাতে? এ কী হল? কেন এই প্রেম? হঠাৎ বিবাগী হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার বীজ বপন। কেন চোখের এমন তৃষ্ণা! এতদিনের সংকলিত বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সব কেন ছুটে চলে যেতে চাইল তার অভিমুখে? ইস্ এ তো পাপাচার!

boierpathshala.blogspot.com

পায়ের আঙুলের দিকে দৃষ্টি রেখে রানির শিক্ষামহলে ঢোকে দেবব্রত। সতেরো আঠারো বছরের দীর্ঘদেহী ধীর তরুণ আর ষোলো বছরের দীর্ঘাঙ্গী কালনাগিনীর মতো ধীবর কন্যা। দেখবামাত্রই বাঁধভাঙা খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ে সে। অক্ষর আয়ত্ত করছে, শিক্ষা করছে রাজপুরীর সমস্ত নিয়মকানুন আচার-বিচার, সভ্যতা-ভব্যতা। প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষাগুরুও আছে। কেউ পুরুষ, কেউ নারী। কিন্তু দেবব্রতকে তত্ত্বাবধান করতেই হয়। রাজার আদেশ। তিনি এই বন্য কুসুমকেই ফুলদানে বসাচ্ছেন। এই হরিণীকে গাভির মতো রাজপুরীর মাখা জাবনায় অভ্যস্ত করতে চাইছেন। নাগিনীর বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে বিষটুকু পাত্রবদ্ধ করতে চাইছেন রাজবাড়ির শত্রুদের জন্য। শত্রু কি শুধু বাইরে? রাজবাড়ির সর্বত্র, সভায়, অন্দরমহলে, রন্ধনশালায় সর্বত্র শত্রু। রাজমহিষীকে তাদের চিনতে হবে। কূটবুদ্ধিতে তাদের বশ করতে হবে। প্রয়োজন হলে গরল প্রয়োগ। কিন্তু দেবব্রতকে দেখলেই উঠলে ওঠে কালিন্দী। তার চলায় লাগে নাচের ছন্দ। তার চোখের ভাষা বদলে যায়। এবং খলখল ছলছল বাঁধ ভাঙা ঝরনার মতো সে হাসে।

boierpathshala.blogspot.com

—জানো কুমার, তোমার পিতার মাথায় আজকে সাতটি কালো চুল খুঁজে পেয়েছি। তিনটে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। কথার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসি।

—জানো কুমার, তোমার পিতার বুকের চুলগুলিও পেকে গেছে।

—জানো, রাজা শান্তনু কী সব বলকারক ভেষজ খাচ্ছেন। মাখছেনও। চামড়া লোল হয়ে গেছে। তবু ছাড়বেন না।

—প্রগলভতা আপনাকে মানায় না মা।

—খবরদার, কুমার তোমাকেও মা ডাক মানায় না। তুমি আমার প্রায় সমবয়সি। প্রিয়া না হতে পারি অন্তত সখী হওয়াটা তো আটকায় না।

এইরকম নিত্য।

সত্যবতীর বাক্য শুনে দেবব্রতর বাক্য স্তব্ধ হয়ে যায়। এদিকে সে রাজবাড়ির আদবকায়দা শিখছে ঠিক, দাসীদের দিব্যি হুকুম করছে, চলন বলনের ভঙ্গি পালটেছে। প্রসাধনে প্রসাধনে আরও চোখধাঁধানো সুন্দরী হয়ে উঠেছে। আচার্যরা তার বুদ্ধির তারিফ করছেন, তাকে নাকি কোনও শাস্ত্রই বেশিক্ষণ ধরে শেখাতে হয় না। চট করে আয়ত্ত করে নেয়। হিসেবনিকেশে তো তার স্বাভাবিক প্রতিভা। রাজার

boierpathshala.blogspot.com

পাকশালায় কী মাপের কত জিনিস আসছে, মশলাপাতি, মাছ, মাংস, দই, দুধ, ছানা ছ'মাস না যেতেই সব তার নখদর্পণে। হিসেবের মধ্যে অনেক ফাঁক, চুরি-চামারি সে দেখ্ না দেখ্ ধরে ফেলছে। রাজকর্মচারীদের মধ্যে ভয় ঢুকেছে। তারা একটা নতুন সমীহ নিয়ে দেখছে তাদের রানিমাকে। কালো অঙ্গে একটি মণিখচিত জরিদার কালো বসন পরেই সে যাবে হিসেব রক্ষকের ঘরে। সেখানে গদির পর গতি ভুঁড়িওয়ালা খালি গা তেলা মাথা কর্মচারীরা ঘাড় নিচু করে হিসেবপত্র লিখছেন। রানিকে সহসা দেখে চমকে তাদের মূর্ছা যাবার জোগাড়। রানি কিন্তু কিছু বলে না, খালি তার চোখের তারা ঝলকায়। ঠোঁট একটু কুঁচকে ওঠে। সে মোলায়েম স্বরে বলে, হিসেবে যেন ভুল করবেন না। আমি নিজে দেখি কিনা। তাদের মনে হয় কালকেউটে বুঝি ফোঁস করল। এইভাবেই বছরখানেকের মাথায় যখন তার পুত্র হল সত্যবতী তখন পুরো অন্তঃপুরের একমাত্র শাসিকা। তার অঙ্গুলি হেলনে সবাই ওঠে বসে। তার এই ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য এবং গর্বিত হন শান্তনু। গৌরব বোধ করে দেবব্রত। কালো হিরে চিনতে তার ভুল হয়নি। একটা বড় মুশকিল হল সত্যবতীর

boierpathshala.blogspot.com

সদ্যোজাত সন্তানটি এত দুর্বল যে সারা অন্তঃপুর তটস্থ হয়ে আছে। রাজবৈদ্য নবজাতকের শয্যার পাশ থেকে নড়ছেন না। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা যে শিশুটি মারা যাবে। রাজার ভয়ে হাত পা নড়ছে না। শেষ পর্যন্ত এই বয়সে তিনি যদি বা পুত্রের পিতা হতে পারলেন এই বুঝি গঙ্গার মতোই এ রানিও মৃতবৎসা হয়। অথচ সত্যবতী ধীরস্থিরই নয় সে যেন এক্ষুনি আঁতুড়ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নৃত্যশালায় যেতে পারলে বাঁচে। রকমসকম দেখে বৃদ্ধা অন্তঃপুরচারিণীরা চুপিচুপি বলতে লাগলেন— বুঝেছিস না, শেষ পর্যন্ত তো জেলেদেরই মেয়ে। যতই গলায় গজমোতির মালা দোলাক আর মাথার সোনার মুকুট! জেলেদের ঘরে ছেলেপিলে হচ্ছে মরে যাচ্ছে, ঠিক যেমন মাছ জন্মায় মাছ মরে। তাই কোনও হেলদোল নেই। বুঝছে না, এ যে রাজপুত্র! গায়ের রং কী এতটুকু শরীরে—হলদেটে সাদা, একে কি মরতে দিলে হয়? সারাক্ষণ পরিচর্যা লাগে! তারা রাজার নিযুক্ত দুগ্ধ ধাত্রীর কোলে রাজপুত্র বেড়ে উঠতে লাগল। তার ফাঁড়া কেটে গেল। পুত্রকে স্তন্যপান করবার জন্য তেমন কোনও আকুলতা দেখা গেল না নতুন রানির।

boierpathshala.blogspot.com

সেদিন সন্ধ্যা সবে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রাসাদের ভেতরে জ্বলে উঠেছে বিশাল বিশাল প্রদীপ। লম্বা দালানগুলোয় অনেক দূর অন্তর অন্তর একটি করে মশাল জ্বলছে। বাইরে অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে আসছে। সারাদিনের রাজকার্যের শেষে দেবব্রত স্নান করে উঠেছে। শুভ্র বসন পরিধানে, ঊর্ধ্বাঙ্গে চন্দন লেপা, ফুলের মালা দুলছে গলায়। চুলগুলি পরিষ্কার আঁচড়ানো, তাতেও মল্লিকার মালা জড়ানো। মৃগচর্মের পাদুকা জোড়া খুলে নিজের ঘরে আসনে বসেছে। কঞ্চুকী এসে জানিয়ে গেল—রানিমা ডাকছেন।

—কেন?

এর কোনও কেন নেই। সত্যবতীর ইচ্ছা হলেই তিনি দেবব্রতকে ডেকে পাঠান। রানির আজ্ঞা, ডাকলে যেতেই হয়। কিন্তু কুমারের মুখটি রক্তিম হয়ে ওঠে। মনে মনে সে কী বলে সেই জানো। মনের কথা মুখ দিয়ে বার হয় না। কিন্তু সে যে বড় মুশকিলে পড়েছে সেটা স্পষ্ট। কিছুক্ষণ দোনামনা করে অবশেষে একটি উত্তরীয় তুলে নিয়ে কুমার রওনা হয়ে যায়। দীর্ঘ দালানে মশালের আলোয় পাথরের মেঝের ওপর তার ছায়া পড়ছে। নিজের ছায়া মাড়িয়ে মাড়িয়ে কুমার দেবব্রত রানি সন্নিধানে

boierpathshala.blogspot.com

চলে। কোনও প্রতিপক্ষ তা সে যতই শক্তিশালী হোক দেবব্রতর বুক ধুকপুক করা তো দূরের কথা, পা টলা তো দূরের কথা মাংসপেশিগুলি বরং আরও দৃঢ় আরও কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু সত্যবতীর সামনে যেতে তার হৃৎকম্প হয়। মাথা নিচু। শরীর নরম নমনীয়। কেন ডেকেছে রানি! শিশুর আবার কোনও অসুখ-বিসুখ করল না তো! তবে এখন সে দেখল রানির মহলের দ্বারে ছোট ছোট ঘণ্টা টুংটাং করে বাজছে। যতদূর দেখা যায় ফুলের মালায় শোভিত দেয়াল, চতুর্দিক থেকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আসছে কুসুমগন্ধ। কোথাও কোনও রাজশিশুর চিহ্নমাত্র নেই। দাসীরাই বা কোথায় গেল? হঠাৎ কোথা থেকে উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ ভেসে আসে। শব্দ অনুসরণ করে দেবব্রত দেখে দীপ জ্বেলে সন্ধ্যার গায়ে গা মিলিয়ে নীলাম্বরী পরনে কালিন্দী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। পাগল না কি?

দেবব্রত গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে —আপনি তো জানেন, আমি প্রগলভতা পছন্দ করি না। যা রাজবংশের উপযুক্ত নয় তা আমি সযত্নে বর্জন করে চলি।

boierpathshala.blogspot.com

—সেক্ষেত্রে তো প্রথমে আমাকে বর্জন করতে হয় কুমার।

উত্তরে আরও গম্ভীর গলায় দেবব্রত বলে—বধূরা বংশের বাইরে থেকেই আসে।

—তবে বধূদের প্রগলভতাও সহ্য করতে হবে। জোর করে গাম্ভীর্যের ছদ্মদেশ পরে রয়েছ কেন? আমি যতদূর জানি তোমার মা'ও খুব রসিক, রঙ্গবঙ্গে নিপুণ ছিলেন। তাঁর পুত্র হয়ে তুমি এমন আড়ষ্ট গদ্যময় আমি ভাবতেই পারি না। এ সমস্ত তোমার চাল।

দেবব্রত একটি কথারও উত্তর দিচ্ছে না।

কালিন্দী বলল—

—ভেবেছিলাম কোনওদিন বলব না।

দেবব্রত তাড়াতাড়ি বলল—

—যা ভেবেছিলেন ভালোই ভেবেছিলেন। না-ই বা বললেন।

—না, না, আজ আমি বলবই। আমি তোমাকে চেয়েছিলুম। আর তুমি আমাকে চেয়েছিলে। এটা তো ভোরের আলোর মতো সত্য ছিল আমাদের কাছে। মাঝখান থেকে এই বুড়ো শান্তনু আর তার এই বুড়োটে রাজসভা, আর এক বোকা অথচ

boierpathshala.blogspot.com

নিজেকে চালাক ভাবে এমন জেলেদের সর্দার কোথা থেকে আসে? কেন আসে? দেবব্রত শিউরে উঠে বলল—চুপ, চুপ।

—আজ চুপ করবার দিন নয় কুমার। আজ আমি বলবই। কালী আর কথা বলে না। খালি তার দু চোখ মেলে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে কুমারের চোখের দিকে। তাদের দুজনকে ঘিরে সন্ধ্যার ছায়া ক্রমশ আরও গাঢ় হয়। প্রদীপের শিখা তাকে দেয় শুধু একটা চিকন লাবণ্য। আলোকিত করতে পারে না রানির এই একার ঘর। দেবব্রতর পা দুটি যেন মাটিতে প্রোথিত। তার নড়বার চড়বার শক্তি নেই। কালী তার দিকে চেয়ে থাকলেও কুমার চেয়ে আছে কালীরও পেছনে যে বাতায়ন যার বাইরে বিশাল কালো অমাবস্যার আকাশ তারায় তারায় ক্রমশ ভরে উঠছে সেই দিকে।

—যতই আমার দিকে না চাও, চাপা গলায় হিসহিস করে উঠল কালী—তোমার কথাও রইল। আমার কথাও থাক। আজ আমাকে একটি পুত্র দিয়ে যেতেই হবে।

দেবব্রত কি এখন বলবে—হে ধরিত্রী দ্বিধা হও। আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি!

boierpathshala.blogspot.com

এ সব কি সত্যি নাকি সে দুঃস্বপ্ন দেখছে!

কালিন্দী বলল—জরদ্‌গব শান্তনুর পুত্র লাভ হয়েছে। দেখেছ তো? সে কোনওদিন কোনও সিংহাসনের যোগ্য হবে না। কোনও ধীবরপাড়ার সর্দার হওয়ার আম্বাও তার থাকবে কি না সন্দেহ। কীটের মতো একটা প্রাণ। তুমি আমাকে পুত্র দাও। সেই পুত্র কুরু সিংহাসনের, কুরু রাজ্যের অধিপতি হবে।

এবার আর পারল না দেবব্রত। গম্ভীর গলায় বলল—একদিন আপনি শংকা প্রকাশ করেছিলেন, আমি নয়, আমার পুত্র যদি সিংহাসন চায়! তখনই আমি আমার সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করি। মনে পড়ছে?

হাসি ফুটে উঠল কালীর মুখে।

বলল—সমস্ত মনে রেখেই বলছি। আমি জানি তুমি অন্যদিকে যতই ধীমান হও শেষ পর্যন্ত একজন মূঢ় ক্ষত্রিয়পুত্র, যারা দেওয়া কথাকে মানুষের প্রাণ-মন-প্রেম সব কিছুর থেকে বড় করে দেখে। দেবব্রত, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে বিবাহ করবে না। করছ না। তোমার পুত্র কোনওদিন সিংহাসনের অধিকার চাইতে আসবে না। যে পুত্র আসবে, সে তো শান্তনু-পুত্র হবে। ওই তোমরা ক্ষেত্রজ না কী

boierpathshala.blogspot.com

বলো না! আইন পড়াতে গিয়ে আচার্য আমাকে পড়িয়েছেন সব। ক্ষেত্রজ, কানীনা। সব, সব। এবার বলো।

দেবব্রত বলল—লজ্জা নেই আপনার? আইনের কুটিল গতি শেখাচ্ছেন? নীতি নেই? আদর্শ নেই?

খলখল করে হেসে উঠল সত্যবতী।

—নীতি? আদর্শ?

একজন স্বাধীন অরণ্যকুমারীর সাধ, আশা সব চূর্ণ করে বৃদ্ধ শকুনের হাতে নিজের প্রেমিকাকে তুলে দেওয়া কোথাকার নীতি? কোন আদর্শ?

গ্রীবা উঁচু করে সে বলল—চলে যাও, সত্যব্রত দেবব্রত। আর কোনওদিন তোমাকে চাইব না। কোনওদিন তোমাকে ডাকব না। যদি না পারি তো আমার নাম সত্যবতী নয়। আর জেনে রেখো, শান্তনু-সত্যবতীর বংশ টিকবে না। আর সেই মহা বিপর্যয়ের কারণ হবে তুমি, কেবল তুমি।

boierpathshala.blogspot.com

পাঁচ

মহাবনের একেবারে অভ্যন্তরে যারা থাকে তাদের নিকষ কালো গাঁট্টাগোঁট্টা দেহে অমিত বল। অনেক সময়ে শুধুমাত্র হাতের জোরে বন্য পশু শিকার করে। বরাহ, হরিণ, বন্য ছাগল হত্যা করে মহাভোজ উদ্‌যাপন করে তারা। পশুমাংসের সঙ্গে থাকে বনের ফল মূল কন্দ। পুরুষরা শিকারে যায়। মেয়েরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নিয়ে আসে পাতার ঠোঙায় করে যে যত ফল পাকুড় পায় সব। ওদের মধ্যে সবচেয়ে যে বীর সেই সন্নাটি একদিন শিকারে গিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এল।

—কী হয়েছে?

যশ, করঞ্জা রস্ম এরা সকলেই তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল।—কী ব্যাপার? ডর লেগেছে নাকি সন্নাটি? কখনও তো ডরিস না।

boierpathshala.blogspot.com

সন্নাটি বলল—ডর নয়, মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। বেশ তাগড়া একটা চিতল হরিণ। খুব দৌড় করাচ্ছিল আমাকে। লতাপাতায় শিংগুলো বেঁধে গেছে। আমিও তুলে ধরেছি আমার তিরধনুক। এমন সময়ে একটা গেরোপানা বগের মতো বুড়ো আমার সামনে লাফিয়ে পড়ে বললে—মেরো না, ওকে মেরো না বনচর। তোমার আমার মতোই এই অরণ্যের অধিকার ওর-ও আছে। তোমার কি হৃদয় নেই?

আমি বেশ দু কথা শুনিয়ে দিলুম। তাতে কাজ হল ছাই।

বললে—এই হল তপোবনের সীমানা। এর এদিকে আসবার চেষ্টা কোরো না। এই সীমানা পেরলেই বন্যজন্তুরা নিরাপদ। এখানে আমরা তপস্যা করি। চলে যাও এখান থেকে রাক্ষস। নইলে কিন্তু অভিশাপ দেব।

সমস্ত কথাগুলোই সে বলল বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে শ্লেষের সঙ্গে।

যশ বলল, তুই অমনি চলে এলে?

—কী করব! অভিশাপের ভয় দেখালে যে।

সেটা একটা কথা বটে। এই গোরাগুলোর বুকে একটা সাদা সুতোর গোছা ঝোলে। ওইটিতেই জাদু

boierpathshala.blogspot.com

আছে। ওইটিকে আঙুলে পাকিয়ে ধরে যখন চক্ষু গোল গোল করে তাকায় সত্যিই মনে হয় বুঝি ছাই হয়ে যাবে।

সগ্‌গা, ওদের রমণী, ঘাস চিবোতে চিবোতে বলে উঠল—তা যাই বলিস, গোরা গোরা মুখ, উঁচাই এতখানি। চুল আর দাড়িগুলি যা মানায় না! ওদের জোয়ানগুলোকে আমার তো কাঁচা চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করে।

যশ বললে—সাবধান সগ্‌গা। সে গল্প বুঝি শুনিসনি? কঙ্খা বলে, আমাদের এক মেয়ে একাবার দুই সন্নেসী জোয়ানের কাছে যায়। সে দু'জন নাকি খুব সোন্দর। এখানে আশপাশে যাদের দেখিস তাদের চেয়েও। কঙ্খা একজনকে চায়, তার নাকি নিজের রমণী আছে। অন্যজনের কাছে গেলে বেশ খানিকটা মশকরা করে নিয়ে গোরা দুটো কঙ্খার নাক কেটে নেয়। অনেক দিন আগেকার কথা। কিন্তু আমরা সবাই সব জানি। মুখে মুখে ফেরে সেই গল্প। কী যুদ্ধটাই না হয়েছিল। মারি বলে আমাদের একজন পশুপাখির ডাক নকল করতে পারত। মানুষের ডাকও। সে ডেকে নেয় গোরা দু'টোকে। সেই ফাঁকে এসে তখনকার রাজা লঙ্কায় থাকত যে সে এসে

boierpathshala.blogspot.com

ওদের রমণীটাকে ধরে নিয়ে গেল। তোরা আমাদেরগুলোকে ধরিস, আমরা তোদেরগুলোকে ধরলেই দোষ, না?

সগ্‌গা বললে—বাবারে, অত সুখে আর কাজ নেই। আমরা কালো আছি, আছি। তোদের কী রে?

শিগগিরি একটা মুশকিল দেখা দিল। বনের ফলমূল বড্ডই কম পড়ে যেতে লাগল। জন্তু-জানোয়ারগুলো কম চালাক নয়। তারা লাফিয়ে লাফিয়ে তপোবনে চলে যায়। সন্নাটিরা ঠিক করল এখান থেকে বাস ওঠাতে হবে। বাস অবশ্য ওদের মাঝে মাঝেই ওঠাতে হয়। শিকারের জন্তু-জানোয়ার কম পড়ে যায়। গাছের ফলমূল ফুরিয়ে আসে। তখন সবাই মিলে আবার নতুন দেশে যাত্রা।

পথের মধ্যে সবটাই তো বন নয়। জঙ্গল সাফ করে বসেছে ছোট ছোট জনপদ, বড়গ্রাম, ছোট গ্রাম। নগরগুলো এড়িয়ে চলে তারা। কিন্তু গ্রামগুলো তো বাদ দেওয়া যায় না। একটা গ্রামের উপান্তে পৌঁছাতেই কতকগুলো ছোট ছেলে খেলছিল, তারা রাক্ষস রাক্ষস বলে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। কিছুক্ষণ পরেই গ্রামের বড়রা বুড়োরা দল বেঁধে

boierpathshala.blogspot.com

ওদের তাড়া করল। প্রত্যেকের হাতে ইট-পাটকেল ঢিল। সমানে ছুড়ে যাচ্ছে। সন্ন্যাটি সবচেয়ে সাহসী। সে দু হাত তুলে এগিয়ে গেল। এদের ভাষায় সে একটু আধটু কথা বলতে পারে। সকলেই পারে ভাঙাভাঙা ভাষা বলতে। কিন্তু সন্নাটির সাহস বেশি। সে বলল—আমরা তো তোদের কোনও ক্ষেতি করিনি গো। এক বন থেকে আরেক বলে যাচ্ছি এই মাত্তর। ঢিলপাটকেল মারছিস যে বড়? আমাদের কাছেও কিন্তু তিরধনুক আছে। তিরের আগায় কেউটে সাপের বিষ। মারব নাকি?

বেশ কয়েক পা পিছিয়ে গেল জনতা। তার পরে একজন বিশাল চেহারার পুরুষ এগিয়ে এসে বলল—রাক্ষস, কী করতে গ্রামে ঢুকেছিস? আমাদের শিশুগুলিকে খাবি বুঝি?

সন্নাটি বলল—কী জানি বাপু, তোদের শিশুগুলি কি শুয়োর ছানা, না হরিণ ছানা? খেতে যাব কেন?

লোকটি বলল—কেন গরম গরম রক্ত, চোঁ করে মেরে দিস শুনতে পাই। তাই তে না অমন তাগড়া চেহারা হয়েছে। চানও করিস না। বসন পরতেও জানিস না। রাক্ষস কোথাকার।

boierpathshala.blogspot.com

এবার যশ এগিয়ে এসে বলল, কী তখন থেকে রাক্ষস রাক্ষস করছিস? রাক্ষস কাকে বলে আমরা জানি না। আমরা তো হড়। তোরা গাঁয়ে থাকিস, গাঁয়ের হড়। আমরা বিরে থাকি। আমরা বির হড়া। পথ ছাড়, আমাদের যেতে দে।

লোকটি হঠাৎ নরম হয়ে দু হাত তুলে অন্যদের পিছিয়ে যেতে বলল। এগিয়ে এল। বলল, আমরা গাঁয়ের হড়, আর তোমরা বিরের হড়? মানুষ? তোমরা রাক্ষস নও? মানুষ মেরে খাও না?

—না, আমরা জন্তু-জানোয়ার শিকার করি। তাদের মাংস ঝলসিয়ে খাই। মৃত পশুর গরম রক্তও আমাদের ভালোই লাগে। তাই বলে নিজের হড় হয়ে অন্য হড় খাব এমন পাষণ্ড আমরা নই।

তাহলে দু-চারদিন আমাদের এই গ্রামে থেকে যাও না। চমৎকার আটচালা আছে। কত জন আছ তোমরা?

ইতস্তত করছিল বনচরদের দলটি। কিন্তু গোপাল নামে সেই যুবক এত ভদ্রভাবে ওদের অতিথিশালায় নিয়ে গেল যে সন্নাটি ছাড়া সকলেই বেশ একটু অবাক হয়ে গেল। আটচালাটাতে ওদের সিদ্ধ ভাত নানারকম কন্দ সেদ্ধ আর রাঁধা গোমাংস দেওয়া হল।

boierpathshala.blogspot.com

তার আগে অবশ্য ওরা সকলেই পুকুরের জলে চান করে এল। ওরা চান করে না কথাটা ঠিক নয়। চান করে, মাটি মেখে গা পরিষ্কার করে এবং একটির বদলে আরেকটি কৌপীন দিয়ে লজ্জা রক্ষা করে। সবই গাছের বাকল কিংবা পাতার। গোরাদের দিকে ওরা অবাক হয়ে তাকায়। এত বাহুল্য ওদের কেন? কোমরের তলার একটা বসন, ওপরে একটা আলগা বসন। চুলগুলি কী পরিষ্কার, তেল মাখা চকচক করছে। ওদের সামনেই গ্রামের নাপিত কয়েকজনের চুল দাড়ি সব কেটে দিল। দাড়ি গোঁফ চাঁছা হয়ে গেলে একটি পূর্ণবয়স্ক হড়কে দেখায় যেন বালক। আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল সগ্‌গা পুন্না ইত্যাদি ওদের মেয়েরা। তবে তো তাদের পুরুষগুলিও দাড়ি-গোঁফ ফেলে দিয়ে এইরকম বালক মতো হয়ে যেতে পারে। মিলনের সময়ে জঙ্গলের মতো দাড়ি-গোঁফ কি আর সকলের ভালো লাগে? কিন্তু নাপিতটি তাদের চুল দাড়ি কাটতে রাজি হল না। তারা নাকি ভীষণ নোংরা। অবশেষে গোপাল তাকে আশ্বস্ত করায় সে কোনওরকমে দূর থেকে ঘ্যাসঘ্যাস করে তাদের দাড়ি ছেঁটে দিল, চুলও ছেঁটে দিল। বলল সাজিমাটি দিয়ে স্নান করে আসতে। এরকম

boierpathshala.blogspot.com

চুল-দাড়ি ছাঁটা তারা নিজেরাও করে থাকে। মেয়েদের পছন্দ ছিল একেবারে চাঁছা গাল। আর কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল। যেমন এখানকার যুবকদের আছে। সেটা আর হল না। কিন্তু এদের দেওয়া খাবার খেয়েও সন্নাটি চমৎকৃত। সে গোপালকে বলল —এগুলো তোমরা ফলাও, না?

—হ্যাঁ রীতিমতো কর্ষণ করতে হয়। অনেক হাঙ্গামা। কিন্তু অন্নটি কেমন চমৎকার বল? তবু তো তোমাদের ঘি দিইনি। কে জানে, বনের মানুষ হয়তো থু থু করে ফেলে দেবে। তোমরা অন্ন খাও না?

ওরা বলল—জঙ্গলে আপনি আপনি জন্মায়। সেইগুলি সংগ্রহ করে কোনও কোনও দিন ভোজ হয়। তবে সে বুনো ধান এরকম স্বাদু নয়।

গোপাল বলল—শিখে নাও না কেন? আমাদের এদিককার ভূমি খুব উর্বর। একটু কর্ষণ করলেই এত এত ফল দেবে। শিখে নাও কী করে চাষ করতে হয়। কী করে পশুমাংস কেটেকুটে রান্না করতে হয়। প্রস্তাবটা কারও কারও ভালো লাগল। অল্প কয়েকজনের লাগল না। শেষ পর্যন্ত স্থির হল ওদের অর্ধেক, অর্থাৎ জনা পনেরো চলে যাবে সন্নাটির নেতৃত্বে অন্য বন খুঁজতে। আর বাকিরা প্রায় বিশ

boierpathshala.blogspot.com

জন চাষবাস শেখবার আগ্রহে থেকে গেল।

খেতের ধারে ওদের ছোট্ট ঝুপড়ি সারারাত হাঁড়ি বাজিয়ে পশু তাড়াতে হয়। সকাল থেকে বিকলে পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি। এদের মধ্যে দশজন গোপালের আরও দশজন গোবিন্দর খেতে কাজ করে। শিখছে ঠিকই। কিন্তু এখনও ওদের কেউ কেউ রাক্ষস বলে। বাকিরা বলে দাস। গোপালের দাস, গোবিন্দর দাস। এমনিতে ভালোই আছে। কিন্তু যেদিন বনে চরবার ইচ্ছে হতে কয়েকজনে মিলে শেষ রাতে বেরিয়েছিল এবং গ্রামের সমস্ত যুবকরা তাদের ঠেঙা মারতে হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এল এবং গোপাল ও গোবিন্দ চড় চাপড় ঘুষি এবং গালাগাল দিতে দিতে তাদের সাবধান করে দিল আর যেন কখনও এমন না হয় তখনই একমাত্র তারা বুঝতে পারল তারা বন্দি। তারা দাস। আর দাস শব্দের অর্থ বন্দি।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

ছয়

ভিল্ল কখনও মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যায় না। তার মেয়েও কখনও বাপের বাড়ি আসে না। মেয়ের খবর যেটুকু যা পাবার তারা পেয়ে যায় লোকমুখে। রাজবাড়ির নানান দূত আছে। ভিল্লর অনুচরেরাও সংখ্যায় নেহাত কম নয়। ভিল্লর স্ত্রী গুনগুন করে কাঁদে। একটাই তো মাত্র সন্তান তাদের। আবার যে সে সন্তান নয়। যেমন পুষ্পিত লতার মতো চেহারা, তেমনি আবার জ্যা মুক্ত তিরের মতো বুদ্ধি। ভিল্লপত্নী গোপনে ভাবে কন্যাটি একান্তই তার নিজের। ভিল্লর তাতে কোনও ভাগ নেই। সে তো আর ভদ্দরলোকদের ক্ষেত্রজ তত্ত্ব জানে না। লোকের মুখে মুখে তারা খবর পায় কালীর একটি ছেলে হয়েছে। সারাদিনের মাছ মারা বেচাকেনা, কাহন কড়ি গোনা গাঁথা শেষ করে সেদিন সোল্লাসে বাড়ি ফেরে ভিল্ল।

boierpathshala.blogspot.com

রানি তাকে প্রথমেই ধরে দেয় এক কাঁসি কাঁজি। তারপরে তার আনা কুচো মাছের গরগরে ঝাল চচ্চড়িটা আঁচে বসায়। গড়গড়ি, কড়কড়ি, সড়সড়িগুলো তার আগেই রাঁধা হয়ে গিয়েছিল। মাটির খোরায় তেঁতুলের জোঁদা টক একটু টাকনা দিয়ে খাবার মতো, পুঁইমেটুলির সঙ্গে রশুনকুচি আর লাল লাল কাঁকড়ার গরগরে ঝোল। টাটকা ঝাল চচ্চড়িটা হয়ে গেলেই তারা দম্পতি খেতে বসতে পারে। ভিল্লর আর তর সয় না। বলে—জল থেকেই তো নেয়ে উঠলাম রে বউ। আবার কত জল ঘাঁটব। দে দিকিনি, পাত সাজিয়ে। ভালো খবর আছে।

—কী খবর? ঔৎসুক্যহীন নিরুত্তাপ বউয়ের গলা।

—নাতি হয়েছে রে তোর।

—তাই বুঝি? তোমার স্বপ্ন বুঝি এবার সত্যি হতে চলল! বড় বড় গরাস মুখে পুরে চোখ দু'টো ভাটার মতো করে ভিল্ল ঘাড় নাড়ে।

—আমারই শুধু স্বপন? তোর স্বপন নয়? নাতি তোর হাতিপুরের রাজা হবে। তাতেও তো তোর দেখছি হেলদোল নেই।

boierpathshala.blogspot.com

ঠোঁট উলটে তার বউ বলে—আমার তাতে কী এল গেল? বছর ঘুরে গেল একবারের জন্যও তার মুখ দেখলুম না। দেখো রাজা, আমাদের ভাঙা ঘরে পথ ভুলে আকাশের চাঁদ ঢুকে পড়েছিল। আবার সে বেইরে গেছে। আমরা যেমন আগেও দুঃখু ধান্দা করতুম আজও তেমন করছি।

—ওরে, না রে না। ভিল্ল বলল। রাজবাড়ি থেকে সিধে আসছে।

—সে তো বে'র সময়েও এসেছিল। সোনা, রুপো জরির কাজ করা সে সব বসন আমরা আর কবে পরলুম? সে তো তুমি হাটে বিক্রি করে দিয়ে সেরে দিলে।

ভিল্ল বলল, কেন তোর পরবার সাধ হয়েছিল? তা বললেই পারতিস। তবে যেখানে ও জিনিস কেউ পরে না, কেউ চোখে দেখেনি সেখানে ও সব পরে ঘুরলে পাড়া হাসানো ছাড়া আর কী হত বল?

—কিন্তু সোনা আর রুপোর মুদ্রাগুলো তো এখনও আমাদের এই মাটির তলেই পোঁতা আছে? রাজবাড়িতে ডাক পড়লেই সেই মুদ্রা ভাঙিয়ে জামা কাপড় কিনে আনব। তারপরে ফলমূল পাখি পশু

boierpathshala.blogspot.com

মাছের ভেট নিয়ে আমরাও যাব আমাদের নাতি রাজার ভাত খাওয়ার মোচ্ছবে।

বউ মুখ বেঁকিয়ে বলল—দরকার নেই আমার অমন বুড়ো জামাইয়ের ঘরে গিয়ে। সে ঠক করে তার হাতের পাত্তরটা নামিয়ে শনশন করে চলে গেল।

ভিল্ল আপন মনে বলল—এইসব ইস্ত্রি লোকে যে কী চায় আজও মালুম হল না। তোর কন্যে মহারানি হয়েছে। তোর নাতি রাজসিংহাসনে বসতে যাচ্ছে। তুই হলি জন্ম-জন্মের মাছমারা ধীবরের ধীবরনী। এতটা পাবি কোনও দিন ভাবতে পেরেছিলি?

ভিল্ল জানত না তার আর তার বউয়ের জীবনের হিসেবনিকেশ একরকমের নয়। হতে পারে না। সে চায় বনসম্পদ, খাতির খয়রাত আর তার চেয়েও বেশি তার এতদিনের অসম্মানের ক্ষতিপূরণ কিন্তু তার বউ যে নাকি একদা এক সুন্দরপানা রাজপুরুষকে দেখে উতলা হয়েছিল। বেপথুহৃদয়ে তার সবটুকু সমর্পণ করেছিল, করে, জীবনে প্রথম জেনেছিল সে মোটেই কোনও যে সে রমণী নয়, বন্ধ্যা নয়, তার গর্ভ উৎকৃষ্ট শস্যশালিনী। তার দেহছবিটুকুও মোটেই ফেলনা নয়। এই করেই সে চাঁদের টুকরোটি কোলে

boierpathshala.blogspot.com

পেয়েছিল। তার নিজেরই যদি এত বড় ভাগ্য হয়ে থাকতে পারে, তো তার কন্যেরও জুটবে রূপবান গুণবান রূপে শৌর্যে রাজপুত্তুর। হীরে জহরতের টার্মস্ সে ভাবেনি। তা সে মেয়ের জুটল নাকি প্রথমে একটা ভুষুণ্ডি মুনি। আর তারপরে একটা জরদগববুড়ো। অথচ তার আর তার মেয়ের স্বপ্নের রাজপুত্তুর ছিল একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কোন ডাইনির ফুসমন্তরে যে সে শতেক যোজন দূর হয়ে গেল রানি আজও জানে না।

সে আরও জানে সেই রাজপুত্তুরটি তার মেয়ের মনের মানুষ। ত স্তব্ধ দুপুরবেলায় শুনশান সন্ধেতে মুখে আধফোটা ফুলের মতো হাসি নিয়ে স্বপ্নে ডোবা দু' চোখ আধো আধো মেলে কালিন্দীকে সে দেখেছে নদীর ঘাটে বনের ছায়ায় ভাঙা ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে। সে সব জানে। তাই নাতিপুতির খবরে তার ভাঙা মন জোড়ে না।

ওমা, এ ভর সন্ধেবেলায় দাওয়ায় কে এসে উঠল গো? রানি দেখে সেই ভুষুণ্ডি মুনি। তার কোলে বছর দুইয়ের এক বালক। দুই না চার? যদি সে-ই

boierpathshala.blogspot.com

হয়ে তাহলে দুইয়ের বেশি নয়। কিন্তু এ খোকাকে যেন দেখায় চার। চার বছুরেটা। মুনি তাকে নামিয়ে দিতেই সে অমনি টরটর টরটর করে রানির সামনে এসে তাঁরই মতো থেবড়ে বসল। আধো আধো গলায় ডাকল।

—দিয়া মা, দাই মা, ও দ্য-ই।

মুনি বললেন—যাচ্ছি দূর দেশে। সেই পুণ্ড্রবর্ধনে। ভাবলুম ছেলেকে তার মায়ের কাছে রেখে যাই। মায়ের তো জানা দরকার তার ছেলেটিকে আমি কেমনভাবে মানুষ করছি।

রানি বললে—ওর মা তো এখানে নেই।

—কোথায় গেল?

—সে এখন রাজা শান্তনুর দ্বিতীয় পক্ষের চতুর্দশীর চাঁদ। একটি ছেলে হয়েছে।

—বা, বা, বেশ, বেশ। তাহলে...? ছেলেটি?

রানি বললে—তা থাক আমার কাছে। আপনি ফিরছেন কবে?

—মাস ছয়েকের মতো সময় লাগবে। দেখো বাপু, ছেলেটিকে যেন আবার মৎস্যগন্ধ করে দিও না। রোজ দুধ খাওয়াবে হাঁড়ি দু-এক ফল ফুলুরি যা পাওয়া যায়। গরম ভাতে ঘি আর কন্দ সেদ্ধ।

boierpathshala.blogspot.com

পরিমাণে বেশি দেবে না। আপনমনে কন্দুক নিয়ে খেলুক।

—সব্বোনাশ! আমার তো মনে ছিল না, মুনি, এ ছেলের কথা তো আমাদের জেলেপাড়ার কেউ জানে না। বলতে বলতেই তার প্রথম নাতির দিকে ভালো করে চেয়ে দেখল রানি। ভাঁটার মতো চোখ। নোটো নোটো কান। এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত টানা ভারী ঠোঁট, নাকখানি থ্যাবড়া। জঙ্গলের মতো চুল ওইটুকু মাথায়। কালো কুচকুচেশ্বর। এ ছেলেকে বুনোদের ছেলে বলে মেনে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয়। মনে মনে গোপনে সে এও ভাবল নাতি তার দাদামশাই-এর মতো হয়েছে।

রানি তো আর জিনতত্ত্ব অবগত ছিল না। এ নাতি যে কোনওমতেই এই দাদামশাইয়ের মতো হতে পারে না, তা সে জানত না। এ নাতির মা হল ধীবর রানি আর তথাকথিত রাজা উপরিচর বসুর কন্যা। ভিল্লর এখানে কোনও রোল নেই। এই শিশুর মধ্যে এসে মিশেছে বন, জল, জঙ্গল, আর তপোবন। কালীর জল, রানির জঙ্গল আর পরাশরের তপোবন।

তাহলে অত সুন্দর যমুনাবতী কন্যেটি হল

boierpathshala.blogspot.com

কোত্থেকে? কে জানে? রূপ হয়তো এসেছিল তথাকথিত উপরিচর বসুর বংশধরের থেকে। রংটি হয়তো এসেছিল কালিন্দীর কালী থেকে। কিন্তু আর এক প্রজন্ম পরে কালিন্দীর ছেলে যখন দেখা দিল তখন জিন রহস্য কালিন্দীকে যেমন সব জিনের ভালোটুকু নিয়ে গড়েছিল, তার প্রথম সন্তানকে তেমনি গড়ল সবটুকুর খারাপ নিয়ে। কালিন্দীর মায়ের পিতৃমাতৃ কুলে যেখানে যে ছিল বুনো, কালো, কুৎসিত সক্কলে নিজেদের প্রতিবিম্বটুকু ফেলে গেল তার ছোট্ট মুখটিতে। খালি মস্তিষ্কে ভরা রইলো তার পিতার জিনের দান, পরাশরের উত্তরাধিকার। মেধা, সন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসা, প্রজ্ঞা, সংযম, চমৎকারী নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা। অদূর ভবিষ্যতে সে রচনা করবে মহাকাব্য, সে সংকলন করবে বেদসংহিতা। সে এমন একটা স্কুলের ট্র্যাডিশান প্রতিষ্ঠা করে যাবে যেখানে বুদ্ধিমান প্রতিভাবান মানুষেরা বিশ্লেষণ করবে, সংহত করবে, একসূত্রে গাঁথবে প্রচার করবে সমগ্র দেশে যে সমস্ত বিদ্যাচর্চা হয়ে যাচ্ছে সে সমস্ত, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। পুরাণসমূহ। ও উপনিষদ। সুতরাং ভিল্ল আর তার স্ত্রীর আঙনে ছটি মাস ধরে খেলা করতে করতে আড়াই বছর

boierpathshala.blogspot.com

থেকে তিন বছরেরটি হয়ে উঠতে লাগল কৃষ্ণ। সাত সকাল বেলা রানির কোল থেকে নেমে সে চোঁ মারি করে বড় এক ঘটি দুধ খেয়ে নেয়। তারপরে ছোট ছোট মোটা মোটা পায়ে থুপথুপ করে ছুটতে ছুটতে চলে সারা পাড়া বেড়াতে। সারাদিন ধরে কোমরে ঘুনসি বাঁধা ল্যাংটা বালক খেলায় মেতে থাকে। মাস আষ্টেকের মাথায় তার বাবা ফিরে এলে দেখা যায় যে সে স্থানীয় দু'রকম ভাষা রপ্ত করে নিয়েছে। কোনওটাতেই কথা বলতে বা কোনও যোগাযোগ স্থাপন করতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। সেই সঙ্গে সে জানে কেমন করে জাল ফেলে। কেমন করে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে হয়। বনের কোন পশু কোন পাখির কী স্বভাবচরিত্র অভ্যাস সে বোঝে। পশুপাখিরা কেউ তাকে ভয় পায় না।

এইরকম এক দিনে ছোট্ট কৃষ্ণের জীবনে একটি ভারী অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একটি অলংকৃত শিবিকা এসে থামল তার সামনে। তার ভিতর থেকে নামলেন কৃষ্ণ বিদ্যুৎলতার মতো অসাধারণ রূপসী এক রমণী। তাঁর পরনে ঘন নীল রঙের দুকুল বসন। অঙ্গের যেখানে যা ধরে সেইরকম অলংকার। মাথায় সরু মুকুট। আগুল্ফ বিলম্বিত কেশরাশি হাওয়ায়

boierpathshala.blogspot.com

উড়ছে। চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণ।

রমণী নেমে এসে বললেন—কে আছ এখানে? দেখছ না, বাচ্চাটাকে এক্ষুনি কাকেরা ঠুকরে ঠুকরে মারবে! ধীবরদের কারও মনে কী বিন্দুমাত্র দয়া-মায়া নেই!

অল্প আধো স্বরে কৃষ্ণ বলল—কহু ন মাত্তি। কিরয়ামি। রমণী তখন উবু হয়ে বসে পড়ল। সযত্নে তার মুখটি দুই করতলে ধরল। জিগ্‌গেস করল—তোমার নাম কী বালক?

সে বলল—কিন্নোহম।

রমণীর মুখটি আরও এগিয়ে আসে। সে হঠাৎ তার মুখ চুম্বন করে বলে—তুমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, তাই না? পরাশর মুনির ছেলে? এখানে কী করে এলে?

ছেলে কোলে শিবিকা থেকে বাপের বাড়ি নামে কালিন্দী সত্যবতী। বাপ-মায়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে। কেন তারা মেয়ের খবর নেয়নি, নাতি হওয়ার খবরেও তারা কেন রাজবাড়ি যায়নি? সর্বোপরি কেউ তাকে কেন খবর দিল না যে যমুনাতীরের জেলেপাড়ায় ছ'সাত মাসের জন্য মামাবাড়ি এসেছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

boierpathshala.blogspot.com

সাত

গোপাল বা গোবিন্দ কেউই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নয়। বিশাল চেহারা, বৃহৎ মাথাটি দেহকাণ্ডের ওপর এমনভাবে বসানো যে গলা বা ঘাড় বলতে বিশেষ কিছু আর দেখা যাচ্ছে না। গোপাল তীক্ষ্ণধী, ছোট ছোট চোখ দুটোতে দুষ্টুবুদ্ধি চিকচিক করে, গোবিন্দ তুলনায় একটু খাটো। যদিও সেটা পুষিয়ে দিয়েছে তার দৈহিক বল আর প্রতাপ। এরা দুই বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু খুব ভাব। বুদ্ধি আর বাহুবলে এই ছোট্ট গ্রামটিকে তারা রীতিমতো একটি জনস্থানে পরিণত করেছে। তথাকথিত গৌরবর্ণ ভদ্রলোকেরা বুনোদের খুব সন্দেহের চক্ষে দেখে। কিন্তু এই গোপাল গোবিন্দদের তারা দেখে যথেষ্ট সমীহের চোখে, এরা হল ফল-ফসলের কান্ডারি, ধনসম্পদের ভাণ্ডারী।

boierpathshala.blogspot.com

মুখে মুখে কত কথাই না চলে এসেছে। গোপাল, গোবিন্দদের পূর্বপুরুষরা নাকি দেশের পশ্চিমাঞ্চল উত্তরপশ্চিম এই সব দিকে গোড়ায় থাকতেন। তাঁদের দেশ ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিশাল বিশাল, নগর, এই হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র বা কাম্পিল্যর চেয়েও জবর ছিল সে সব নগর। যেমন পরিকল্পিত রাস্তাঘাট, তেমনি জল ও বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, দোতলা, তিনতলা প্রাসাদ, ধর্মালয়, সভাঘর, পুণ্যহ্রদ, বিরাট বিরাট যজ্ঞস্থল। তারা নাকি নৌকা গড়েছিল একেকটি একশো হাতের বেশি লম্বা, ছত্রিশ পাল। শনশন করে ছুটে যেত সাগরজলে। দূর বিদেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য চলত। ববেরু দেশে এখান থেকে বণিকেরা নিয়ে যেত নানারকম পাখি। সে দেশে নাকি পাখি নেই। বিশেষ করে ময়ূরের খুব চাহিদা। একেকটি ময়ূরের দাম এক তাল করে সোনা। ওদের তাই রক্তে আছে ব্যবসাবাণিজ্য, নানা রকম ধাতুবিদ্যা। ওদের ঠাকুরদাদার বাবা পরিবার নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের দেশটা ধীরে ধীরে একটা শুকনো মরুর দেশ হয়ে যাচ্ছিল, নদীর জলধারা যাচ্ছে শুকিয়ে, কোথার থেকে আসছিল বালি, ঢেকে দিচ্ছিল সব। না থাকছিল জল,

boierpathshala.blogspot.com

না থাকছিল গাছপালা। কত পুরুষ ধরে এ সব চলছিল কে জানে!! তা সেই ঠাকুরদাদার বাবা যজ্ঞদত্ত যা থাকে কপালে বলে বেরিয়ে পড়েছিল। অনেক ঘাটের জল খেতে খেতে সে এই গাঁয়ে এসে ঠেকে। এখানে একটা ছোটঘাট বসত ছিল। লোকগুলো যতটুকু পেরেছে বন কেটেছে, জমি চৌরস করেছে। ছোট ছোট খেতখামার। কোনওটায় ধান, কোনওটায় যব, কোনওটাতে আবার নানারকম সবজিপাতির চাষ। থাকত ছোট ছোট খড়ো কুঁড়েতে। দিবারাত্র চলত তাদের গোরুছাগলের ভ্যাঁ ভ্যাঁ, পাল্লা দিয়ে বাচ্চা ছেলের কান্না, মেয়েলোকদের ধান ভানা, ধান কোটা বা সেদ্ধ, গো পালন, আর মাছ-মাংস রান্না করা। যজ্ঞদত্তর কেমন ভালো লেগে গেল জায়গাটা। এত সবুজ সে অনেক দিন দেখেনি কিনা। মহাবনের কোলে কেমন খেলাঘরের মতো ছোট্ট মিষ্টি গাঁ-খান। সে এখানটায় এসে থিতু হল। গাঁয়ের মোড়লের কাছে সে দরবার করলে—আমি বাপু কাঁসা পেতলের কাজ জানি। মাটির টুকরোর ওপর ছবি এঁকে তাকে পুড়িয়ে এমন ঘষেমেজে দেব যে তা ধাতুর পাতের মতো চকচক করবে। তাক লেগে যাবে একেবারে। তার ওপরে আমি জানি বাস্তু শাস্তর। কেমন করে

boierpathshala.blogspot.com

ভিটেটি নিদ্দোষ বানাতে হয় বলে দিতে পারি। এখন বল দেখি তোমরা আমাকে এখানে বসত করাবে কি না।

গাঁয়ের তখনকার দিনের মোড়ল ঠোঁট উলটে বলে—এ আবার এমন কী একটা কথা। নেও না যতটা জায়গা চাই বন কেটে।

বড় বড় বট, অশ্বত্থ, ডুমুর শিংশপা প্রাণপণে সাফ করে ভালোই জমি উশুল করেছিল তারা। তাতে যেমন একদিকে হচ্ছিল চাষবাস, তেমনি জঙ্গল ঘেঁষে যজ্ঞদত্ত বসিয়েছিল কামারশাল। ছেলেদের যত্ন করে শেখাচ্ছিল তার বংশগত শিল্পকর্ম।

সারা জীবন খেটেখুটে বেচারি বুড়ো হয়েছে। সারাদিন ঠুকঠুক করে কাজ করে দিনের শেষে একদিন হাপরটি সবে বন্ধ করেছে, বনের ভেতর থেকে এক শার্দূল এসে তার ঘাড়টি মটকে টেনে নিয়ে যায়। বনের ভেতরে আঁতিপাতি করে খুঁজেও ছেলেরা এক ধ্যাবড়া রক্ত আর খানিকটা পাকা চুল ছাড়া আর কিছু পায়নি। তখন তাদেরও কিছু কম বয়স নয়। বিবাহাদি হয়েছে। ছেলেপুলেরাও বড় হয়ে উঠল। যজ্ঞদত্তর ছেলে মাধবদত্ত, তার ছেলে সোমদত্ত গোপাল-গোবিন্দর বাবা। তার কী খেয়াল

boierpathshala.blogspot.com

হল সে জঙ্গল থেকে বুনোদের ধরে এনে অনেকটা করে বন সাফ করে বেশ রীতিমতো জোতজমি করে ফেললে। ক্রমাগত জমি বাড়ায় আর চাষ করে। অনেক দেবতার দোর মেনে তবে গোপাল গোবিন্দ হয়। তা, তাদের হাতে যখন জমি এল তখন সে তো জমি পাওয়া নয়, হাতে চাঁদ পাওয়া। দু জনেই তখন চাষবাসের খুঁটিনাটি বুঝে ওস্তাদ হয়ে গেছে। মাটি ফুঁড়ে ফসল ফলানোর নেশা লেগে গেছে দু ভাইয়ের। সোমদত্তর দুই পিসি আবার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল। এ গাঁয়ের ছেলেই না। গৌরবর্ণ, মুখশ্রী চাঁদপানা, সেই দেখেই মজেছিল বোধহয়। তাদের জমি-জমা সামান্যই, অন্য কোনও গুণটুনও কই ছিল না। বলা নেই, কওয়া নেই, দুই বোন উধাও! জানে কিনা ভিন গোষ্ঠীর লোক, বাপেরা যদি রেগে যায়! যা হোক সে সব মিটে টিটে গেছে, গোপালরাই উদ্যোগ করে দুই পিসেমশাইয়েক জমিজমা দিয়েছে। পিসতুতো ভাইরাও এখন তাদের শস্য তরি-তরকারি নিয়ে হাটে যাওয়া-আসা করে। একটা হিল্লে হয়ে গেছে। এই গোপাল-গোবিন্দদের কাকা, মানে সোমদত্তর এক জ্ঞাতিভাই অল্পবয়সে বিবাগী হয়ে গিয়েছিল। তার ভাইয়েরা যে কালে

boierpathshala.blogspot.com

খাটছেখুটছে, গোলা ভরছে, কড়ি গুনছে, নানা জায়গায় তাদের পেতলের বাসন, মূর্তি আর খেতের ফসল বিক্রি করছে, একটার পর একটা বিয়ে করছে, ছেলেপুলে নাতি-নাতনি আনছে ঘরে, সেকালে এই বীরভদ্র কোথায় যে চলে গেল!

অনেক দিন পরে যখন সে এই গাঁয়ের পাশ দিয়ে যমুনাপ্রান্তে ধীবর পল্লির দিকে যায় তখন কেউ তাকে চিনতে পারেনি। বয়স হয়েছে, কাঁচাপাকা চুল বেড়ে বেড়ে এখন সাদা-কালো জটা। গায়ের রঙে শ্যামলা ছোপ পড়েছে, দেহটি ভারীভুরি, কিন্তু চোখদুটি উজ্জ্বল। যেখানে সে বাস করে সেই আশ্রমটি অনেক দূর। এই যজ্ঞপুর গাঁ দিয়ে যেতে গেলে একটু ঘুরে হয়। তবু সে সেই ঘুরেই যায়। সন্ন্যাসীই হোক, মুনিঋষিই হোক নিজের জন্মস্থান, ছেলেবেলা—এ সবের মায়া বোধহয় কেউ কাটাতে পারে না।

ছোট থেকেই বীরভদ্র ছিল খুব মেধাবী। ধাতুর কাজ সে শিখে ফেলেছিল সাত-আট বছর বয়সেই। কিন্তু তার পর থেকেই তার মন চলে যায় মৌলবস্তুর অন্বেষণে। কোথা থেকে এল এই ধাতু, কী করে এল ধরিত্রীগর্ভে, আকাশ-বাতাসই বা কী? আকাশে কি একটা নীল চাঁদোয়া টাঙানো আছে? এই যে

boierpathshala.blogspot.com

মেঘরাজি হঠাৎ উদয় হয়ে গর্জন করে বৃষ্টি ঝরায়, তাদেরই বা উদ্ভব কী ভাবে? প্রশ্ন করে সে উত্তর পেত না। এই সব ভাবতে ভাবতে সে চলে যেত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। যেখানে যা পেত পাটি পেতে শিখত। অবশেষে সমস্তপঞ্চকের কাছে পনেরো ষোলো বছরের ছেলে ধূলিধূসরিত পায়ে একদিন এসে হাজির হল ভুবনবিখ্যাত ঋষি বশিষ্ঠর কাছে। তিনি তখন কোনও ছোটখাট যজ্ঞ সমাধা করে নিজের কুটিরে একটু বিশ্রামে ছিলেন। ধূলিমাখা পিঙ্গল বর্ণের বালকটিকে দেখবামাত্র চমকে উঠলেন, বললেন —ভো ভো পরাশর, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? এসো এসো আসন গ্রহণ করো বৎস।

আমার নাম বীরভদ্র। আমি কোনও পরাশর নই। আমি এমনকী, কোনও আজ্জও নই, সে মুখ নিচু করে বলে।

সে আমি বুঝেছি বৎস, কিন্তু তাতে কীই বা এল গেল, বশিষ্ঠ তাকে অভয় দিয়ে বলেন। তোমার কপালে গভীর জ্ঞানের তিলক দেখছি। তুমি উৎকর্ণ উদ্বাহু, তোমার নেত্র শিবনেত্র, অধরোষ্ঠে পিপাসা। আমার ছেলেগুলি সব গতায়ু। তোমাকেই দিয়ে যাব আমার আহরিত জ্ঞান। কবে থেকে নীলকণ্ঠের নামে

boierpathshala.blogspot.com

অনাগত তোমার নাম রেখে দিয়েছি পরাশর।

স্নানান্তে নতুন কাপড় পরে বীরভদ্র যখন সামনে এল বশিষ্ঠ তখন তার গলায় পরিয়ে দিলেন একগোছা যজ্ঞোপবীত।

সেদিকে অবাক হয়ে চেয়ে বীরভদ্র বলেছিল—এ কী? আপনি কি তবে আমাকে দ্বিজত্ব দিয়ে দিলেন?

—দিলাম, আজ তোমার উপনয়ন হল, তোমার নতুন জন্ম।

—কিন্তু আপনি যে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রকে কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব দিতে চাননি? শুনেছি দুর্মর তপস্যায় দেবতাদের আসন টলিয়ে তবে ব্রাহ্মণত্ব পেয়েছিলেন তিনি।

অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন বৃদ্ধ—কোথা থেকে শুনলে এ সব? তুমি কি ভেবেছ আমি সেই বশিষ্ঠ। তা হলে তো আমাকে শয়ে শয়ে হাজার হাজার বছর বাঁচতে হয়! এ সব আসলে গোত্রনাম। আমি সেই বশিষ্ঠ বংশে জন্মেছি, সেই পরম্পরা বহন করেও চলেছি, তাই আমিও বশিষ্ঠ। তখন ছিল অন্য যুগ। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব তো বহুকাল ধরেই চলছে কিনা। এখন দ্বাপর এখনও দ্বিজত্ব মানুষ স্বভাবে পায়। আমি বুঝতে পারছি, তুমি জন্মসূত্রে বৈশ্য, কিন্তু

boierpathshala.blogspot.com

জন্মজিজ্ঞাসু এমন মানুষই ব্রাহ্মণ। এসো পরাশর, পুত্র নেই, তুমি আমার পৌত্র।

বশিষ্ঠশিষ্য পরাশরের বাকি জীবনটা কেটেছিল স্বপ্নের মতো।

কুরুক্ষেত্রের কাছে মনোরম অরণ্যে বশিষ্ঠের আশ্রম। তিনি নিজে একজন কুলপতিও বটে, আবার রাজপুরোহিতও। হোমের ধোঁয়ায় গায়ের রং ধূসর, জটাবদ্ধ চুলগুলি সোনালি, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দৈনন্দিন হাজার কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরাশর তার জীবনব্যাপী প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে লাগল। সে শুনল তাদের থেকে কত পুরুষ আগেই এ প্রশ্ন, এ বিস্ময় আরও কত মানুষকে ঘরছাড়া করেছিল। আকাশ-বাতাসকে সম্বোধন করে কী গরিমাময় কাব্যে তাঁরা তাঁদের প্রশ্নগুলি তাঁদের উপলব্ধ উত্তর সমেত বেঁধে গিয়েছেন।

প্রথম আদিতে আলোও ছিল না, ছিল না অন্ধকারও, অস্তিত্বও ছিল না, ছিল না অনস্তিত্বও। অস্তি-নাস্তির মাঝামাঝি, আলো-আঁধারিতে ভরা সে এক অদ্ভুত অবস্থা। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের এই নাসদীয় সূক্তর মর্ম ভাবতে ভাবতেই পরাশরের

boierpathshala.blogspot.com

প্রথম ধ্যানমগ্নতা, যখন সে সত্যিই আত্মবিস্মৃত, জগৎবিস্মৃত হয়েছিল।

এইভাবেই কবে যে পরাশর তরুণ থেকে যুবক, যুবক থেকে প্রৌঢ় হয়ে উঠলেন নিজেই জানেন না। বিবাহ করেননি তবু সংসার আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় যেমন তিনি মগ্ন থাকেন, শিক্ষা বিতরণেরও কাজ তাঁর। প্রচুর ছাত্র। তাদের শুধু শিক্ষাদান নয়, পালনও তাঁকে করতে হয়। অজস্র গোধন। রাজাদের কাছে দক্ষিণাস্বরূপ গাভী এবং দাসদাসী তিনি কম পান না। এর অনেকটাই তিনি বিলিয়ে দেন। কিন্তু যা থাকে তাও অনেক, ছাত্ররা না করলে এদের চরানো, জাবনা দেওয়া, দোহন—এ সবের সাধ্য থাকে না কোনও গুরুর। দাসদাসীদের তিনি বেশির ভাগই মুক্ত করে দেন। যে কজন থাকে তারা রান্নাশালে হাঁড়ি হাঁড়ি পায়েস ক্ষীর নবনীত তৈরি করে, ছাত্ররা খায়, দাসদাসীরা খায়, প্রতিবেশী মুনিজনেরা, তাঁদের পরিবার সকলেই পায়। তাঁর মতো সম্পদ তো আর সবার নেই। কুলপতি এ চত্বরে তিনি একাই।

পরাশর কাউকে কথা দেননি, কেউ তাঁকে নিষেধও করেনি, কিন্তু তাঁর বিবাহ করাটা হয়ে ওঠেনি। তেমন কোনও তাগিদ বোধ করেননি, কেন

boierpathshala.blogspot.com

না, গৃহিণী না থাকলেও দাসদাসীদের দৌলতে তাঁর গৃহকর্ম পড়ে থাকে না। মসৃণভাবে চলে যায়। উপরন্তু তাঁর সময় কোথায়? কখন পত্নীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করবেন তিনি? ভোর হাতে না হতেই শুরু হয় ছাত্র পড়ানো, চলে বিকালের আলো ফুরানো পর্যন্ত। সাঁঝের প্রদীপও জ্বলে উঠবে, আর তিনিও সন্ধ্যাহিক করে বসে যাবেন ধ্যানে—মননে। এই ধ্যানের বেশির ভাগটাই স্মরণ, কত শাস্ত্র তৈরি করে গেছেন পূর্বজরা। সে সবই তো এখন স্মৃতিধার্য। প্রতিদিন মনে মনে চর্চা করতে হয়, যাতে ভুল না হয়ে যায়। একে বলে নিদিধ্যাসন। আবার স্মরণ করতে করতে ধর্মের অনুশাসনগুলিকে আলাদা করে গাঁথা দরকার বুঝতে পারেন, রচনা করেন তাদের সংহিতা, মনন চলে তীর গতিতে, তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষা থেকে কৃষিসংক্রান্ত একটি গ্রন্থ ভাবেন, জিজ্ঞাসু মন, এত বৃক্ষ দেখেছেন, তাদের স্বভাব, তাদের গুণাবলি সব তাঁর জানা হয়ে গেছে, রচনা হয়ে চলে বৃক্ষায়ুর্বেদ, যা পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হবে। পরাশর আসলে তখনকার কালের বিজ্ঞানী কাম দার্শনিক, সেই সময়কার চিন্তাবীর যখন জ্ঞান, বিজ্ঞান,

boierpathshala.blogspot.com

দর্শন সবই ছিল একত্রে, সংশ্লিষ্ট। অ্যারিস্টটল ধরনের। জ্যোতিষেও তাঁর প্রবল আগ্রহ, কাজেই তিনি আবার রচনা করেন হোরাশাস্ত্র, ইতিমধ্যে তিনি যে শুকনো মুনি নন, সত্যবতী কাণ্ড ছাড়াও আমরা তার আভাস পাই কারণ পরাশর অগ্নিসূক্ত রচনা করেছেন কোনও এক দিব্যমুহূর্তে, তিনি কবিও।

বালক ছাত্রগুলির কোলাহলে খেলাধুলায় একেক দিন প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠে। পরাশরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বিলে। এই রকম ভোর, এইরকম সন্ধ্যা, এই রকম—তবু এইরকম নয়। কোন এক দূর দেশে অনেকগুলি বালক মিলে দৌড়োদৌড়ি করে খেলা করছে। কোথাও শাঁখ বাজল। বীরভদ্র অশ্বত্থগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। পরে মা জিগ্গেস করেন—কী এত ভাবিস বল তো? সত্যি সে জানে না কোথায় হারিয়ে যায়। চিন্তাগুলি আবছা।

হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠেন পরাশর। একটি শিশুর কলকাকলি শোনবার জন্য তৃষিত হয়ে ওঠে কান। রাতের দুধটুকু পান করে শুনে পড়েন। আকাশে তারার জঙ্গল, নিচে গাছপালার। জোনাক

boierpathshala.blogspot.com

জ্বলছে শত শত, ঝিঁঝিরা মেতে উঠেছে তালবাদ্যে। ক্র্যা ক্র্যা করে একটা রাতপাখি ডাকছে। আর একটা ডানার ঝাপট দিয়ে উড়তে উড়তে ডেকে গেল—কুতঃপ্রিয়ং, কুতঃপ্রিয়ম্!

ক্রোশের পর ক্রোশ চলতে চলতে একের পর এক গৃহস্থবাড়িতে আশ্রয় নিতে নিতে মুনি দেখলেন কিছুই ভোলেননি তিনি। পথঘাট সব মনে আছে। সেই যজ্ঞি গাঁ। একটার পর একটা পার হয়ে গেলেন সেই সব খেত-খামার, কানন, মাঠ, পাড়া যেখানে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, খেলা করেছিলেন। মুনি দেখে সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়, নিজেদের বাড়িতে অতিথি হতে আমন্ত্রণ জানায়। তিনি খুঁজেপেতে কোনও এক বীরভদ্রর বাড়িতেই আশ্রয় চান। নেই সেই ঠাকুরদা, সেই বাবা মা কাকা জ্যাঠা। আছে বীরভদ্রর কোনও এক ভাইয়ের সংসার। বধূটি খুব সেবাপরায়ণ। অনেক দিন পরে তিনি শালি ধান্যের অন্ন খান, ভালো করে রাঁধা তরকারি, অম্বল, ভাজা, বাড়ির কর্তাকে জিজ্ঞেস করেন—তোমার বাবার নাম কী?

—পুণ্যভদ্র, যুবক বলে।

—বেঁচে নেই?

boierpathshala.blogspot.com

—আছেন। ওই কোণের ঘরটাতে থাকেন। ভালো ছিলেন, পড়ে গিয়ে এই অবস্থা। এই আপনার থেকে কিছু বড় হবেন।

ছোটই হবে, তা দু তিন বছরের ছোট।

—আপনি কী করে জানলেন? সকৌতুকে বলল যুবক।

—তোমার কাকা-জ্যাঠাদের নাম করতে পার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! তুলাভদ্র, জয়ভদ্র, বীরভদ্র...

—আমি তোমার জ্যাঠা বীরভদ্র।

—বলেন কী! আপনি এমন ব্রাহ্মণ তপস্বী হয়েছেন, যুবক সাষ্টাঙ্গে পায়ে পড়ে যায়।

কিছু একটা বলবেন বলবেন করেও বলতে পারলেন না পরাশর, খালি আশীর্বাদ করে বললেন —আমি কুলপতি, সহস্র ছাত্র পড়িয়েছি। কখনও ছেলেদের কাউকে উচ্চিশিক্ষিত করতে চাইলে সমস্ত পক্ষকের প্রান্তের অরণ্যে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি কালকে ফিরে যাব।

ফেরবার সময়ে যমুনা বক্ষে ওই কাণ্ড। বছরখানেকও যাবে না তিনি এই পথ দিয়ে আবার যাবেন চুলো মাথা, গোলগাল এক শিশুকে নিয়ে। জমা দিয়ে যাবেন পুণ্যভদ্রর পুত্রবধূর কাছে। যত দিন

boierpathshala.blogspot.com

না তার কচি কচি দাঁত ওঠে, কঠিন খাবার খেতে শেখে ততদিন।

খুড়তুতো বউদির কোলে মানুষ কৃষ্ণ ছ'মাস পরেও বাবাকে দেখে ঝাঁপিয়ে কোলে যায়। কাঁধটিতে মুখ লুকিয়ে আঁকড়ে ধরে, যেন বা তাকে কেউ কেড়ে নিচ্ছে।

বউদিটি হেসে বলে—আচ্ছা বেইমান ছেলে তো আপনার জ্যাঠামশায়, এতদিন ধরে এই কোলে মানুষ হল, এখন যে দেখি চিনতেই চাইছে না।

পরাশর বললেন—কী জানো বউমা, এ হল মুনির ছেলে স্বভাবমুনি। সারা জীবন জ্ঞানতপস্যা করবার জন্যে জন্মেছে। মা বাবা পত্নী সন্তান নাতি-নাতনিতে সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে যে তপস্বীর চলে না! তাকে নিষ্কাম হতে হবে, উদাসীন, নিরাত্মীয়।

পরাশর জানতেন না তাঁর পুত্র সংসার না করেও কী বিপুল সংসারী হবে। তার গার্হস্থ্য ছড়িয়ে যাবে এক বংশ থেকে আরেক বংশে, এক পুরুষ থেকে আরও পুরুষে। তিনি জানতেন না তাঁর পুত্র হতে চলেছে সমসাময়িক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবীর এবং কবি, এক অনন্য পিতৃপুরুষ যে নাকি পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ছাড়িয়েও প্রসারিত করবে তার দাক্ষিণ্যের হাত।

boierpathshala.blogspot.com

আট

রাজার মনে সুখ নেই। তিনি যে কী হিমালয় প্রমাণ ভুল করেছেন প্রতিনিয়ত মর্মে মর্মে অনুভব করছেন। ছিলেন রাজকার্য নিয়ে। ব্যায়াম, অস্ত্রচর্চা, বিতর্ক সভা এসব খুবই স্বাস্থ্যকর। কিন্তু দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করে শান্তনু দেখ্ না দেখ্ বুড়িয়ে যাচ্ছেন। যৌবনের ধর্ম যৌবনের। প্রৌঢ়ত্বের ধর্ম প্রৌঢ়ের। মানুষ যদি তার জীবনের পর্যায়টি না বুঝে জীবনীশক্তি বেশি ব্যয় করে ফেলে তা হলে দশ বছর বয়স বেড়ে যায় তার। পরিণত যৌবনে বিবাহ করেছিলেন গঙ্গাকে। বছর দশেকের দাম্পত্য। তাঁর মতো সুখী নৃপতি সারা ভারতে আর একজনও ছিল না। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, ছাড়তে হল সেই প্রজ্ঞাবতী চিরযৌবনা স্ত্রীকে। একমাত্র পুত্রের অদর্শনে, স্ত্রী

boierpathshala.blogspot.com

হারাবার হতাশায় হৃদয়ে আর কোনও বাসনা কামনার গতায়াত টের পাননি। করে গেছেন শুধু কর্তব্য। বেঁচেছেন শুধু একাগ্র আকাঙ্ক্ষায়—কবে কখন একমাত্র সন্তানকে বুঝে পাবেন। যদি কখনও একবারের জন্যও গঙ্গা ফিরে আসেন। তিনি তো কাউকে জানাতে পারেননি গঙ্গা মর্তলোকের মেয়েই নয়। সে স্বাধীন রমণী। এই অভ্যাসের জীবন তাঁর নয়। তিনি সবাইকে শুনিয়েছেন এক দেবকন্যার হঠাৎ আবির্ভাব আর হঠাৎ অন্তর্ধানের জাদুকাহিনি। কিন্তু নিজের মন থেকে তো গ্লানি যেতে চায় না। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার পর খুব সম্ভব তাঁর এতদিন ধরে টানটান করে বাঁধা ইন্দ্রিয়গুলো সুখে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাই দুর্বল শরীরকে যেমন জ্বর আক্রমণ করে, তাঁর নিশ্চিন্ত বিলাসী মনকে একেবারে কামনাপাশে আবদ্ধ করে মাটিতে ফেলে দলে পিষে দিয়েছিল এক ষোড়শীর রূপ। তিনি একেবারে কাঙাল হয়ে গেলেন। একবারও ভেবে দেখেননি এ তাঁর গম্য নয়। ভাবেননি এ সামান্য জেলেদের মেয়ে। এ একটি রক্তমাংসের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রায়বন্য অন্ত্যজকন্যা। সর্বোপরি তিনি দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ভাবেননি। যুবরাজ এক ভীষ্ম

boierpathshala.blogspot.com

প্রতিজ্ঞা করে বসল তাঁরই অবিমৃষ্যকারিতায়। এই ভুলের কোনও ক্ষমা নেই, পুরো কুরুসাম্রাজ্য কুরুবংশ এই একটি সিদ্ধান্তের ফলে চিরদিনের জন্য শাপগ্রস্ত হয়ে গেল। কোথায় যুবরাজ দেবব্রত, এই বয়সে অমিত বলশালী, সবরকম শস্ত্র এবং শাস্ত্র-নিপুণ, মনের জোর দেহের জোরের চেয়েও বেশি। আর কোথায় এই লিকপিকে ছিঁচকাঁদুনে বালক যাকে তিনি আদর করে নাম দিয়েছেন চিত্রাঙ্গদ। চিত্রাঙ্গদের পরে আরও একটি শিশু জন্ম নিল। জয়ধ্বনি উঠল রাজপুরী জুড়ে। কিন্তু শান্তনু দেখলেন আগেরটি যদি কীট ছিল, এটি কীটাণুকীট। তুলোর বিছানায় শুয়ে রতি পরিমাণ মলমূত্র ত্যাগ করে আর সারাক্ষণ বিড়াল ছানার মতো ম্যাঁও ম্যাঁও করে। এরা কি কোনওদিন কুরুসিংহাসনের যোগ্য হয়ে উঠবে? আর সবচেয়ে গোপন কথা—অসময়ে যৌবনের তেজ ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি যেখান সেখান থেকে বৈদ্য ডাকিয়ে যে সমস্ত ভেষজ খেয়েছেন, মেখেছেন তাতে করে বড়জোর তাঁর নিজের কামনা শান্ত হয়েছে। সত্যবতীকে তিনি সুখী করতে পারেননি। এবং হয়তো বা সেইসব ওষধির তেজেই তাঁর শরীরে হঠাৎ জরা বড় তাড়াতাড়ি এসে যাচ্ছে।

boierpathshala.blogspot.com

এতদিন ছিল পাকা চুল কিন্তু, পেশিগুলি ছিল শক্ত। শরীরে ছিল বল। এখন তিনি ন্যুব্জ হয়ে যাচ্ছেন। সভ্যসদরা এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। আর সত্যবতী যেখানেই থাক, ঘরে বা দালানে বা অন্য কোনও মহলে তার শ্লেষের কটাক্ষ ছিটকে এসে বিঁধে যায় তাঁর বুকের ঠিক মাঝখানে। সেই কটাক্ষের ভাষা বুঝতে শান্তনুর আজকাল একটুও ভুল হয় না। কামুক বৃদ্ধ! ঘরে এমন উপযুক্ত পুত্র থাকতে তার যোগ্য তরুণীকে বিয়ে করতে পারলে? পাপমতি? শান্তনু ফাঁদে পড়া বৃদ্ধ বাঘের মতো এপাশ ওপাশ করেন। শান্তি পান না।

—কীসের কষ্ট আপনার? সত্যবতী অবশেষে জিজ্ঞেস করে।

—পিতা, আপনাকে তো ভালো দেখছি না। দেবব্রত এসে দাঁড়ায়।

রাজবৈদ্য মাথা নাড়েন। মন্ত্রীরা মুখ গম্ভীর করে পায়চারি করেন। শান্তনু শুয়ে পড়েন। বলেন—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—সে কী? বৈদ্য ঝুঁকে পড়েছেন মুখের ওপর। সত্যবতী পায়ের কাছে বসে চিন্তিত, শঙ্কিত মুখে। শেষ পর্যন্ত তো মহারাজ শান্তনুই তার বল-ভরসা!

boierpathshala.blogspot.com

তিনি না হলে কালো এক জেলের মেয়েকে কে-ই বা পুঁছত?

—কী হয়েছে মহারাজ? গভীর রাতে নিঘুম চোখ মেলে স্ত্রী'র অনিন্দ্য দুটি চোখের দিকে তাকান শান্তনু।

আবারও বলেন—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—এই তো মহারাজ। আমি সামনে বসে আছি। দেখতে পাচ্ছেন না?

কিন্তু শান্তনুর দৃষ্টি সত্যবতীর ওপর থমকে নেই। ছড়িয়ে গেছে অনেক দূর। ওই দেখা যায় স্বর্ণমণ্ডিত কুরুসিংহাসন। তাকে ঘিরে এক বিশাল রাজ্য। বহির্দস্যু বা শত্রুর আক্রমণ। মিত্র রাজাদের সহায়তার অনুরোধ, যজ্ঞ, সভা, পণ্ডিতদের অধিবেশন, সাধারণ মানুষের বিপর্যয়, কান্না, দারিদ্র, নালিশ—কী হবে? কী হবে এখন? তিনি হঠাৎ হাতদুটি জোড় করেন। বলেন—কালিন্দী, আমি অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করো।

কালিন্দী বলে, ভুল করছেন মহারাজ। আমি কালিন্দী নই, সত্যবতী। বলুন কী বলবেন। কেন আপনি দৃষ্টি হারিয়েছেন বলুন আমাকে?

—ভয়ে বলি, না নির্ভয়ে বলি রানি?

boierpathshala.blogspot.com

—আপনি নির্ভয়ে বলুন।

সত্যবতী ভাবে রাজা যদি স্বয়ং দেবব্রতকে ডেকে আজ্ঞা করেন তাঁর অবর্তমানে কুরুসিংহাসনে বসতে! নিজের করা প্রতিজ্ঞার থেকেও পিতৃ আজ্ঞা পালন কি দেবব্রতর কাছে বড়ো হয়ে উঠবে না! অনেককাল আগে পিতৃ আজ্ঞায় এক রাজপুত্র সিংহাসন ছেড়ে বনে চলে গিয়েছিলেন না?

হায় সত্যবতী! সেখানে যে আত্মত্যাগের মহিমা ছিল। দশরথ এমনকী যদি কৈকেয়ীও বলতেন—আমি তোমাকে দ্বিতীয় আজ্ঞা দিচ্ছি রাম, তুমি সিংহাসনে বসো। রাম কি শুনতেন?

আত্মত্যাগ মহামহিম হওয়ার বাসনা এইসব অজ্জদের শিক্ষানীতির ভেতরে এমনভাবে প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে সত্য পালন করতে এরা নিজেরে অঙ্গচ্ছেদ পর্যন্ত করতে পারে। প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে। যেমন সেই শিবি উশীনর। খালি ত্যাগ, খালি বিসর্জন। কোনও গ্রহণ নয়। কোনও অর্থপূর্ণ সৃজন নয়। একথা সত্যবতীর মতো আর কে জানে? দুটি শিশুপুত্রর দিকে চেয়ে সে কি আর বুঝতে পারছে না রাজা হয়ে রাজত্ব করা তো দূরের কথা, সিংহাসনে পৌঁছনো পর্যন্ত এরা বাঁচবে কি না

boierpathshala.blogspot.com

তা-ই সন্দেহ। চিত্রাঙ্গদ প্রচণ্ড রাগী। সরু লিকলিক দেহ অথচ দাসদাসীদের কোনও কিছু অপছন্দ হলে যে সরু গলার বিকট চিৎকার করতে থাকে। ভাঙতে থাকে হাতের কাছে যা পায় সব। আর বিচিত্রবীর্য? তার ছোটটি? সর্বক্ষণ ওইটুকু ছেলের গলা ভরতি শ্লেষ্মা। চোখ দুটি ছলছল করছে। শুয়ে-বসে কতকগুলি খেলনা নিয়ে কাল কাটায় আর দুর্বল হাতে দাসদাসীদের চড়চাপড় মারে। না হয়েছে রাজবাড়ির ছেলে, আর না হয়েছে জেলেবাড়ির ছেলে। আসলে এরা এক বৃদ্ধের দুর্বল শুক্রকণা। অনেক আকাঙ্ক্ষাভরে সত্যবতী রাজার দিকে তাকায়। কিন্তু রাজা তো কিছুই বলছেন না। খালি চোখ দুটি বিস্ফারিত করে রয়েছেন। সেখান থেকে দু-এক ফোঁটা করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। ব্যস্ত হয়ে সত্যবতী রাজার বুকে ওষুধ মালিশ করতে থাকে। দাসীকে দিয়ে খবর পাঠায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজকুমার যেন আসেন। গায়ে সামান্য একটি উত্তরীয় জড়িয়ে নিয়ে আধঘুমন্ত রাজকুমার ছুটতে ছুটতে আসে।

—বলুন মহারাজ। আপনি কী যেন বলতে চাইছিলেন কুমারকে? কী যেন আজ্ঞা দেবেন?

রাজা শুধু চেয়ে দেখেন। ঠোঁট কাঁপে, চোখের

boierpathshala.blogspot.com

জলের ফোঁটাগুলি চিবুকের কাছে এসে থেমে থাকে। সত্যবতী বোঝে, কুমার বোঝে। রাজার বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

রাজ্যজোড়া দান-ধ্যানের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হল মহারাজ শান্তনুর শেষকৃত্য। দীয়তাং ভুজ্যতাং চতুর্দিকে। যুবরাজ দেবব্রতর জয়-জয়কার পড়ে গেল। প্রজারা দু'হাত তুলে জয়ধ্বনি করতে করতে বলতে লাগল—জয় মহারাজ শান্তনুর জয়। জয় যুবরাজ দেবব্রতর জয়। জয় মহারাজ দেবব্রতর জয়। অমাত্যরা সামন্ত রাজারা অন্যান্য সভাসদবর্গ সকলেই বলতে লাগলেন—যুবরাজের অভিষেকটা এইবারে করে নিলেই হয়। মহামন্ত্রী এবং রাজবয়স্য মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। তাঁরাই একমাত্র জানেন ভেতরের কথাটা কিন্তু এখনও মনে মনে আশা করে আছেন কুমার হয়তো মত বদলাবেন। মহারাজ শেষ শয্যায় যদি কোনও আদেশ দিয়ে গিয়ে থাকেন তো তাঁরা সেটাকে অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করবেন ও তুলে ধরবেন। তাতে যদি কুমারের সর্বনাশা জেদ একটু কমে। রানির ওপরও তাঁদের এ ব্যাপারে ভরসা আছে। রাজবয়স্য মহামন্ত্রীকে চুপিচুপি বহুবার বলেছেন জেলেদের ওই পাটনি মেয়ের মধ্যে যে

boierpathshala.blogspot.com

এত গুণ ছিল, আজ সে সেই কালিন্দী থেকে মহারানি সত্যবতীকে এমনভাবে বদলে গেছে যে তিনি নিজেই নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না। সম্রাজ্ঞী সত্যবতীর রূপ এখন ফেটে পড়ছে। দুই সন্তানের জননী হওয়ার পরেও দেহশ্রী এতটুকু টসকায়নি। চলনে-বলনে, প্রসাধনে সত্যবতী এখন সত্যিই রাজরানি। ছেলে দুটি জন্মরুগ্‌ণ। তাও চিত্রাঙ্গদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য গুরু নিয়োগ করেছিলেন রানি। রাজবৈদ্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন দু'জনেরই স্বাস্থ্য ভালো করবার। কুমারেরও সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর। চিত্রাঙ্গদ একটু শক্তপোক্ত হয়েও উঠেছিল। কিন্তু বড় দুর্বিনীত। কাউকে গ্রাহ্য করত না। নিজের শক্তি না বুঝেই আস্ফালন করত। যখন তখন মৃগয়ায় যেত আর আহত হয়ে ফিরে আসত। একদিন মারাত্মক জখম হয়ে ফিরল মারা গেল।

মহামন্ত্রীর বড় আশা যদি স্বয়ং মহিষী দেবব্রতকে তার প্রতিজ্ঞা-পাশ থেকে মুক্তি দেন। শ্রাদ্ধকর্ম চুকে গেলে সেই উদ্দেশ্যেই তিনি একদিন মহারানির মহলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন।

boierpathshala.blogspot.com

—রানিমা, সিংহাসনে খালি পড়ে আছে। এবার তো অভিষেকের জোগাড়-জাগাড় করতে হয়।

গ্রীবা উঁচু করে রানি বললেন—অবশ্যই, করুন। বৃদ্ধ রাজা চলে গেছেন। কিন্তু অমন উপযুক্ত কুমার রয়েছেন। তিনি এবার রাজদণ্ড হাতে তুলে নিন।

বড় হৃষ্ট হলেন মন্ত্রী। তার মানে কথা হয়ে গেছে।

বললেন—তাহলে জোগাড়যন্ত্র করি? কুমারকে প্রস্তুত হতে আপনি বলুন।

সত্যবতী ডেকে পাঠিয়েছেন—দেবব্রতর না গিয়ে উপায় নেই। এখন প্রায় মধ্যরাত, ক'দিন ধরে দিনরাত এক করে পরিশ্রম করেছেন। তারপর শোকে মস্তিষ্ক অবসন্ন। এমন সময়ে নিজের মহল থেকে নড়বার ইচ্ছে কুমারের ছিল না। কিন্তু কী করবেন? মহারানি যে! আর রাজার অবর্তমানে পিতার অবর্তমানে রানি এবং মা দুই পরিচয়েই তাঁর আদেশ অমান্য করা অসম্ভব। তবুও প্রস্তুত হয়ে গেল দেবব্রত। কোনও প্রগলভতা ক্ষমতা করবে না সে। প্রয়োজনে তীব্র তিরস্কার করতেও পিছপা হবে না।

রানির মহল প্রায় অন্ধকার। দেবব্রত গেলে যেমন থাকে। একটি দাসী শুধু পথ দেখিয়ে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিল। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেল।

boierpathshala.blogspot.com

মাঝখানে একটি প্রদীপ জ্বলছে। ওপারে শ্বেতবসনা সত্যবতী। এ পারে শুভ্রবসন দেবব্রত।

দেবব্রত বলল—আজ্ঞা করুন মাতা।

—আদেশ করছি শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করো কুমার। এ তোমার মাতার আদেশ। একরকম পিতারও আদেশ।

—'কীভাবে?

—তোমার পিতার কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল। তাই মুখে বলতে পারেননি। কিন্তু আমার কাছে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন যে তাঁর আজ্ঞা তুমি সিংহাসনে বসবে।

দেবব্রত বলল, একথা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করুন মাতা। কিন্তু জেনে রাখবেন, দেবব্রত সত্যব্রতও। আসছি। সে আর দ্বিতীয় বাক্যের প্রতীক্ষা না করে চলে গেল।

অভিষেকের আয়োজন পূর্ণ। দেশ-বিদেশ থেকে এসেছেন বহু রাজা, রাজকুমার, বিখ্যাত রথী মহারথীরা, সপ্ততীর্থের জল সংগ্রহ করা হয়েছে মাসেক কাল ধরে। আজ অভিষেক। মন্ত্রী-শাস্ত্রী, পাত্র-মিত্র, রাজপুরুষ, গূঢ়পুরুষ যে যেখানে আছে বেশ-বাস করে সবায় উপস্থিত। কিশোর রাজপুত্রকে সঙ্গে করে সভায় এলেন দেবব্রত। কী অদ্ভুত তাঁর

boierpathshala.blogspot.com

বেশ। গৈরিক নয়। তবু যেন কেমন খটকা লাগায়। আপাদমস্তক শুভ্র। সাদা অধোবাস, সাদা উত্তরীয়। শ্বেত উষ্ণীষ, তাতে শোভা পাচ্ছে কয়েকটি শ্বেতপালক আর একটি পাখির ডিমের মতো মুক্তো। রাজকুমারের গলায় মুক্তোমালা, কানে মুক্তার বীরবৌলি, বাহুতে মুক্তার বাহুবন্ধ।

—কেন এ শুভ্রবেশ কুমার? এখনও কেন এ শোকচ্ছদ?

নীরব প্রশ্ন সকলের মুখে মুখে। বড়ই পিতৃভক্ত ছেলে জানেন সবাই। তবু...। মহীষী এসেছেন তিনিও শুভ্রবসনা। তাঁকে ঘিরে আছে তাঁর সুন্দরী দাসীরা। তাদের মধ্যে তিনি বিরাজ করছেন মুক্তামালার মধ্যে একটি কালো হীরের মতো।

প্রজাসাধারণ এসেছে যার যথাসাধ্য বেশবাস করে। তাদের সংখ্যা গোনা যাচ্ছে না। অভিষেকের জন্য সিংহাসনটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাজবাড়ির বাইরে একটি খোলা প্রাঙ্গণে। ওপরে সাদা চাঁদোয়া খাটানো। তাতে সব বিচিত্র ফুলকারি। বসন্তদিনের সুন্দর হরিদ্রাভ আলোয় ভাসছে মণ্ডপ। ভাসছে সোনার আর পাথরের তৈরি সিংহাসনটি। বাতাস যেন হিল্লোল তুলেছে। আর সঙ্গে নিয়ে আসছে

boierpathshala.blogspot.com

নানারকম ফুলের গন্ধ। একেবারে প্রথম সারিতে বিশেষ আসনে মুখে চওড়া হাসি এঁটে বসে আছে ভিল্ল আর তার অনুচরেরা। দেবব্রত অনুমান করতে পারেনি যে মহামন্ত্রী আর রাজবয়স্য সমস্ত ভুলে যাওয়ার অভিনয় করবেন। মন্ত্রী যখন বললেন—এগিয়ে আসুন যুবরাজ। এবার অভিষেকের কাজ শুরু হবে।

দেবব্রত ষোলো বছরের বিচিত্রবীর্যকে এগিয়ে দেয়। তার নির্দেশে রাজকুমারের আজকে বিশেষ বেশ। লাল রং-এর জরিদার জোড় ঊর্ধ্বাঙ্গে পীতাভ জরিদার উত্তরীয়। মাথায় কনক মুকুট, সর্বাঙ্গে সোনা ও রত্নাদির গয়না। সভার মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন ওঠে, অমাত্যদের মধ্যে কেউ কেউ বলেই ওঠেন—এ কী কুমার, আপনি এগিয়ে আসুন। কুলপুরোহিত পুনরাবৃত্তি করেন—আসুন আসুন কুমার। শুভলগ্ন বয়ে যাচ্ছে।

দেবব্রত গম্ভীর গলায় বলেন—ভিল্লরাজ সাক্ষী আছেন ওই যে! আপনি বলুন রাজা! রানিমা সাক্ষী আছেন, বলুন রানি। যে দিন আমার এই মায়ের সঙ্গে পিতার বিবাহ ঠিক হয় আমি এঁদের শর্তমতো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকার আমি নেব

boierpathshala.blogspot.com

না। আমার বৈমাত্রেয় ভাইকে অর্পণ করব। আমি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করব। যাতে আমার কোনও পুত্র এই সিংহাসনের দাবিদার না হয়ে ওঠে।

সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উঠল।

—না, না, এ হয় না। এ আবার কী? এরকম কথা কেউ কখনও শুনছে না কি?

—কুমারের মতো এরকম উপযুক্ত মহাবীর যুবরাজ থাকতে ওই বাচ্চা ছেলে? আমরা কেউ-ই এ কথা শুনব না। মানব না। দেবব্রত দু'হাত তুলে কোলাহল থামান। বলেন,

—ভিল্লরাজ আপনি সামনে আসুন। মাতা আপনি এগিয়ে আসুন। আপনারা বলুন আমি কি প্রতিজ্ঞা করিনি? চন্দ্র সূর্য টলে যাক, পৃথিবী মহাকাশ থেকে খসে যাক, পৃথিবীতে প্রলয় হোক আমার প্রতিজ্ঞার নড়চড় হবে না।

সত্যবতী কিছু বলতে গেলেন, মহামন্ত্রী কিছু বলতে গেলেন, পরস্পরের দিকে চেয়ে তাঁরা কিছু বলাবলি করলেন কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। সমবেত জনতা তখনে গর্জন করছে—কী মহান, কী ভীষণ এ প্রতিজ্ঞা! ভীষ্ম, ভীষ্ম, ভীষ্ম!

boierpathshala.blogspot.com

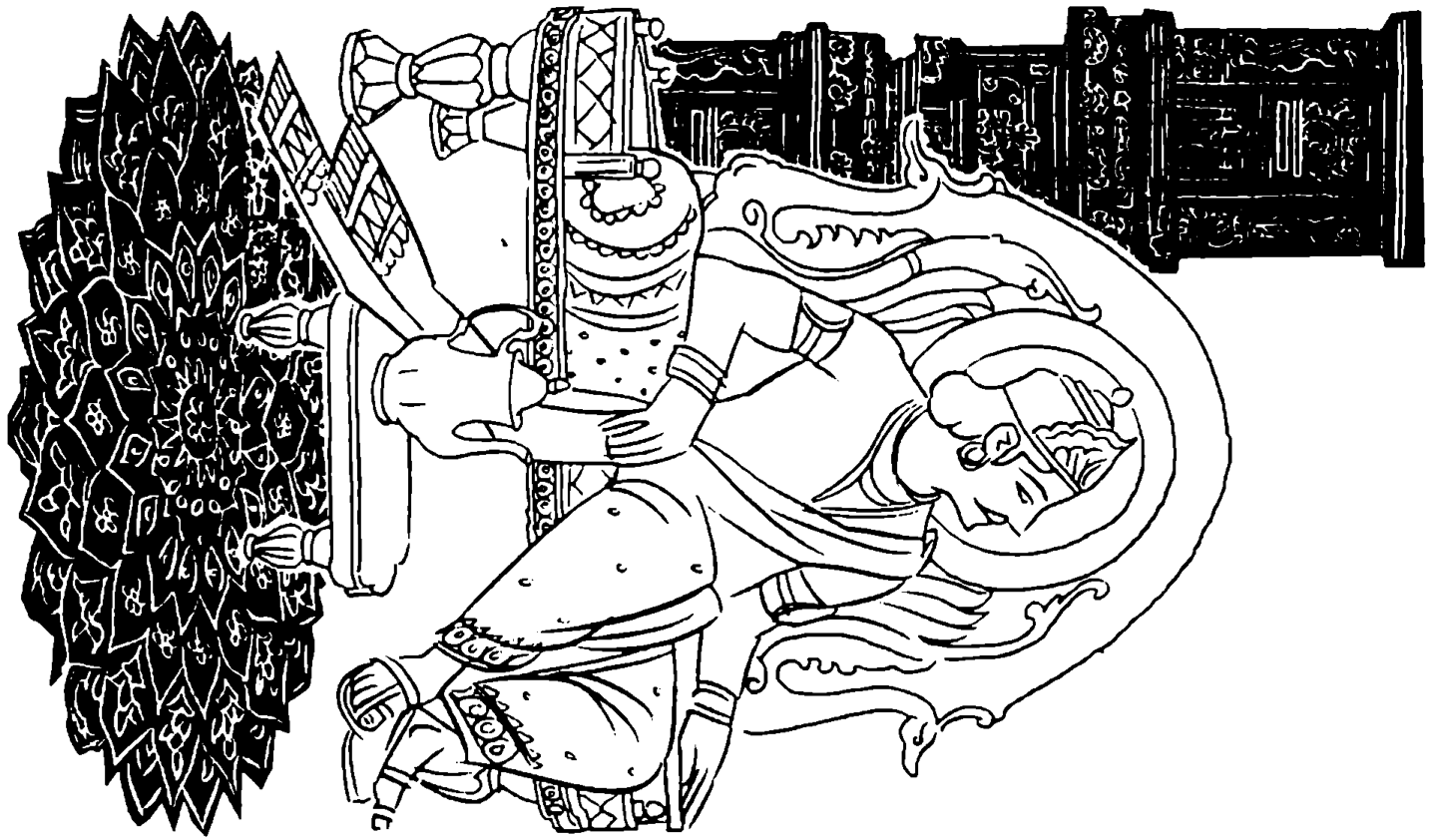

boierpathshala.blogspot.com

নয়

সিংহাসনের মাঝখানে একটা সজ্জিত বাঁশের কঞ্চির মতো বসে বসে দুলতে থাকে বিচিত্রবীর্য। মুখে একটু আহ্লাদে হাসি। তার পাশে আর একটি পাথরের আসন আনিয়ে নিয়েছে দেবব্রত। এই কিশোরকে সামনে রেখে সে রাজ্যচালনা করবে। এইটুকু আশ্বাস অন্তত পাওয়া গেছে। প্রজারা বিহ্বল হয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে ফিরে গেছে। এটা কোনও প্রত্যাশা পূরণের বা প্রশংসার জয়ধ্বনি নয়। অদ্ভুত অপার্থিব কিছুর সাক্ষী থাকবার আবেগের। অবশ্যই তাদের যুবরাজ দেবব্রতকে ভীষণ পছন্দ ছিল। অবশ্যই তারা আশা করেছিল বৃদ্ধ শান্তনুর রাজত্বকালে মিইয়ে পড়া দিনগুলোর পরে একজন সত্যিকারের বীরপুরুষ, একেবারে রূপকথার নায়কের মতো রাজা পাওয়া

boierpathshala.blogspot.com

যাবে। না জানি কত দুধ, দইয়ে ভাসবে রাজ্য। কত না সোনালি ফসল ফলবে খেতে-খেতে। নতুন রাজা ব্যবস্থা করবেন দরিদ্রের চিকিৎসার। দেশের বিশাল বিশাল ভাণ্ডারগুলি খালি পড়ে রয়েছে। কুমার হয়তো রাজা হয়ে ভরে তুলবেন সেসব। না খেয়ে আধপেটা খেয়ে আর রাজ্যে মরবে না কেউ। সবাই ঠিকঠাক বিচার পাবে। শান্তনুর সময়ে যে এসব একেবারেই ছিল না তা নয়, কিন্তু তাঁর পারিবারিক অভাব অশান্তির আঁচ তাঁর রাজ্যটির ওপরেও পড়তে ছাড়েনি। গঙ্গা-বিরহে অন্যমনস্ক রাজা। মাঝখান থেকে কাকে নিয়ে গেল কান। চতুর্দিকে চুপচাপ দুর্নীতি চলছে। এ সব সময়ে সবচেয়ে যাদের কষ্টে পড়তে হয় তারা হল সাধারণ প্রজা। বলার উপায় নেই আমাদের ওপর অন্যায় হচ্ছে। রাজকর্মচারীরা ফাঁকি দিচ্ছে। উৎকোচ নিয়ে তাদের প্রাপ্য তাদের দিচ্ছে না। কাকে বলবে এ সব কথা? কিন্তু কুমার বড় হবার পরই তিনি যেভাবে এসে গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষক, কামার, কুমোর, ছুতোর ইত্যাদি বৃত্তিজীবীদের কাছ থেকে তাদের সুখদুঃখের কথা শুনতে চাইতেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বাহ্মণীর ঘরে হঠাৎ প্রচুর ভোজ্য দ্রব্য নিয়ে অতিথি হতেন. তাতে করে সবারই ধারণা

boierpathshala.blogspot.com

হয়েছিল, কুমার রাজা হলে হস্তিনাপুরে রামরাজ্য আসবে। কিন্তু তাদের হতাশাকে ছাপিয়ে গেল এই ঘটনার অপার্থিব অলৌকিক মাত্রা। অহো কী মহান সেই দৃশ্য! এই মধ্য-ত্রিশ বয়সে কুমার দেবব্রতের অঙ্গসৌষ্ঠব তো দেখবার মতো! যেন শ্বেতপাথরে কোঁদা। উচ্চতায় তিনি এখন হস্তিনাপুরের রাজসভার সমস্ত পাত্র, মিত্র, অমাত্য মন্ত্রী সেনাপতি সবাইকার মাথা ছাড়িয়ে যান। হবে না? স্বয়ং গঙ্গার পুত্র যে! ওই যে সদানীরা গঙ্গা বয়ে যান! প্রয়াগের কাছে যে গঙ্গায় গিয়ে মেশেন যমুনা। সেই গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং যার মা তিনি কি আর অনন্যসাধারণ না হয়ে পারেন।

ভিল্ল বাড়ি ফিরছে। সঙ্গে তার মাছ ধরার কোঁচবল্লম হাতে ষণ্ডা-গণ্ডা অনুচরেরা। চোখগুলি সব জ্বলছে। মাথার ফেট্টি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায় বাবরি চুলের বোঝা। খুব করে মাথা ঝাঁকিয়েছে কিনা! অভিষেকের পরে তারা সব সোজা চলে গিয়েছিল শুঁড়িখানায়। খুব পানভোজন করেছে। তারপরে লাচ। সেকি লাচ রে বাবা! কোমর দুলিয়ে এক-পা আর এক পায়ের ওপর দিয়ে উদ্দণ্ড লাচ!

boierpathshala.blogspot.com

নেশার ঘোরে সব ভিল্লকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। রাজার জামাই, রাজার জামাই।

ওরই মধ্যে মেয়েরা যারা এসেছিল মুখ বেঁকিয়ে হাসতে থাকে। জামাই কী রে? রাজার দাদামশাই যে!

ভিল্ল চোখ ঘুরিয়ে ওপর থেকে বলে—হাঁ-হাঁ ঠিক কয়েছ, জামাইয়ের চেয়ে দাদামশাই আরও এক বিঘৎ বড়। তার খেয়ালে আসে না তার পুঁটকে পুঁটকে নাতিগুলো জীবনে কোনওদিন মামাবাড়ির আঙন মাড়ায়নি। তার জামাই যখন রাজা ছিল তখন অবশ্য মাঝমধ্যেই বড় বড় সিধে আসত। নাতিদের অন্নপ্রাশনে স্বামী-স্ত্রী তখন অনুচরদের সঙ্গে গিয়ে খুব খাওয়া-দাওয়া করে এসেছে। কিন্তু রাজ-রাজড়াদের সমান আসন তো আর আর পায়নি! তার ওপর এমন হল্লা করেছে যে বুড়ো রাজার বয়স্যটি নিজে এসে তাদের এরকম খেদিয়েই দিয়ে গিয়েছিল। এ সব কী শুরু করেছ সর্দার? রাজাকে জামাই পেয়েছ তাই বলে তো আর তিনি ধীবর হয়ে যাননি। এ কীরকম ব্যাভার। শিখে পড়ে এসো বাপু। রাজামশাইয়ের মাথা কাটা যাচ্ছে যে।

ভিল্লর বউ বলে—বেশ হয়েছে। বামন হয়ে

boierpathshala.blogspot.com

কিনা চাঁদে হাত। রাজা জামাই হল তো তোর কী হল? তুই তো রয়ে গেলি সেই মুখ্যু বোকাহাবড়াটাই। মেয়েটাকে যদি শান্তিতে থাকতে দিতে চাস তো আর রাজবাড়ি যাবার বায়না ধরিসনি।

শেষে রাত্তিরে নেশায় চুর ভিল্ল তার আঙনে উঠে বিরাট হাঁক দিল, রা...নি?

চালের বাতা ধরে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল ভিল্লর বউ। বলল—কী? অভিষেক দেখে মাথাটা ঘুরে গেছে তো? বলি, কেমন হল? কুমার দেবব্রতকে কেমন মানিয়েছিল?

—অ্যাঁ? কুমার দেবব্রত কোত্থেকে এল? তুই কি ভেবেছিস ওই লম্বুটার অভিষেক হয়েছে? ভাবলি কী করে?

তবে কার? রানির গলা যেন থমথম করছে।

আরে তোর আমার নাতিরা কী যেন দাঁতভাঙা নামখানা। বিচিত্তর বীজ্জ। এইবার দেখবি ছপ্পর ফুঁড়ে কেমন মোহর পড়ে।

রানি বললেন—মাথায় বেশে খানিকটা জল ঢালো দিকিনি। নেশাটা বড্ডই চড়ে গেছে। নাতিরা আসে না ঠিকই। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে রানির যোগাযোগ ঠিকই আছে। অবশ্য সে এখন অনেক

boierpathshala.blogspot.com

উঁচু গাছের ফল। সে আগেও মেয়ের মনের তল পেত না। এখন তো একেবারেই অর্থই জল। তবু, বড়নাতির জন্মের পর একবার সে দুঃখ করে গিয়েছিল, মাগো কেন এমন বিয়েটা দিলে?

—আমি তো দিইনি মা, তোর বাপে দিয়েছে। দিয়েছে রাজার জামাই হবার জন্যে।

কেমন আনমনা উদাস গলায় মেয়ে বলেছিল—বড্ড ভুল করে ফেললুম মা। রাজা গজার করণ-কারণ আমরা কুট্টুকু জানি? কী থেকে যে কী হয়! ভাবলুম যে শর্তে দিয়েছিলুম তাতে করে তারা সরে দাঁড়াবে। তা তো হল না মা। এ তো আমাদের জেলেদের সর্দার নয়, যে আজ বলছে কাল ভুলছে। এরা সব ওপরের থাকের আজ্জ। ওদের শাস্তর পড়ছি মা, একজন রাজার, রাজপুত্তুরের, রানির যে কত গুণ, কত ক্ষমতা, কত সংযম আর শক্তি থাকতে হয়, পড়ে বড় লজ্জা পাচ্ছি মা। কুমার যদি সিংহাসনে না বসে তোমার ওই নাতি কি কোনওদিন সেই আদর্শে পৌঁছাতে পারবে মা? না পারলে তুমি আমি সবাই তো যাবই, তার চেয়েও বড় কথা রাজ্যখানা রসাতলে যাবে। দায়িক হয়ে থাকব আমি আর আমার বাপ। আগে এসব বুঝিনি কেন মা?

boierpathshala.blogspot.com

রানি একবারই তার বড়নাতিকে দেখেছিল। চিনতে পারেনি নাতি বলে। বনে ফলফুল তুলতে কুড়োতে তারা মাঝেমধ্যেই যায়। দল বেঁধে যেতে হয়। বুনো জন্তু তাড়া করতে পারে বুনো মানুষ হঠাৎ বিষ মাখা তির ছুড়তে পারে তাই একা একা যাওয়া ঠিক নয়। সেদিন প্রচুর সোঁদাল ফুল তোলা হয়ে গেছে। চুপড়ি চুপড়ি কুঁচ আর ডুমুর! একটা ঝগড়াঝাঁটির আওয়াজ পেয়ে ওরা গাছের ফাঁক দিয়ে দেখে দুটি কিশোর কী মারামারিটাই না করছে! তাদের মধ্যে একজনকে সে চেনে। গন্ধর্বদের ছেলে চিত্রাঙ্গদ। সাঁট্টা জোয়ান, তেমনি বীরপুরুষ। কাউকে গ্রাহ্য করে না। অন্য ছেলেটার হ্যাংলা গোছের চেহারা। শনশন করে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। বয়সের দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে মুখটাতে। গলাটাও ভেঙেছে বেশ। খ্যানখেনে স্বরে সে বলছে—তুই চিত্রাঙ্গদ না মুই চিত্রাঙ্গদ? আর একবার আমার নাম নিস তো তোকে দেখে নিচ্ছি। গন্ধর্ব বলল—আরে, আচ্ছা তো, এক নাম কি দু'জনের হতে পারে না? তোমার বন্ধুরা তোমাকে ডেকেছে। আমার বন্ধুরা। ভেবেছে আমাকেই কেউ খুঁজছে। এতে এত রাগারাগির কী আছে?

boierpathshala.blogspot.com

রোগা ছেলেটা লাফিয়ে উঠে মারল গন্ধর্বর গালে এক থাপ্পড়। —মুখ সামনে কথা বল। জানিস কে আমি? কুরুবংশের কুলপুত্তুর। একটা ইশারা করব রাজপুরীর রক্ষীরা সব রে রে করে ছুটে আসবে।

আর যায় কোথায়! থাপ্পড় খেয়ে রাগে দিশাহারা চিত্রাঙ্গদ আর তার বন্ধুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেটার ওপর। ততক্ষণে রানি বুঝে গেছে কে ওই প্যাংলা ছেলেটা। সে আথিবিথি করে ছুটে যাচ্ছে—কে কোথায় আছ গো? শিগগির এসো, ছেলেগুলো মারামারি করে মরে গেল যে!

তার চেতাবনিতেই কি না কে জানে পোশাক পরা আসাসেঁটিধারী রক্ষীরা ততক্ষণে ছুটে আসতে লেগেছে। কিন্তু তার আগেই চিত্রাঙ্গদ, তার নাতি —শেষ।

আর অন্য নাতিটি? শুনেছে সে আর এক কাঠি বাড়া। জেলেদের মেয়েরা বেচাকেনা করতে কখনও কখনও রাজবাড়ির দেউড়িতে যে যায় না তা তো নয়, কেউ যায় ভালো মাছ পেলে তাই নিয়ে, শোল মহাশোল, ইলিশ, রোহিত। আবার কেউ যায় সাজপোশাক করে ফুল নিয়ে মালিনীর বেশে। রাজপুত্র তো ইতস্তত খেলেই বেড়ায়। তার নাকি

boierpathshala.blogspot.com

মুখের কোনও আগল নেই। যাকে যা খুশি বলে। জিভ ভ্যাঙায়। অঙ্গভঙ্গি করে। এখন অবশ্য আরও কবছর বয়স বেড়েছে। একটু হয়তো শুধরে থাকবে। একটা কথা সে বুঝতে পারে না, কালী কেন যত্ন নেয় না। আর তাছাড়াও তো আছে দেবকুমারের মতো ওই রাজপুত্তুর দেবব্রত? ·সে কি ইচ্ছে করেই ছোটভাইদের এমন গোল্লায় যেতে দিয়েছে?

না, সত্যবতী তা দেয়নি। শয্যায় রোজ বুড়ো বর, চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার দেবকান্তি প্রেমপাত্র। কালী উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যাখ্যান, একটার পর একটা প্রত্যাখ্যান। দেবব্রত তার পায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। প্রয়োজনের কথা ছাড়া আর একটিও না। সত্যবতীর মনে হয় দেবব্রত শেষ পর্যন্ত তাকে ঘেন্না করছে। সত্যিই তো, এখন সে বোঝে, সে লজ্জাহীনা কামাতুর বারবনিতার মতো আচরণ করেছে। তবু...কেন...দেবব্রত ভুলে গেল সে জন্মসূত্রে এবং স্বভাবে বন্য। কেন ভুলে গেল তার পঠনপাঠন শিক্ষাদীক্ষা কোনও গুরুকুলে হয়নি! ঘেন্না করার কী আছে? সত্যি কি তার সঙ্গে নিষ্ঠুর নির্মম খেলা খেলেনি এই রাজপুরী? সে মনে মনে চ্যালেঞ্জ নেয় ঠিক আছে দেবব্রত, দেখিয়ে দেব। আমিও

boierpathshala.blogspot.com

দেখিয়ে দেব। প্রথমে সে পুরো রাজ অন্তঃপুরের দখল নেয়। রান্নাশাল থেকে প্রসাধন কক্ষ, দাসীমহল, রানিমহল, রাজা, রাজপুত্রদের মহল সবগুলো তার হাতের আওতায় নিয়ে আসে। তার হুকুম ছাড়া কিচ্ছু হতে পারে না রাজসংসারে। বুড়ো রাজা তো খুশিতে ডগমগ। সত্যবতী যে এত বুদ্ধিমতী এবং প্রতাপশালিনী তিনি ভাবেনইনি। চতুর্দিকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর সে গিয়েছিল তার ছেলেকে দখল করতে। আর সেইখানেই হয়ে গেল মস্ত ভুল।

রাজবাড়ির নিয়ম—রানি পুত্রকে স্তন্য পান করাবেন না। তার জন্য দুধ-মা আছে। রানি ছেলের স্নান করা থেকে খাওয়া-শোওয়া জামাকাপড় পরা কোনও কিছুতেই হাত লাগাবেন না। তার জন্য নানাধরনের ধাত্রী আছে। তারপর শৈশব ছাড়ালেই সে সোজা চলে যাবে পুরুষ অনুচর আর শিক্ষকদের দখলে। চিত্রাঙ্গদ এইসব ধাইদের হাত ছাড়িয়ে শিক্ষকদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসত তার মার কাছে। আর তার মা তাকে অঢেল আদর আর প্রশ্রয় দিতেন। সত্যবতী ভেবেছিল সে যেমন অন্তঃপুরের কর্ত্রী তেমনি রাজসিংহাসনের কর্ত্রী হবে ক্রমশ ছেলের মধ্যে দিয়ে। তাই ছেলেকে ছোট থেকেই

boierpathshala.blogspot.com

বশে রাখতে চেয়েছিল। হয়তো একদিকে শাসন আর একদিকে প্রশ্রয়, দুর্বল মস্তিষ্ক বালক এ দুটোর সমন্বয় করতে পারেনি। যখন সত্যবতীর জ্ঞান হল তখন সে দেখল ঘুঁটি হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। ছেলে কাউকে মানে না। মাকেও না। একমাত্র জব্দ সে দেবব্রতর কাছে কিন্তু চিত্রাঙ্গদকে শাসন করতে দেবব্রতর বড় সংকোচ। তাই সত্যবতী পুরো রাজসংসার হাতে পেয়েও শেষপর্যন্ত কিছুই পেল না।

যেদিন বিচিত্রবীর্যের অভিষেক হল অন্তঃপুরের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে লজ্জায় দুঃখে মরে যাচ্ছিল। আর দেবব্রত ভাবছিল আমি কী চমৎকারভাবে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলাম। কী অপূর্ব প্রতিশোধ নিলাম কালিন্দী নামে সেই চটুল মেয়েটির ওপর যে নাকি বউ হতে গিয়ে একেবারে আমার মাথার ওপর মা হয়ে বসেছে। ছিঃ কথাগুলো মনে মনে উচ্চারণ করে নিজের ঘরে নির্জনে দু'হাতে মুখ ঢাকে কুমার দেবব্রত। তার দু'চোখের অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে রূপ নিতে থাকে এক নীলবর্ণ দ্যুতিময় আকার। বলা যায় একটি নীলমণিলতা। সত্যবতীর ফ্যাকাশে মুখ, প্রায় মূর্ছিত অবস্থায় পুরস্ত্রীরা তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। কেন? কেন

boierpathshala.blogspot.com

কালিন্দী? এ কী রহস্য? পেলে তো সব। রাজসংসার, রাজমহিষীত্ব, প্রভুত্ব, তোমারই ছেলের হাতে রাজদণ্ড। এখন এ মূর্ছা কেন? তবে কি ভয় পাচ্ছ! রাজ্য ছারখারে যাবে? কুমারের প্রাণসংশয় হবে? ভয় কোরো না, আমি আছি। যাতে ঠিকমতো শাসন পালন হয় আমিই দেখব, কোনও ত্রুটি রাখব না।

boierpathshala.blogspot.com

দশ

বড় হচ্ছে বিচিত্রবীর্য। কিশোর থেকে তরুণ, তরুণ থেকে যুবক, অনেকটা সময়। এই সময়টা মানুষ খুব দ্রুত শেখে। দ্রুত বদলায়। সব রকমের গুরুর নিয়োগ শেষ করল দেবব্রত। তিরন্দাজির আলাদা গুরু। তরোয়ালের গুরু, গদা এবং মল্লযুদ্ধের জন্য আলাদা। অন্দরমহলে হুকুম গেল তরুণ 'রাজার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আমূল পালটাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে গেল ব্যবস্থা। সত্যবতী এখন জানে তার সতিনপুত্রের চেয়ে ভরসার আর কেউ নেই এ রাজসংসারে। এ এমন একজন মানুষ যার অসীম বুদ্ধি অথচ কূটতা নেই। যার বিরাট হৃদয়, কিন্তু তেজি ঘোড়ার সওয়ারের মতো তার রাশ সে টেনে রাখতে জানে। সে বীরপুরুষ, সেই সঙ্গে বীর শিক্ষকও।

boierpathshala.blogspot.com

পিতা, মাতা, ভ্রাতা সভাসদ মন্ত্রিবর্গ রাজপুরীর দাস-দাসী কর্মচারীরা এবং এই বৃহৎ প্রজাকুল এঁদের প্রত্যেকের কাছে সে দায়বদ্ধ। শুধু কর্তব্য নয়, হৃদয়ের তাগিদ। সত্যবতী এ সব খুঁটে জেনেছে। দেবব্রত যা বলে সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। বিচিত্রবীর্যর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিটি ঘণ্টা বাঁধা। ভাষা, ব্যাকরণ, অল্পস্বল্প হলেও দর্শনাদি, রাজশাস্ত্র তাকে গভীরভাবে শিখতে হয়। তার মধ্যে বিশেষ করে রাজনীতি এবং অর্থনীতি। আছে ব্যবহার শাস্ত্রও। তারই মধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে আমাদ আহ্লাদ আর একার নির্জনের সময় সমস্ত ব্যবস্থা দেবব্রত করেছে। সত্যবতী আর একেবারেই নাক গলাতে চায় না এসব ব্যাপারে।

কিন্তু কয়েকদিন কয়েকটা ছোটখাট কাজে কুমারের মহলে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। সত্যবতীর বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। দালানটুকু পার হয়েছে কি না হয়েছে এক দল তরুণী ছুটে বেরিয়ে গেল। তাদের কারুরই বেশ বাস সম্বৃত নেই। বিভ্রান্ত হয়ে সে সোজা ঢুকে বড়ে একেবারে বিচিত্রবীর্যর ঘরে। তার ছেলে সুদ্ধু একটি অধোবাস পরা আশপাশে দু-তিনটি তরুণী, তারাও অর্ধনগ্না। রানিকে

boierpathshala.blogspot.com

দেখে সে মেয়েগুলি হরিণীর মতো ছুট লাগাল। মাঝখান বিচিত্রবীর্য নির্বাক। সত্যবতী বলল এ কী কুমার? এখন তোমার ব্যাকরণ না কীসের যেন একটা পাঠ নেবার কথা না?

ছেলে বলল—আমার ভীষণ অসুখ করছে মা। তাই জন্য আচার্যটাকে বিদায় করে দিয়েছি।

—কই দেখি? চট করে কুমারের কপালে হাত দিল সত্যবতী। ঠান্ডা। সে বলল—কী হয়েছে তোমার? আমার তো মনে হচ্ছে তুমি সুরাপান করেছ?

—তোমার যদি তাই মনে হয় তো তাই।

—তোমার লজ্জা করে না? দিনের বেলায় সুরাপান করে অসভ্যের মতো আচরণ করছ?

বিচিত্রবীর্য জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—মনে রেখো মা এখন কিন্তু আমি হস্তিনাপুরের রাজা।

সত্যবতীকে কেউ যেন তিরবিদ্ধ করেছে। সে আহত পাখির মতো দৌড়ে চলে যায় নিজের মহলে। পৌঁছেই প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। তাকে এসে ধরল পুরস্ত্রীরা। একজন বলল—রানিমা। অসময়ে আপনি কুমারের মহলে যেতে গেলেন কেন?

আর একজন বলল—রাজা হওয়ার আগেও ছিল।

boierpathshala.blogspot.com

কিন্তু রাজা হওয়ার পরে আর কোনও আগল নেই মা। কুমার যে যথেচ্ছাচার করছে তা কি আপনি জানতেন না?

সত্যবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না জানালে আর করে জানব?

—ভয়ে বলে কি নির্ভয়ে বলি রানিমা?

ক্লান্ত গলায় সত্যবতী বলল—ভয় আবার কীসের? আমি তো তোদের শক্তিহীন বিধবা রানি বই নয়।

—ছি ছি, এমন কথা বলবেন না রানিমা। আপনি আছেন বলে আমরা এখনও এ রাজপুরীতে টিকে আছি। আমাদের মেয়েগুলিকে তো সবই কবলিত করেছে কুমার। ভাবি, ছেলের স্বেচ্ছাচারের কথা মায়ের কানে কী করে তুলব? বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। আজ নয় কাল আপনার কানে কথাগুলি যেতই।

অনেকক্ষণ চলে গেছে পুরস্ত্রীরা। সত্যবতী শয্যায় নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন। আর কী-ই করার আছে তার? যা হবার তা হয়ে গেল। সারাদিন চলে গেল। সন্ধ্যাও গেল এমন ভাবেই। ক্রমে রাত হল। সত্যবতী আর কিছু ভাবতে পারছে না। সে শুধু একটি

boierpathshala.blogspot.com

প্রদীপ নিয়ে চলেছে বাইরের দিকে একটি মহলে। অন্দরমহলের প্রান্তে এটাই চিরকুমার দেবব্রতর মহল। ঘরের দরজায় প্রদীপশিখা। ধ্যান শেষ করে সবে শোয়ার উপক্রম করছিল দেবব্রত। সে সোজা হয়ে উঠে বসে। কে ওই রমণী? তার চোখে কেমন ঘোর লাগে। এখন সত্যবতীর মাথায় মুকুট নেই। গায়ে নেই অলংকারের বাহুল্য। পাংশু রঙের এক বসনে তাঁর শরীরটি ঢাকা। দেবব্রত চিনতে পারেনি। এ কি কোনও প্রেত? নাকি রাজপুরীর লক্ষ্মী স্বয়ং ভিখারিণীবেশে চলে যাচ্ছেন? কে? কে?

—আমি সত্যবতী। মৃদুকণ্ঠে উত্তর আসে।

—এত রাতে? দেবব্রতর কণ্ঠ সতর্ক।

—এ লজ্জার কথা রাত ছাড়া আর কখন বলব কুমার?

—কেন? কী হয়েছে?

—বিচিত্রবীর্য নারীতে সুরায় প্রমোদে ভেসে যাচ্ছে। রক্ষা করো কুমার, সত্যবতী হাত জোড় করে।

—আপনি ঠিক জানেন?

—নিজের চোখে দেখে এলাম। তারপরে রাজবাড়ির মেয়েরা সবাই আমাকে জানাল।

boierpathshala.blogspot.com

বলতে বলতে সত্যবতী ঠান্ডা পাথরের মেঝেতে বসে পড়ল। অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ। অবশেষে নিঃশ্বাস ফেলে কুমার বলল—উঠুন মা। আমি দেখছি কী করতে পারি। ঘরে যান।

অন্ধ আশাহীন রাতের অলিন্দ বেয়ে নিজের মহলে ফিরে আসে সত্যবতী। সারারাত ঘুম নেই। ভোরের দিক থেকে প্রবল জ্বরে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ল সে। জীবনে এই প্রথম।

পরিচর্যা। রাজবৈদ্যর সেবা-শুশ্রূষা। মহামন্ত্রী দেখে যান। রাজবয়স্য দেখে যান। গোটা অন্দরমহল ব্যস্তসমস্ত। মাঝে মাঝে চেতনা ফেরে। সামান্য চোখ খুলে সত্যবতী দেখে বিচত্রিবীর্য। দেখে মহামন্ত্রী। দেখে রাজবৈদ্য এবং তাঁর সহায়ক। দেখে চারদিকে তার দাসীদের মুখ। কিন্তু যাকে দেখতে চায় তাকে দেখতে পায় না। শোনে দেবব্রত কোথায় গেছেন।

কোথায় গেলেন জ্যেষ্ঠ কুমার? মহামন্ত্রী বলেন—সংবাদ ভালোই রাজমাতা। কিছু সৈন্য ও রক্ষী নিয়ে বড়কুমার কাশীতে গেছেন। শোনা যাচ্ছে সেখানে কাশীর রাজকন্যাদের স্বয়ংবরসভা ডাকা হয়েছে।

বুকটা ধড়াস করে ওঠে তার। তবে এই তোমার

boierpathshala.blogspot.com

মনে ছিল কুমার! তোমার পিতা, অনুরোধ করলেন শুনলে না। আমি নিজে বহুবার বলেছি শোনোনি। আজ কি তাহলে তোমার প্রথম হৃদয়ঙ্গম হল যে তোমার সংসারী হওয়া দরকার! তোমার মহিষী চাই। তোমাকে বংশরক্ষা করতে হবে। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হল তোমার দেবব্রত। পুরো প্রথম যৌবনটি সংযম রক্ষা করেছিলে। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলে। আজ বুঝি আর পারলে না। শুধু বিবাহই নয়। কাশীর রাজার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনেও আবদ্ধ হতে চলেছ। কোনও অভিষিক্ত রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা তো খুব সোজা কথা নয়। কে জানে রাজসভার রকম-সকম? মন্ত্রীরা কি সিংহাসনের বশ, না জ্যেষ্ঠ কুমারের বশ? না, না, যতদূর মনে হয় সিংহাসনে যে রাজা থাকবেন তারই অনুগত থাকবে মন্ত্রী-সান্ত্রীরা। তেমন কোনও সৈন্যদল কি আছে। সত্যবতী এত জানে। কিন্তু এই তথ্যটি তার জানা নেই। অধীনস্থ সামন্তদের জোগাড় করা সৈন্যগুলিই সব? না রাজ সেনাপতির নেতৃত্বে কোনও বাহিনী আছে হস্তিনাপুরের? সত্যবতী তো চারদিকে খালি দেখে রক্ষী, রক্ষী আর রক্ষী। কোনও সৈন্যবাহিনীর খবর তো তার কাছে এসে পৌঁছয়নি? যে রাজমাতা

boierpathshala.blogspot.com

সৈন্যবাহিনীর-ই খবর রাখে না সে কী করে আশা করেছিল সে একদিন এই সিংহাসনের ওপরেও কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। সতিন পো-এর হাতে সমস্তটা তুলে দেওয়া একেবারেই উচিত হয়নি। হায় দেবব্রত! এই নাকি তুমি সত্যব্রত? এই নাকি তুমি ভীষ্ম? তোমার ওপর ভরসা করে নিজের ছেলের ওপরেও নিয়ন্ত্রণ হারালাম আমি। এখন কী হবে? ভাবনায় চিন্তায় দুঃখে রাগে হিংসায় অপমানে উদ্বেগে রানির প্রাণ কণ্ঠের কাছে উঠে এল।

boierpathshala.blogspot.com

এগারো

কাশী মোটের ওপর সম্পদশালী দেশ। কেননা, নিত্যপ্রবাহিণী গঙ্গার ধারে তার প্রতিষ্ঠা। কাছাকাছি আরও বড় বড় নদনদী আছে, আছে হিরণ্যবাহ, আছে গণ্ডক, আছে সরযূ। রাজ্যটি শস্যশ্যামলা, বড় সুখেই বাস করেন কাশীর রাজা। দরকার কী অত প্রতিযোগিতার! তিনটি সুন্দরী কন্যা। তিনি মাতলেন স্বয়ংবর সভার নেশায়। আমন্ত্রণ গেল দিকে দিকে। কিন্তু হস্তিনাপুরে নয়। কেননা হস্তিনাপুরের তরুণ রাজার সংবাদ কাশীর কানে এখনও পৌঁছয়নি। হস্তিনাপুর থেকে বারাণসী অনেক দূর। হস্তিনাপুরের বাসি খবর পৌঁছয় সে রাজ্যে। তাঁরা জানেন দেশের বৃদ্ধ রাজা প্রয়াত। আর তরুণ রাজকুমার এখনও রাজ সিংহাসনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কে রাজ্য

boierpathshala.blogspot.com

চালাচ্ছে তাহলে? শোনা যায় নাকি, এক বৃদ্ধ রাজপুত্র, শান্তনুর প্রথম পক্ষের ছেলে, সেই রাজার প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য চালাচ্ছে। খুব নাকি বড় যোদ্ধা, মহারথী পর্যায়ের। তো সে থাক গে, বালক রাজা বা বুড়ো রাজপ্রতিনিধি নিয়ে কাশীরাজের কোনও চিন্তা নেই। তার আমন্ত্রণলিপিগুলি গেছে কাছাকাছির সব ছোটখাটো রাজারাজড়াদের কাছে। কন্যাদের খুব দূরে কোথাও পাঠাতে চান না রাজা। কিন্তু স্বয়ংবরের বার্তা মুখে মুখে রটে যায়।

—জানিস রে, কাশী রাজ্যে স্বয়ংবর মহা ধুমধাম।

—কন্যেটি কেমন?

—একটি তো নয় একেবারে তিনটি। রূপসী খুব। বয়সও নেহাত অল্প। ষোলো, সতেরো, আঠারো। চমৎকার কন্যে নাকি। মাঠে মাঠে চাষারা ধান কাটে আর গান গায়।

এপারে যমুনা ওপারে গঙ্গা নদেয় এল বান/কাশী রাজ্যে সভা বসেছে তিন কন্যে দান। গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে, বন কেটে কেটে যেখানে বসত হয়েছে সেখানে প্রচুর ফসলের ভাঁড়ার। সোনার ধান গোলায় গোলায় উপচে পড়ে। যশ বলে, ওহে ছোটকর্তা, দিব্যি তো আমাদের বোকা বানিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

গোলায় ধান ভরছ। জীবনে একটা আমোদ নেই। আহ্লাদ নেই। ছাড়ো না একটু কাশী রাজ্যে তিন কন্যের কেমন বে' হয় চল না দেখে আসি। শুনছি নাকি সে একবারে খুব বড়লোকের দেশ। খুব ধুম লেগেছে। কথাটা গোবিন্দ গোপালের কানে তুলল।

গোপাল বলল—তা গেলেও হয়। সত্যি বুনোগুলো কী খাটানটাই না খাটে। তাছাড়া আমারও দেখতে সাধ যাচ্ছে।

কাজেই গোপালের নেতৃত্বে পুরো একটি বাহিনী তৈরি হয়ে যায় বারাণসীর পথে যাবার জন্য। ঘোড়া, গোরুর গাড়ি গাধা গোরু যেখানে যা পেয়েছে জুটিয়ে নিয়ে তাদের পিঠে চেপে মালিক মালিকের চাকরেরা, মালিকের বন্ধুরা সব হইহই করতে করতে বারাণসী শহরে স্বয়ংবরের তামাসা দেখতে যায়। তামাসা বলে তামাসা! নগর জুড়ে কত যে অস্থায়ী কাঠের বাড়ি শিবির সব তৈরি হয়েছে! রাস্তায় বেরলেই দেখ্ না দেখ্ ঘোড়ায় চড়ে বীরপুরুষরা যাওয়া-আসা করছে। গঙ্গার ধারটি সবসময় জমজমাট। তবে হ্যাঁ, তামাসাই বটে। রথ ঢুকছে। ঘোড়া ঢুকছে। হাতি ঢুকছে। হাতি ঢুকছে বিরাট ঘরের মধ্য দিয়ে। তার ওপরে জমকালো সাজ-পোশাক পরা

boierpathshala.blogspot.com

রাজা রাজপুত্ররা। হঠাৎ সবাই দেখে বাপরে বাপ, ঘর্ঘর করে বেগে এক রথ বেরিয়ে আসছে। তার ভেতরে এক জোয়ান বীরপুরুষ। রথের মধ্যে ভাঙা পুতুলের মতো তিনটি মেয়ে পড়ে। রথটা ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেল, পেছন পেছন বায়ুবেগে কিছু অশ্বারোহী। আর তার বেশ কিছুক্ষণ পরে হল্লা করে বেরল একদল জরি ঝকমকে মালা মুকুট পরা রাজারাজড়ার দল। তাদের সঙ্গে তাদের সৈন্যসামন্ত যতজন এসেছিল তারাও। গোবিন্দ সাহস করে একজন রক্ষী ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতেই জিগ্যেস করল—এ সব কী হচ্ছে ভাই! এত হল্লা কীসের?

লোকটা বলল—আর বোলো না। হস্তিনাপুরের রাজপুত্তুর তাকে কেউ ডাকেই নি, কিছুই না। মালা চন্দন পরে এসে উপস্থিত। আরে বাবা, তোর তো বয়স হয়েছে। সেই জন্যই কচি এই মেয়েগুলোর জন্য তোকে ডাকা হয়নি। কে বুঝি তাকে ঠাট্টা করেছে। আর যায় কোথায়, খেপে লাল! মেয়ে তিনটেকে এক ঝটকায় তুলে নিল নিজের রথে। এত দ্রুত যে ভাই চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতেই

boierpathshala.blogspot.com

কাণ্ডটা হয়ে গেল। বলে গেল কে আমাকে আটকাবে আটকাও।

গোবিন্দর চোখগুলো বড় বড় হয়ে উঠল। তার গাঁ-টিও কুরুরাজের মধ্যবর্তী কিনা। তার মানে তাদেরই রাজপুত্তুর! তার মানে গোড়ার দিকে রথে যে বীরপুরুষ ছিলেন তিনি-ই। বাপরে কী চেহারা। ফরসা কী। ইয়া নাক। কালো গোঁফ দাড়ি। চুলগুলি গুচ্ছ করে ঘাড়ের ওপর রাখা। সবাই বলছিল বয়স হয়েছে বয়স হয়েছে। সে একটিও পাকা চুল দেখতে পায়নি। হ্যাঁ, চেহারা দেখলে মনে হয় ছেলে-ছোকরা নয়। কিন্তু তোরা যে সব বুড়ো-হাবড়া চারটে পাঁচটা করে বিয়ে করছিস। তার বেলা? সেই পুতুলগুলোর ওপর তার কেমন করুণা হল। গোপাল গোবিন্দ দুই ভাই-ই দশাসই, গোপাল বেঁটে রোগা কালো এসব দেখতে পারে না। পুতুলের মতো ছোটখাট দেখতে রাজকুমারীগুলোর ওপর তার খুব করুণা হল। হতে পারিস বিড়ালীর মতো তুলতুলে নরম আঁকা আঁকা চোখমুখ। কিন্তু তোরা কি কেউ ওই রাজকুমারের উপযুক্ত? ছ্যাঃ। অনেক ভাগ্যে এমন বর পেতে যাচ্ছিস।

গঙ্গার তীরে ভীষণ হল্লাবাজি শুরু হল। স্থানীয়

boierpathshala.blogspot.com

লোকেরা দেবব্রতর ওপর ভীষণ খেপে গেছে। আর গোবিন্দর মতো লোকেরা যারা স্বচক্ষে তাকে দেখেছে তারা সমানে তর্ক করে যাচ্ছে।

—না, আমাদের কুমার দেবতার মতো। ইন্দ্র কিংবা শিব, শিব। কীরকম একটা খদির বর্ণের অঙ্গবাস পরেছিলেন। বক্ষদেশ চামড়ার বর্মে ঢাকা। মাথায় কোনও মুকুট ছিল না। কী স্বচ্ছন্দে ধনুর্বাণ টান টান করে দাঁড়িয়েছিলেন। গোবিন্দদের গলার জোর এত যে শেষ পর্যন্ত বারাণসীর বাসিন্দারাও মেনে গেল যে সত্যি বটে আশপাশ থেকে যে সমস্ত রাজাগুলো এসেছিল সেগুলো বেশিরভাগই মুক্তামালাধারী বানরের মতো। বিশেষ করে হস্তিনাপুরের বড় রাজপুত্তুরের তুলনায়। একজন একটু মুচকি হেসে বলল—ওদের মধ্যে একজন কিন্তু খুব সুন্দরপানা দেখতে।

আর একজন বলল—তুই নিশ্চয় শাল্বরাজের কথা বলছিস। দেখতে শুনতে ভালো রাজাটা। আমাদের বড় কুমারীর সঙ্গে প্রণয় আছে শুনেছি। যাতায়াত করে থাকেন।

—তা এখন কী হবে? প্রণয় যখন হয়েই আছে, বড় মেয়েটিকে স্বয়ংবর সভায় বার না করলেই

boierpathshala.blogspot.com

পারতেন রাজা। তৃতীয়জন বলল—রাজার অ্যাঁ নেই ওঁ আছে। ব্যাপার কী হল তো? প্রণয়-টনয় গুপ্ত কথা কাউকে জানতে দিতে চান না। স্বয়ংবর সভাটি ডাকবেন আর বড় কুমারী এসে ঝুপ করে শাল্ব রাজের গলায় মালাটি দিয়ে দেবেন? কেউ ঘুণাক্ষরেও কিচ্ছু টের পাবে না। নাও এখন হল তো?

গোবিন্দ বলল—দেখেছিস যশ এই অন্যপূর্বা কুমারীটিকে নিয়ে আমাদের বড়কুমার এবার পড়বেন বিপদে। উনি খুব শুদ্ধ স্বভাবের মানুষ। অন্যের প্রণয়িনীকে কখনওই নিজে বিয়ে করবেন না।

হস্তিনাপুরের সীমার মধ্যে ঢুকে দেবব্রতর রথ শান্ত হল। এবার চলো মন্দগতি পবনের মতো। শাল্বরাজের তলোয়ার মুকুট সব এক একটা তিরের ঘায়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন তিনি। সবাই পিছিয়ে গেল। একমাত্র ওই শাল্বরাজকেই দেখা গেল বীরপুরুষ বটে। তিন রাজকুমারীর দিকে চেয়ে দেবব্রত বললেন—কুমারীরা ভয় পেও না। তোমরা আমার কন্যাসম। আমি তোমাদের তিনজনকে এভাবে নিয়ে আসতাম না। আমার দরকার ছিল একজন। বড়জোর দু'জন। কিন্তু একই রাজ্য থেকে

boierpathshala.blogspot.com

তিনজন কুমারীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক করা আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু লোকগুলি পলিত কেশ পলিত কেশ কাপুরুষ কাপুরুষ বলে আমাকে বড় খেপিয়ে দিল। কিছু মনে কোরো না। সভায় আগত রাজাগুলি বেশিরভাগ বড় অভব্য। পুরুষের মতো পুরুষ দেখলাম ওই একজনকে। শাল্বরাজ। মেয়ে তিনটি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। দেবব্রত বললেন—ভয় নেই। অতিশয় তরুণ এবং রূপবান বর পাবে তোমরা।

মেয়ে তিনটি আবারও চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। এই কুমার অত্যন্ত রূপবান কিন্তু তরুণ তো নয়। তাদের বয়স পনরো ষোলো সতেরো। কুমার দেবব্রত তাদের দ্বিগুণ বয়সি হবেন। যদিও তাঁর একটিও পাকা চুল তারা দেখতে পাচ্ছে না এবং এই সুঠাম বীরপুরুষ যে কোনও মেয়েরই কামনার ধন হতে পারেন। ছোট অম্বালিকা দিদি অম্বাকে চুপি চুপি বলল।—

কী রে দিদি, তোর শাল্বরাজের চেয়ে দ্বিগুণ রূপবান ইনি, নয় কি?

বড় অম্বা উদাস গলায় বলল—কী খালি রূপ রূপ করিস বল তো, তাহলে তো সব কুমারীরই পৃথিবীর

boierpathshala.blogspot.com

শ্রেষ্ঠ রূপবান এবং শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষকে মালা দেওয়ার কথা। প্রণয়ের তোরা কী বুঝিস?

মেজ অম্বিকা বলল—রাজপুত্র দেবব্রত কিন্তু গুণগ্রাহী মানুষ। শাল্বরাজের কী প্রশংসাটা করলেন।

সত্যবতী নিজের মহলে মূর্ছিতের মতো পড়েছিলেন। চারদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। স্বয়ং রাজমাতার অসুখ। বৈদ্যরা একটু আগেই দেখে গেছেন। তাঁর জন্য বলকারক সুপ তৈরি হচ্ছে। এখুনি দাসীরা নিয়ে আসবে যদিও রানিমার বিন্দুমাত্র রুচি নেই খাবার। হঠাৎ কোথায় যেন একটা ঝড়ের মতো উঠল। খুশির ঝড়। ক্রমশই ঘূর্ণিবায়ুর মতো সেটি এগিয়ে আসছে। সত্যবতী ভাবছিলেন দাসীকে জিগ্যেস করবেন কী ব্যাপার। কিন্তু তারাও ছুটে বেরিয়ে গেছে। কৌতূহল বড়ই বলবতী প্রবৃত্তি! নিজেই দেখবেন নাকি? ঘরের মধ্যে দমকা হাওয়ার মতো কেউ ঢুকল। কতকগুলি পুরুষকণ্ঠের আওয়াজ। তার সঙ্গে মিশে কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর শিঞ্জিনী। মুখ তুলতে না তুলতেই গম্ভীর অথচ মধুর সেই কণ্ঠস্বর তাঁর ওপর আছড়ে পড়ল।

—মাতা। দেখুন বিচিত্রবীর্যের বধূ এনেছি।

—অ্যাঁ? সত্যবতী অবাক হয়ে উঠে বসলেন।

boierpathshala.blogspot.com

দেবব্রত তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন তিনটি অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণীকে। বাচ্চা মেয়ে। কৈশোর পার হয়েছে কি হয়নি। একজন ওরই মধ্যে একটু ডাগর।

—ও হরি, কুমার ছোটভাই-এর জন্য বধূ সংগ্রহে গিয়েছিলেন! হায় কপাল কালিন্দী। কী না কী ভেবে বসলে! এখনও কি দেবব্রতকে চেনোনি?

কালিন্দী নিজেকেই নিজে বলে—না, সত্যবতী চিনেছে। তাই ভর করে, ভরসা করে। নিঃশর্তে নিজের ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে বসে আছে। কিন্তু কালিন্দী এখনও চেনেনি। সে এখনও বেপথুমতী তরুণী এক। মৃগীর মতো চকিত নয়না। সব সময়েই তার হারাই হারাই ভাব। অথচ আশ্চর্য! কী হারাবে? কোনওদিনই তো কিছু পায়নি সে।

দেবব্রত বলছিলেন—মা, কাশীরাজকে আমি অনেক উপঢৌকন পাঠিয়ে দিয়েছি। সেই সঙ্গে পত্রও। আপনি দু'কলম লিখে একটু মোহর দিয়ে দেবেন। রাজমাতার কাছ থেকে আশ্বাস পেলে জ্যেষ্ঠ কুমারের কাছ থেকে প্রার্থনা পেলে কাশীরাজ খুশি হবেন।

এবার পুত্রবধূদের সঙ্গে পরিচয় করুন মা। অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকা।

boierpathshala.blogspot.com

এখন তারা তিনজনে রাজপুরীর সমাদরে এবং স্নেহে ভয় সংশয় অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। অম্বালিকা একটু ফিক করে হেসে বলল—ও মা, দিদি এবার কী করবি তুই?

অম্বা অপ্রতিভ হয়ে রাজমাতার দিকে তাকাল —দেবী, আমি একান্তে আপনাদের কিছু কথা বলতে চাই। অন্যদের একটু সরে যেতে বলবেন?

সত্যবতীর আজ্ঞায় দাসদাসীরা চলে গেলে দরজার কপাট বন্ধ হয় গেল। অম্বা মুখ নিচু করে বলল—দেবী আমি শাল্বরাজকে ভালোবাসি। তিনিও আমাকে চান। আমার পিতা একথা জানেন। তাঁর সম্মতিও আছে। এখন আমি কী করব আপনারাই বলে দিন।

সত্যবতী দেবব্রতর দিকে তাকান।

দেবব্রত বললেন—ইস, রাজকুমারী কথাটা আপনি আমাকে আগেই বললে পারতেন। এই কারণেই তাহলে শাল্বরাজ ওইরকম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। আপনি স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাল্বরাজের কাছে আপনাকে পাঠাচ্ছি।

boierpathshala.blogspot.com

রাজকুমারীরা দাসীদের সঙ্গে চলে গেলে নির্জন কক্ষে শুধু রাজমাতা আর রাজভ্রাতা।

রাজভ্রাতা বললেন—আপনি যে একেবারে শুকিয়ে গেছেন। কী হয়েছে আপনার? বৈদ্যরা আমাকে বলছিলেন ঠিক ধরতে পারেননি। দেহের কষ্ট নয়। মনের কষ্ট! এত চিন্তা করেন কেন? বিচিত্রবীর্য আস্তে আস্তে ঠিক হবে। অনেক বড় বড় রাজাই এরকম অল্প বয়সে মাথার ঠিক রাখতে পারেন না।

সত্যবতী নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—কী জানি, আমি তো উলটোটাই দেখেছি। বয়স্করাই পাগলামি করে। তরুণ থাকে অচল অটল অনমনীয়।

তাঁর দু'চোখ বাষ্পাকুল। কিছু দেখতে পাচ্ছেন না।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন দেবব্রত। তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

boierpathshala.blogspot.com

বারো

কুরুপ্রাসাদে ধুম লেগেছে। যার তার নয়, খোদ রাজার বিয়ে। সতেরো বছরের নবীন রাজা। রাজ্যময় নতুন উৎসাহ। ঠিক আছে। জ্যেষ্ঠকুমার সিংহাসনে বসবেন না। কিন্তু তিনি তো আছেন, আছেন এখানে ওখানে সবখানে। সত্যি বলতে কি, আর কাকে রাজা হওয়া বলে তা না বোঝে হস্তিনাপুরের প্রজারা, আর না বোঝেন মন্ত্রীমশাইরা। যা কিছু নির্দেশ তাঁরা দেবব্রতর কাছ থেকেই পান। বিচিত্ররাজকে শুধু জানানো হয়, এই পরিস্থিতি, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ব্যস, নথিতে মোহর লেগে যায়। কোন অঞ্চলের চাষিদের খাজনা মাফ, কোথায় অনুদান লাগবে। কোথায় রাস্তাঘাট তৈরি করার কাজে লোক লাগবে, জিনিসপত্র লাগবে। আর সে

boierpathshala.blogspot.com

তো নিত্য লাগছে। মাটি পাথরের পথ রক্ষা করতে হয় সারা বছর তাই বছরভর গরিব মানুষদের কাজ।

তা, রাজা নবীন হলে হবে কী? জোয়ান তাকে বলা যাচ্ছে না। কেমন প্যাংলামার্কা। অস্ত্র শিক্ষা ব্যায়ামাদি চলছেই, কিন্তু রাজাটি জন্মদুবলা। ইদানীং সে ধড়াচুড়ো পরছে খুব। স্বর্ণখচিত বর্ম, বাহুদুটি খালি থাকে, সেখানে একটু আধটু পেশির ঢেউ উঠেছে কি ওঠেনি। মাথায় জব্বর মুকুট, গলায় সাতনরির হার, পুরো শরীরটাই অলংকারে মোড়া। গালগুলো ভরেছে ইদানীং, চোখের চাউনিও আগের মতো ভ্যাবলামার্কা নেই।

এপিক বলছে বিচিত্রবীর্য পরম রূপবান বলবান মানুষ ছিলেন। ছিলেন তো কাশীরাজের স্বয়ংবরসভা থেকে তাঁর জন্য তাঁর দাদাকে কেন কনে ছিনিয়ে আনতে হয়! এপিকের কাজ এপিক করেছে। যে যেখানে আছে দাসী রানি রাজকন্যা কৃষককন্যা সবাই নাকি অপরূপ রূপলাবণ্যবতী, পুরুষরা সব কপাটবক্ষ, বৃকোদর, বিশাল ব্যাপার এক একটা। এই উপস্থাপনই এপিকের স্বভাব। সত্যি কথা বলতে কি, নানারকম ব্যায়াম, স্যাঁতার, অস্ত্রচালনা এই সমস্তর

boierpathshala.blogspot.com

যোগফল হিসেবে পেশিদার সবল দেহ, আজকের ভাষায়, সিক্স প্যাক, কি এইট প্যাক হতেই পারে, ক্ষত্রিয়কে হতে হবে যুদ্ধক্ষম, শুধু বাইরে থেকে নয় ভেতরে ভেতরেও তারা বীরপুরুষ হবার দায়। কিন্তু কারও কারও বেলায় এই সবই যে ফাঁপা বুলি তা তো এপিকই তার দু লাইনের মাঝের ফাঁকা জায়গাটায় অদৃশ্য কালি দিয়ে লিখে রাখে। সত্যি কথাটা হল বিচিত্রবীর্য বুড়ো বাপের ছেলে, তার ওপরে আদরে গোবর। যৌন লক্ষণ জাগতে না জাগতেই অন্দরমহলে অত নারীর ভিড়ে সে দিশা হারাবেই, সে তো আর গঙ্গাপুত্র দেবব্রত ভীষ্ম নয়! নেহাতই কালিন্দী জেলেনি আর বুড়ো কামুক শান্তনুর কোলপোঁছাটা। এমন নয়, যে জলের ঘরে বীর জন্মাতে পারে না। কিন্তু বংশধারার প্রভাব তো একটা থাকবেই, তা ছাড়া পিতৃবীর্য! জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শান্তনুর বীর্যের তেজ কেমনটা থাকতে পারে আজকের বিজ্ঞানই সে কথা বলে দিতে পারে। এমনকী, যৌবনকালেই তাঁর সাত পুত্রের কথা ধরুন না কেন!

যাই হোক, বিয়েতে খুব রোশনাই হল। প্রজারা সাত দিন ধরে খেল-দেল। দু হাত তুলে সব আশীর্বাদ

boierpathshala.blogspot.com

করতে করতে ফিরে গেল। কিন্তু যে সব আশীর্বাদ বিচিত্রবীর্যের কাজে লাগলে তো? তার দাদা চিত্রাঙ্গদ ছিল চরিত্রলক্ষণে রাগপ্রধান, আর সে হল কামপ্রধান। দাদাটি গেল গন্ধর্বদের সঙ্গে মস্তানি করতে গিয়ে। ভাইটি, এপিক বলছে, দুই সুন্দরী জায়া পেয়ে সম্ভোগে এমনি গা ভাসিয়ে দেয় যে তার ক্ষয় রোগ ধরে যায়।

সম্ভোগে তার গা আগেই ভেসেছিল। এখন তার লাম্পট্য বোধহয় সীমা ছাড়াল। কেননা, দেবব্রত ভীষ্ম বড়ই চিন্তিত। অর্ধেক রাত নিজের মহলে পদচারণা করে যাচ্ছেন।

কার্যত তিনিই রাজা। শুধু সিংহাসনটাতেই যা বসেন না। রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁকেই রাজা বলে মানে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা তাঁরই জয়গান করেন, মন্ত্রী পাত্র অমাত্যরা সব তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এত বড় রাজ্য, এত বড় বংশ, তাকে ঠিকঠাক চালানো সোজা কথা নাকি? বিচিত্রবীর্যের প্রসঙ্গে একটা খুব সূক্ষ্ম বিদ্রুপ আর বিরক্তির বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে তাঁদের মুখে। এই স্রোত তিনি কী করে সামলাবেন? হাবেভাবে কেউ জানান দিতে ছাড়ছে না যে তারা তাঁর অধীন, তাঁর প্রিয় কার্য করতে

boierpathshala.blogspot.com

সবাই একপায়ে খাড়া। আড়ালে তারা বলাবলি করে নারী আসবে রাজসংসার থেকে। নইলে যতই কেন রূপবতী গুণবতী হোক গর্ভটি ইতর থেকে যায়।

বিচিত্রবীর্যের প্রতি তাঁর স্নেহ আবশ্যই আছে। কিন্তু সে এত দুর্বল, এত অবিনয়ী, অথচ ধূর্ত, সোজা কথায় এত ফাঁকিবাজ, যে হাজার চেষ্টা করেও তাকে রাজসিংহাসনের উপযুক্ত করে তোলা যাচ্ছে না। এক পুরুষ পরে হয়তো লোকে সব ভুলে যাবে। বলবে রাজা শান্তনু যেমন, তাঁর পুত্র বিচিত্রবীর্যও তেমনই প্রজাবৎসল ছিলেন। আসলে তো কাজগুলো ছিল তাঁর ঘাড়ে, নাম শুধু নাম বিচিত্রবীর্যের। ইতিহাস আর সব ভুলে যায়, নাম মনে রাখে, মুছে দেয় নামের পেছনে কাজের মানুষের পরিচয়। কিন্তু দেবব্রত এ সব ভাবেন না। রাজ্যটিকে তার ছেঁড়া পাল ভাঙা হাল সত্ত্বেও পারে পৌঁছে দেবার সংকল্পটাও তো তাঁর অন্য প্রতিজ্ঞাটারই সমবয়সি। আর তাঁর এ সংকল্প বিচিত্রবীর্য-নিরপেক্ষ। তাঁর সংকল্প-প্রতিজ্ঞার প্রসঙ্গে কীই-বা তার ভূমিকা? কিছুই না। সে একটা পুতুলমাত্র!

কিন্তু জনমত যখন সত্যবতীকে চুপিসাড়ে

boierpathshala.blogspot.com

আক্রমণ করে? তখন? তখনও কি দেবব্রত ভীষ্মর গভীরে কোথাও কোনও অপাপবিদ্ধ তরুণ কোনও প্রণয়বিদ্ধ অহায় কিশোরীর জন্য আর্তনাদ করে না? নিভৃতে? একদা এক সময়ে তিনি নিজের মনে মনে কি যুক্তি সাজাননি? স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি... শাস্ত্রে বলেছে না? রাজবংশীয় তরুণের সঙ্গে অন্ত্যজ কিশোরীর সম্পর্ক তো অন্য কেউ দূরে থাক তার নিজের পিতাই মেনে নেবেন না। তাই শত যুক্তি। নিজের মনকেও বারবার বোঝবার চেষ্টা এ কি শুধু চোখের নেশা, দেবব্রত? না না। মা বলতেন দেবব্রত তোমার মনের গড়নটা নির্লিপ্ত ত্যাগীর। এ ভাবে চলবে না বাছা, তোমাকে রাজ্য চালাতে হবে। সেই ত্যাগী স্বভাবের তরুণ শুধু চোখের দেখায় মজবে? সহজাত বোধে কি সে বোঝেনি এই কৃষ্ণা পাটনি এক দুর্মূল্য রত্ন, এর চলাফেরা, বাচন, এর চোখের চাউনি, সব কিছুর মধ্যেই একটা সাম্রাজ্য জয় করা গরিমা আছে যা রাজকুমারীদের মধ্যেও দুর্লভ। প্রমাণ তো হল? কত তাড়াতাড়ি সে আয়ত্ত করল শাস্ত্রের পাঠগুলি? কত অনায়াসে হাতে তুলে নিল রাজসংসারের কর্তৃত্ব! এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর মেধা তার সঙ্গে দায়িত্ববোধের সমন্বয় তো এখনও দ্বিতীয়টি

boierpathshala.blogspot.com

আর দেখলেন না কুমার। চঞ্চলা অথচ মহিমময়ী, সাহসিনী অথচ কী আত্মমর্যাদাবোধ! কৃষ্ণা নিশীথিনীর দিকে শূন্য চোখে চেয়ে থাকেন দেবব্রত।

আর সত্যবতী? দুশ্চিন্তায়, কুণ্ঠায় একেক সময়ে সেই মেয়েকে ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছে যায়! রাক্ষসী, রাক্ষসী একটা । তার পরেই করুণায় ভরে যায় হৃদয়! তার কী দোষ! একটা ষোলো বছরের মেয়ে বই তো নয়! বুড়ো মানুষটা কী করল? আসল দোষটা তো তার? হায়, সে এখন সমস্ত দোষারোপের ওপারে চলে গেছে, কিচ্ছু শুনতে পাবে না, দেখতেও পাবে না।

কী ভেবেছিল কালী আর কী হল! সে খুব ত্রস্ত ছিল, ক্রোধে অঙ্গ জ্বলছিল। বাবাও কিনা তাকে শর্ত সাপেক্ষে একটা বুড়ো বরের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়ে গেল? শুদ্ধু তার নাতি রাজা হবে এই ভরসায়! নাও এখন তোমার রাজা নাতি, নাও! সে যেন একটা আক্রান্ত হরিণী, শিং বাগিয়ে ছুটে গিয়েছিল, প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল যাতে ওই বৃদ্ধের কণ্ঠলগ্ন হতে না হয়। মুখ দিয়ে তুবড়ির মতো বেরিয়ে গেল কটা শব্দ! বলতে চায়নি, যদি বা বলেছে বোঝাতে

boierpathshala.blogspot.com

চায়নি। রাজকুমাররা এত বিদ্যাসিদ্যা শিখে এত বড় গর্দভ হয়! প্রাকৃত শব্দ বলতে ইচ্ছে করে। কী ট্যাটা রে বাবা, অমনি একখানা ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করে ফেললে!

মানুষ ভাবে এক আর হয় আর। জীবন বোধহয় এই রকমই। নিজের বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ের তাপ দিয়ে তাকে ঠিকঠাক গড়ে তুলবে, ভাবে মানুষ, কিন্তু সে হাত থেকে পিছলে যায়। একবগ্‌গা, ঘাড়-ফেরানো জীবনটাকে এখন কি একটু বাগে আনা যাবে? ছেলে রাজা হয়েছে। দুটি চমৎকার হাসিখুশি বউ এসেছে, আশা করা যায় বদ স্বভাব এবার শুধরে যাবে তার। ছেলে অযোগ্য একশোবার। কিন্তু তার পাশে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছেন তার আঠারো বছরের বড় দাদা। তিনি থাকতে এ রাজ্যের এ রাজার ভয় বলে কিছু থাকতে নেই। সত্যবতী নিজেও তো এখন আর ছেলেমানুষটি নেই, রাজমাতা! দুই বধূ এখনও বড় চঞ্চলস্বভাব, তাই রাজান্তঃপুরের অবিসংবাদিত কর্ত্রী তিনিই। আর কর্ত্রী এবং রাজমাতা হবার সুবাদে তাঁকে শুনতে হয় দেখতে হয়, পুরস্ত্রীরা তাঁর ছেলে বউদের নিয়ে হাসাহাসি করে। বিচিত্রবীর্য বধূদের কাছছাড়া করতে চায় না, পুরো জিনিসটাই দৃষ্টিকটু। তবু মনে

boierpathshala.blogspot.com

হয়, এটা মন্দের ভালো। যা শুরু করেছিল! জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা এর চেয়ে বেশি আর তার নেই।

সারারাত একেক সময়ে পায়চারি করে কেটে যায় বড় কুমারের। এমনিতে তিনি গম্ভীরই। আর গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন। কিছুই না। এটা একটা ছদ্মবেশে। দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, হতাশা। কী হতে পারত আর কী হল! তিনি তো সবই সম্পাদন করছেন। কিন্তু তাতে তো নিত্য একবার অন্তত সিংহাসনে বসে সভাসদদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হবে! প্রজাদের আর্জি শুনতে হবে! রোজই যে সভা বসে তা-ও নয়। প্রকাশ্য সভা ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য থাকে সে জন্য রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে হয় রাজাকে। সব সময়ে কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করলে চলে না। কতবার চেষ্টা করেছেন তাকে সঙ্গী করতে। প্রজাদের, প্রত্যন্তবাসী রাজকর্মচারীদেরও তো রাজাকে চিনতে হবে! কোথায় সে সব? উপরন্তু একেক দিন সে এত দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে, আর কোনওমতে

boierpathshala.blogspot.com

লটরপটর করতে করতে সভায় আসে যে লজ্জায় তাকে রেহাই দিতে বাধ্য হন তিনি।

—পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আসতে পারলেই সভায় আসবে ভাই, নইলে সে দিনটা তোমার ছুটি। মস্ত একটা হাই তোলে বিচিত্রবীর্য, বলে—নিজের ইচ্ছেমতো চলবার স্বাধীনতাটুকু না হলে আর রাজা কীসের জ্যেষ্ঠ? একটা চাষাও বোধহয় আমার চেয়ে স্বাধীন! এক আধ দিন তিনি রাজমাতার মহলে যান, পরামর্শ করেন। কোনও কোনও দিন ডেকে নেন রাজবয়স্য, মহামন্ত্রী, রাজবৈদ্যকেও।

সে দিন রাজবৈদ্য বললেন—মনে কিছু করবেন না জ্যেষ্ঠকুমার, রাজার প্রকৃতিটাই এই প্রকার। আর তার চেয়েও বড় কথা হল...। এই যথেচ্ছাচারের ফল শরীরের ওপর পড়ছে।

উৎকণ্ঠিত রাজমাতা প্রশ্ন করেন—সে কী?

পাটি পেতে বৈদ্যমশায় বলতে থাকেন—রাজরোগ বলে একটা কথা আছে শুনছেন নিশ্চয়। এক ধরনের ক্ষয়রোগ। রাজাদেরই হয়, অতিরিক্ত মানে এই ভোগসোগের জন্য আর কি! রাজাদের তো হাতের মধ্যে অনেক ক্ষমতা, অনেক ভোগের উপকরণ, চাইলেই পেতে পারেন, কেমন কিনা!

boierpathshala.blogspot.com

তা তাতে আর কেউ না হোক শরীরের যন্ত্রগুলি বাদ সাধে। আমাকে মাফ করবেন রানিমা, কুমার, আমি সেই মহারোগের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি রাজার শরীরে। রাজা ব্যুষিতাশ্বর ঠিক এই জিনিস হয়েছিল।

দেবব্রত আর মহামন্ত্রী একসঙ্গে বলে উঠলেন—ও কী কথা বলছেন? সব রোগেরই ওষুধ আছে, আপনি বলে দিলে এখুনি দিকে দিকে লোক পাঠাই। যত দুষ্প্রাপ্যই হোক.....

বৈদ্য মাথা নেড়ে বললেন—তা তো আনাবেন। কিন্তু সর্বাগ্রে চাই রাজাকে সম্ভোগ থেকে নিবৃত্ত করা। আহার বিহার সবই মেপেজুপে। আমি সব কিছু বলে দিয়ে যাব। অক্ষরে অক্ষরে পালন করা চাই।

সত্যবতী জানেন, অনেক কাল আগে থেকেই বিচিত্রবীর্য অবাধ যৌনাচারে অভ্যস্ত। তিনি ভেতরে ভেতরে হতাশ হয়ে পড়েন।

তিনি বধূদের বলেন—মা, তোমরা কিছু দিন আমার মহলে এসে থাকো, বৈদ্যমশাইয়ের নির্দেশ। বিচিত্রবীর্যের সেবা করবে শুধু বৈদ্যনিযুক্ত সেবকরা। স্ত্রীলোকের মধ্যে একমাত্র তার ধাই মা।

দেশ বিদেশ থেকে এসে যাচ্ছে নানা রকমের

boierpathshala.blogspot.com

ভেষজ, নানান ধাতুচূর্ণ, উপরন্তু গাধার দুধ, বনমহিষের শিং, শোল মাছের তেল... নানান দ্রব্য, দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়ার শিকড়বাকড়, ফলমূল। তৈরি হচ্ছে মকরধ্বজ, মহামৃত্যুঞ্জয়বটিকা, খাদ্যের মধ্যে থেকেই গোমাংসের হালকা সুপ, ঝলসানো একটি করে তিতির পাখি। যেখানে যা কিছু বলকারক সেবন করানো হচ্ছে। তবু সে কেমন নেতিয়ে থাকে শয্যার ওপর। আচার্যরা পড়াতে এলে বলে— আমার শরীরটা অসুখ করছে। মাথা কাজ করছে না।

শরীরচর্চার প্রশ্ন অবশ্য এখন নেই। দুই বধূ সকাল সন্ধ্যা গিয়ে তার সঙ্গে গল্পগাছ করে আসে। আসেন মা-ও। নানা ভাবে তাকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতে থাকে সবাই। কিন্তু বিচিত্রবীর্য খুঁতখুঁত করতে থাকে, ক্রমশই বিষণ্ণ হতে যেতে থাকে। এ রোগের মস্ত একটা লক্ষণই হল বিষাদ। যে তরুণ কিছুদিন আগেও কাউকে গ্রাহ্য করত না, সে হয়ে গেছে কেমন ভঙ্গুর, দিবারাত্র হতাশাগ্রস্ত।

—চারপাশে কালো কালো ছায়া দেখতে পাচ্ছি। অম্বিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না! আমাকে ঘিরে ঘিরে ঘুরছে। দ্যাখো দ্যাখো! ওই তো!

boierpathshala.blogspot.com

—কই না তো মহারাজা! ও আপনার মনের ভুল—অম্বিকা বলে।

অম্বালিকা সান্ত্বনা দিয়ে বলে—কাল থেকে আরও একটু করে দুধ পান করবেন। গায়ে বল হলেই ও সব ছায়া টায়া সরে যাবে। দুর্বল শরীরের মোহ ও সব।

দুজনেই প্রাণপণে চেষ্টা করে তার এই হতাশা আর বিষাদ কাটাতে।

সে দিন রাত্রি দ্বিপ্রহর। প্রকৃতি শান্ত। পৃথিবীতে শীত এসে গেছে। বাইরে নির্মল নীল রাত। যে যেখানে আছে প্রথম শীতের আমেজে সব নিবিড় ঘুমে। বন্ধ কপাটে মৃদু আঘাত। খুব হালকা একটু ঘুম এসেছিল, পলকা ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলেন দেবব্রত। বাইরে রাজমাতা। ফিসফিস করে বললেন—কনিষ্ঠের শেষ সময় উপস্থিত। একবার এসো কুমার।

একটু থেমে বললেন—আশীর্বাদ কোরো কোনও পিতার কোনও মাতার হঠকারিতার ফল যেন তাকে পরজন্মে আর ভোগ করতে না হয়।

শুয়ে আছে বিচিত্রবীর্য। বালিশের ওপর মাথাটি এলিয়ে রয়েছে। পায়ের দিকে অশ্রুমুখী দুই বধু।

boierpathshala.blogspot.com

ডাইনে বামে বৈদ্য এবং তাঁর সহায়করা। গঙ্গাজলের পাত্র দেবব্রতর দিকে এগিয়ে দিলেন সত্যবতী। বিন্দু জল কনিষ্ঠের মুখে দিতে থাকলেন দেবব্রত। ভোরের দিকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

খবর ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে।

তার কামারশালায় ঢং ঢং করে লোহা পিটছিল সিদ্ধ। একটা বড় দল তার দোকানের পাশ দিয়ে যায়। তার কানে আসে— জবর খবর! জবর খবর!

—কীসের খবরের কথা কচ্ছিস তোরা? কেউ রাজ্য আক্রমণ করল নাকি। কাশী কোশল? না পাঞ্চাল?

—দূর! আমাদের জ্যেষ্ঠ কুমার থাকতে রাজ্য আক্রমণ! কার ঘাড়ে কটা মাথা?

—তা'লে?

—আরে আমাদের রাজামশাই গত হলেন।

—কে রাজা? কাদের রাজা? কী বলছিস?

—কে আবার? আমাদের রাজা! ওই যে মহারাজ শান্তনুর দ্বিতীয় রানির ছেলে মহারাজ বিচিত্রবীর্য!

—অ, সিদ্ধ বলে ওঠে, তা তিনি বুঝি অ্যাদ্দিন বেঁচেছিলেন? একটা হাসির ঘূর্ণি তৈরি হল।

boierpathshala.blogspot.com

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যেতে কথা হচ্ছিল দুই বোনে অম্বিকা বলল—কী করা উচিত বল তো? আমরা কি কাশীতে ফিরে যাব? বাবা তো সেই রকমই ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন!

অম্বালিকা বলল—কী যে বলিস দিদি! পতিহীন বাপের বাড়ি ফিরে গিয়ে কী সুখ পাব? সাত বছর আগে যে রকমটা ফেলে এসেছি সেই বালিকাবেলা, সেই মন, সেই বাবা-মা আর ফিরে পাব?

—এখানেই বা কীসের সুখ? অম্বালিকে যদি কাউকে না বলিস একটা গোপন কথা বলি তোকে—স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে না পারলে তিনি বেঁচে থাকলেও যা, মারা গেলেও তা।

—কেন দিদি? আমি সতিন ছিলাম বলে, রাজা আমাকে ওরই মধ্যে একটু বেশি চাইতেন বলে কি তোর আমার ওপর হিঁংসা ছিল?

—কি যে বলিস বোন! তুই ছিলি বলে তো তবু রক্ষা। অযোগ্য স্বামীর সঙ্গ, যাই বলিস, বড় দুঃসহ!

নিশ্বাস ফেলে অম্বলিকা বলল—একটা সন্তান পর্যন্ত দেবার যোগ্যতা ছিল না। এখন কী নিয়ে জীবন কাটবে বলে তো! শাশুড়ি না থাকলে সত্যিই কাশী চলে যেতাম।

boierpathshala.blogspot.com

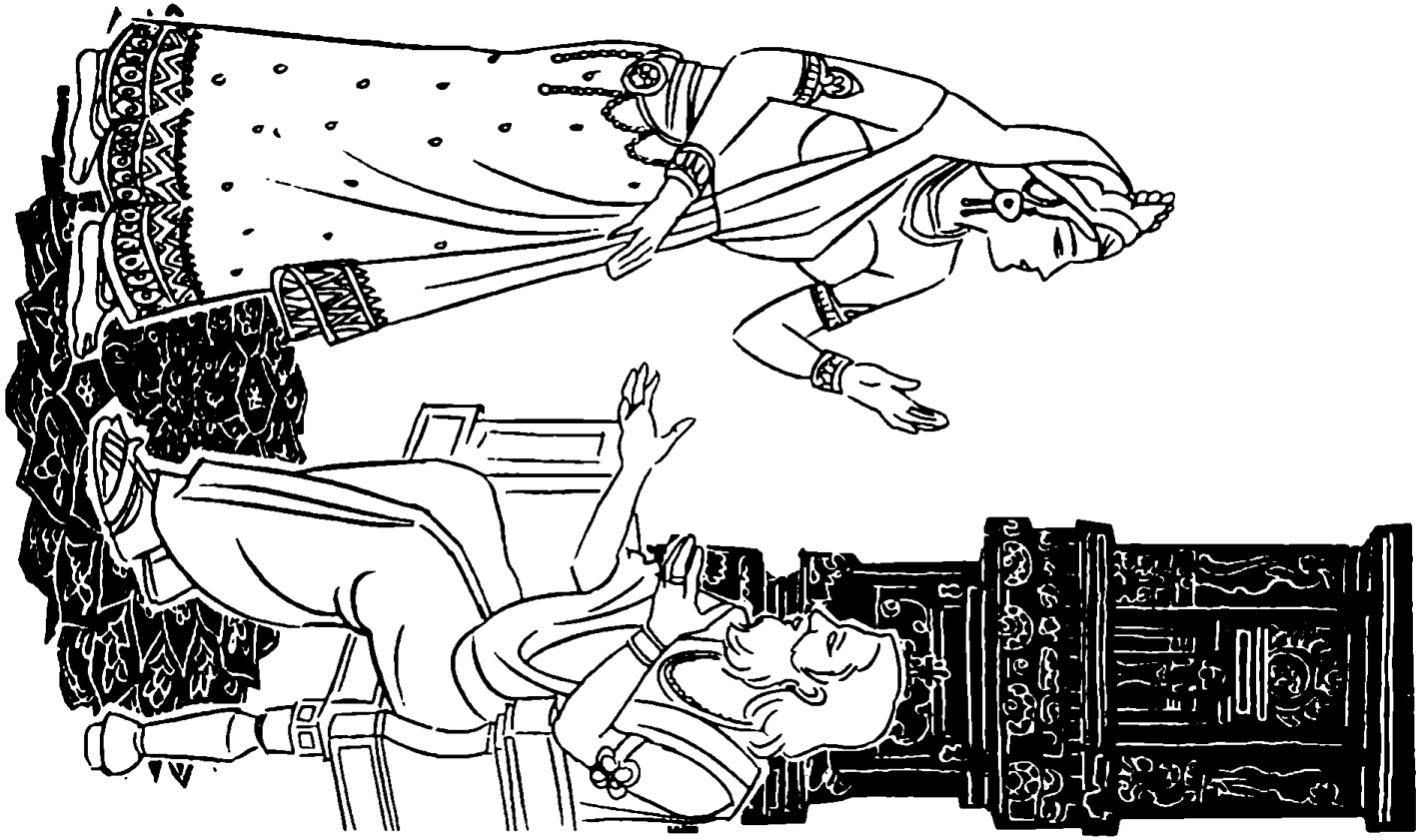

boierpathshala.blogspot.com

তেরো

যতই হোক, যে যাহ বলুক, জলজ্যান্ত রাজা চলে যাওয়া মানে রাজসিংহাসন খালি হয়ে যাওয়া। সেটা ভয়ংকর। রাজপুরীর চারদিকে যেন একটা শঙ্কার, অস্থিরতার ছায়া। কী হবে? কী হবে এবার? কোনও উত্তরাধিকারী নেই। রাজসিংহাসন শূন্য পড়ে আছে। মহামন্ত্রী রাজবয়স্য এঁরা রাজমাতার মহলে যান। আলোচনা বসে। যে করে হোক কুমারকে রাজি করাতেই হবে। তিনি ছাড়া আর কে উদ্ধার করবে এই সংকটে? আর কোনও পথ নেই! নেই! রাজমাতার কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা এঁদের, যেন কুমার দেবব্রতকে সিংহাসনে বসতে, বিবাহ করতে রাজি করান।

সত্যবতী জানেন, কোনও লাভ নেই। তবু ক্ষীণ আশা, একেবারে রাজ্যটাই যেখানে অনাথ হয়ে পড়েছে সেখানে কুমার অন্তত একটু ভাববেন।

boierpathshala.blogspot.com

কিন্তু প্রস্তাব শুনে দেবব্রত ক্ষুণ্ণ স্বরে বললেন—কেন এমন অনুরোধ করেন যা আমি রাখতে পারব না!

—এতগুলো মানুষের ভালোমন্দের চেয়ে তোমার প্রতিজ্ঞা বড় হল? অল্প বয়সে ঝোঁকের মাথায় আমিও একটা ভুল করেছি, তুমিও একটা ভুল করেছ কুমার। তার মধ্যে কোনও প্রজ্ঞা নেই। এখনও কি সে ভুল সংশোধন করবার সময় হয়নি?

—ভুল? দেবব্রত ব্যথিত মুখ তুলে তাকান। এই রমণীই একমাত্র তাঁর উত্তুঙ্গ প্রতিজ্ঞার মহিমা বোঝে না, প্রকৃত মান দেয় না। আসলে...মানে...ক্ষত্রিয় তো নয়!

তিনি বলেন...সত্য। সত্য মাতা, সত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করলে সর্বনাশ!

—এত নিষ্ঠুর তুমি? এত অবুঝ? ঠিক আছে আমার ওপর নির্মম হও। কিন্তু গোটা রাজ্য যে তোমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে? আপদ্ধর্ম বলেও তো কথা আছে! পণ্ডিতেরা বলছেন...

—অন্য উপায় আছে মাতা, দেবব্রত সত্যবতীর শাস্ত্রকথায় কান দিলেন না, বললেন—নিয়োগ। শাস্ত্র বলছে সৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা বধূদের গর্ভে সন্তান আসুক।

boierpathshala.blogspot.com

স্বয় ভার্গব পরশুরাম যখন পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করেছিল, তখন এই উপায়েই আবার পৃথিবী ক্ষত্রিয়শালিনী হয়। আর এত শাস্ত্র পড়ছেন, আপনি তো জানেন, ক্ষেত্রজ পুত্র ঔরস পুত্রের মতোই উত্তরাধিকার পায়, মর্যাদা পায়!

সত্যবতী তিক্ত হেসে বললেন— আমাদের রাজচক্রবর্তী বংশধর চাই, ও সব ব্রাহ্মণ টন দিয়ে হবে না। সেক্ষেত্রে আমার আদেশ তুমিই ভ্রাতৃবধুদের গর্ভে সন্তান দাও। তোমার সত্যরক্ষাও হবে, বংশরক্ষাও হবে।

বিরক্ত হয়ে দেবব্রত বললেন মা, আমার প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোনও চালাকি চলে না। আপনি ভালো করেই জানেন এই কুযুক্তি আমি আগেও মানিনি, আজও মানব না। দেবব্রত আমরণ ব্রহ্মচারী। আমি বলছি শুনুন, আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের খোঁজ করছি, তাঁকেই নিয়োগ করুন।

তখন সত্যবতী গূঢ় হেসে তাঁর পিতার সেই পুরনো আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করলেন, মনে মনে বললেন—তবে তাই হোক, মুখে বললেন— ব্রাহ্মণই যদি চাও তো জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তোমায় এনে দেব। ঋষি ব্যাসের নাম শুনেছ?

boierpathshala.blogspot.com

—বলেন কী? শুনব না? এই অল্প বয়সে তিনি বেদ সংহিতা আলাদা করছেন, বিপুল পরিশ্রম আর মেধার কাজ...

—তাঁকেই নিয়োগ করো।

অবাক হয়ে দেবব্রত বলেন— তিনি শুনবেন কেন? তাঁকে এমন অশ্রদ্ধেয় অনুরোধ আমি করতেই পারব না।

—তিনি শুনবেন। তোমাকে কোনও অশ্রদ্ধেয় অনুরোধ করতে হবে না। আমিই করব। আমি তাঁর সাক্ষাৎ মাতা।

দেবব্রত স্তব্ধ হয়ে গেলেন, মুহূর্তের জন্য। মৃদু স্বরে বললেন— তিনি তো পরাশর সংহিতা প্রণেতা মহর্ষি পরাশরের...

গ্রীবা উঁচু করে সত্যবতী বললেন— ঠিক। হ্যাঁ তিনিই কালিন্দীর প্রথম প্রণয়ী। আমার দেহের পদ্মগন্ধ তাঁরই বর। আমার পনেরো বছর বয়সের কানীন পুত্র তোমাদের এই আজকের বেদব্যাস। ঠিক সাতাশ বৎসর তিনমাস পূর্বে তাকে কোলে পেয়েছিলাম। সে কোনওদিন তার মায়ের অবাধ্য হবে না।

boierpathshala.blogspot.com

দাসরাজা ভিল্ল এখন বৃদ্ধ হয়েছে। চুলগুলি সব সাদা। মুখে বলিরেখার পাশে পাশে ধূর্তস্য ধূর্ত হাসি। ফোকলা মুখে শেয়ালের মতো হেসে সে বলল—

—কেন গা রানি? রাজবাড়িতে হঠাৎ কৃষ্ণের ডাক পড়ল কেন? এত দিন তো কালীর কই ছেলের কথা মনে পড়েনি? রাজার ছেলে মারা যেতে এখন কি বামুন ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে?

বজে কথা রানির কোনওদিনই ভালো লাগে না। এখন মনটা মুহ্যমান হয়ে আছে। যতই তার সঙ্গে সম্পর্ক না থাক, নাতি তো রে বাবা! মেয়ের মনের অবস্থার কথা মনে করেও তো মায়ের বুকটা পোড়ে!

সে বলল— অত কথায় কাজ কী বুড়ো, ডেকে পাঠিয়েছে। দাও গিয়ে লোক পাঠিয়ে।

—না তাই বলচি, নিঃসন্ততি মারা গেল কিনা! বুড়ো বলতে বলতে চতুর হাসে, যেন নিঃসন্ততি মারা যাওয়াটা খুব একটা মজার খবর, কে জানে কী বেত্তান্ত। বেত্তান্তটি জানতে হয়!

মুখে মুখে খবর পৌঁছে যায় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের কাছে। মা ডেকেছেন। জানাচ্ছে যমুনা থেকে গঙ্গার মাঝিমাল্লা, নদীতে স্নান সারতে যাওয়া নবীন প্রবীণ

boierpathshala.blogspot.com

বিদ্যার্থী আর মুনিরা, ঘন বনের মধ্যে দিয়ে নদীনালা অরণ্য অতিক্রম করে অতএব আসতে থাকে কৃষ্ণ। নানা সংক্ষিপ্ত পথের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা, মা ডেকেছেন।

কৃষ্ণের এখন পূর্ণ যৌবন। তার বলিষ্ঠ শরীর কুচকুচে কালো। মাথার জটা দাড়ি এবং শরীর দুর্গন্ধ। কেননা সে দুবেলা স্নান করলেও কোনওদিন ক্ষার খৈল ব্যবহার করে না। জটা বা দাড়ি আচড়ানোর তার বালাই নেই। খাওয়ার আগে আচমন পরে আচমন খাদ্যবস্তু সকলই পবিত্রভাবে প্রস্তুত, বিলাস নেই, কিন্তু সব খাঁটি, ভক্তিভরে প্রস্তুত করা জিনিস।

সারাটা দিন রাত সে ভীষণ ব্যস্ত। বেদের সূক্তগুলি মুখে মুখে শ্রুত চলে আসছে তো! তাতে করে নানা বিকৃতি এসে গেছে তাদের, সে সব সারাই করে তাদের শাখা নির্দেশ করতে হবে। ব্রাহ্মণ অংশগুলিও এলোমেলো হয়ে রয়েছে, সব গুছিয়ে তোলবার কাজ চলছে নিশিদিন। তার স্নাতক ছাত্রদের একটা বড় অংশ এই কাজে নিযুক্ত রয়েছে, ঋক সাম যজুঃ অথর্ব, চারটি শাখা সঠিক সূক্ত ও ব্রাহ্মণ সহকারে গুছিয়ে তোলা চাই। যেমন যেমন কাজ হচ্ছে সংস্কার করা অংশগুলি বর্তমান ছাত্রদের অধীত

boierpathshala.blogspot.com

করিয়ে দেওয়া চাই। এ তো শুধু কাজ নয়, কর্মযজ্ঞ। এর পরেও, পুরাণ নিয়ে অনুরূপ কাজ করার পরিকল্পনা আছে তার। মাথার মধ্যে গিজগিজ করছে নতুন নতুন কথা, তারই মধ্যে আছে নিজস্ব অন্বেষা। কিন্তু মা ডেকেছেন। পিতা বলে গিয়েছেন মা ডাকলে বিন্দুমাত্র দেরি করবে না বৎস। বিনা প্রশ্নে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে ছুটে যাবে, তাঁর সমস্যার সমাধান করবে। তবে পিতার বলার অপেক্ষা রাখে না কৃষ্ণ। নিজেই সে প্রবল টান অনুভব করে শিশুকালে দেখা সেই তন্বীশ্যামা শিখরীদশনা, দেবদারু বৃক্ষের মতো ব্যক্তিত্বময়ী মায়ের প্রতি। ভেতরে কোথাও একটা দায়বোধ কাজ করে যায়, মাতৃদায়। তাই দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে কৃষ্ণ।

পথে পড়ে জেলেপাড়া। মাতামহ একগাল হেসে জিগগেস করলেন— কেন তোমাকে ডাকল? কিছু বুঝলে?

—না মাতামহ, মায়ের সদ্য পুত্রবিয়োগ হয়েছে তো! নিশ্চয় অসহায় বোধ করছেন। হয়তো কোনও বিপদ হয়ে থাকবে।

কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি যমুনার ঘাটের দিকে চলে যায়। তাকে এখুনি নদী পার হয়ে হস্তিনাপুর যেতে হবে।

boierpathshala.blogspot.com

বুড়ো দাদু হেসে বলে— ও ছেলেমানুষ, কী বুঝবে? কুমার দেবব্রত থাকতে কালী কখনও অসহায় নয়। কালীর নিজের কোনও বিপদ নয়, অন্য কিছু। বুঝলি রানি? মাথাটার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে অনেক কথা। এখন মুখে কুলুপ। দেখা যাক, আঁধারে ছোঁড়া ঢিলটা লাগে কি না।

রানি কিছু বলেও না, বোঝেও না। বুড়ো হয়ে এ সর্দারের ভিমরতি ধরেছে। আপন মনেই হাসে, আপন মনেই গজরায়। বিজবিজ করে কী সব বকে! থাক গে নিজের মতো! বুড়ো বয়সের নানান হ্যাপা!

সত্যবতী বললেন— পায়েসটুকু ফেলে রাখলে যে!

—অতিভোজনের অভ্যাস নেই মা। এই পলান্ন, পক্ষীমাংস, নানা রকমের সুপ, তার ওপর মোদক, পরমান্ন, আমি আর পারছি না।

—আহা। ওইটুকুই যে নিজহাতে রেঁধেছি বাছা।

কৃষ্ণ হেসে বলে— তা আগে বলতে হয়, ওটাই তাহলে আগে খেতাম! মা, আপনি কি এতদিন পরে আমাকে খাওয়াতে মাখাতেই ডাকলেন?

—না বাছা, তোমরা সদা ব্যস্ত মননশীল মানব,

boierpathshala.blogspot.com

শুধু শুধু তোমাদের ডাকা যায় না, তা আমি জানি। কত বড় বড় কাজ করছ, তার ওপরে মনটি সদাই ঈশ্বরে ন্যস্ত। আমরা সামান্য সংসারযাতনায় কাতর মানুষ। সাধ্য কী এমন সাহস করি!

কৃষ্ণ আরও প্রাণখোলা হাসি হাসলেন, বললেন— তাই বটে। তা আপনার সমস্যাটা কী?

—বলছি, সত্যবতী ইতস্তত করতে লাগলেন, তবে বাছা তা যদি বলো, তোমাকে খাওয়ানো মাখানোটাও দরকার। বলি, তপস্যা করতে গেলে বুঝি এইরকম অপরিচ্ছন্ন হতে হয়? ধিক কৃষ্ণ! মনে মনে বললেন— তোমার পিতা কিন্তু এমন ছিলেন না। তিনি স্নান, গন্ধদ্রব্য এ সব বাদে আমাকে ছোঁননি।

কৃষ্ণ ততক্ষণে মৃদু হেসে বলছেন— আমার তো শিশুকালে কোনও মা ছিলেন না যে এ সব শিক্ষা দেবেন, ছিলেন ধ্যানজ্ঞানে মত্ত এক উদাসীন পিতা! সাত বছর বয়সে থেকে বেদের সূক্তগুলি মুখস্থ করছি। এখন সেগুলি চোখের সামনে চন্দ্র সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছে দেখতে পাই। আনন্দে মন ভরে যায়। জীবনের আসল অর্থ তো হল ওই আনন্দ মা, পরিচ্ছন্নতা আমার কী করবে! আমার ও সবের সময়

boierpathshala.blogspot.com

নেই মা! অনুলেপন, গন্ধদ্রব্য, ফুলমালা এ সবের প্রতি কোনও আকর্ষণও বোধ করি না।

সত্যবতী মনে মনে ভয় পেলেন। কী বলবেন এই উদাসীন ছেলেকে? সে কীভাবে নেবে? বললেন— আগে তুমি কথা দাও আমার কথা রাখবে!

সর্বনাশ! আপনি কি এখন আমাকে রাজবাড়িতে এসে থাকতে বলবেন নাকি? সুন্দরী দাসীরা চান করিয়ে দেবে, মাথায় তেল, গায়ে সুরভিসার, এদিকে কিরীট কেয়ূরাদি অলংকার... এই সব?

মনে মনে হেসে সত্যবতী বললেন— তাই-ই বটে!

মুখে বললেন, তোমাকে যে আদেশ করব তা সদব্রাহ্মণের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বাছা। মা হয়ে আমি কি তোমাকে অন্যায় অনুরোধ করতে পারি? তোমার আগেও অনেক মুনি ঋষি আমাদের অনুগ্রহ করে পুণ্য সঞ্চয় করেছেন। তাঁদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়েছে। অবশ্য স্বর্গলাভের কথা তোমাকে বলা আমার শোভা পায় না। কাজটার গুরুত্ব বোঝাতে বললাম!

বলুন মা!

কৃষ্ণ, তোমার ছোটভাই বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান মারা

boierpathshala.blogspot.com

গেছে। তোমার দুই ভ্রাতৃবধূ বৎসহীন, হাহাকার করছে, রাজ্যটিও তাই, অনাথ একেবারে। কৃষ্ণ, তুমি তাদের একটি করে পুত্র দাও। না না না আমাকে শেষ করতে দাও। ক্ষত্রিয়দের আইন বলছে কোনও রাজপুরুষ নিঃসন্তান মারা গেলে, উপযুক্ত কোনও ব্যক্তি তাঁর বধূকে সন্তান দিতে পারে। এ ব্যভিচার নয়, সম্পূর্ণ ধর্মসঙ্গত নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া একটি। এই ক্ষেত্রজ পুত্র মৃত পিতার উত্তরাধিকার পায়। সমাজ, বিধি এবং ধর্ম এই নিয়োগপ্রথা সমর্থন করছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল কৃষ্ণ, তারপরে নিশ্বাস ফেলে বলল— তাহলে একবছর সময় দিন, আমিও প্রস্তুত হই, আর বধূরাও প্রস্তুত হোক।

—তা হয় না বাছা, ভেবে দেখো সদ্য সদ্য না হলে কি গর্ভটি আর যথার্থ ক্ষেত্র থাকবে? বিলম্ব হলে, যতই ধর্মসম্মত হোক সমাজে নিন্দা হবে। আজ রাতেই সম্পন্ন করতে হবে। বধূ ঋতুস্নান করেছে, তাকে কৃতার্থ করো বৎস।

কৃষ্ণ বলল— তবে তাই হোক।

বৎসরান্তে কুরুরাজপুরীর অন্দরমহলে তিনটি সূতিকাগার শিশুকণ্ঠের কান্নায় মুখরিত হয়ে উঠল।

boierpathshala.blogspot.com

একটি শিশু অন্ধ, একটি শিশু জন্মপাণ্ডুর, আরেকটি ক্ষীণদেহ, শ্যামবর্ণ।

এই শিশুদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হস্তিনাপুরে, যদিও কোনও পুরাণ তা নথিভুক্ত করেনি, কুরুবংশ শেষ হয়ে শুরু হয়ে গেল মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বংশ।

বৃদ্ধ জেলেদের সর্দার যাকে মহাভারত দাসরাজা বলে উল্লেখ করেছে, আমরা যার নাম দিয়েছি ভিল্ল, সত্যবতী ওরফে কালীর সেই বাবা যে অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পেত তাতে সন্দেহ নেই। মহাভারত নাই খুলে বলুক, সে মনে মনে পোষণ করত এক অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা। হয়তো আকাঙ্ক্ষা নয়, প্রতিশোধচিন্তা। কল্পনা করা যাক, খবরটা পেয়ে সে তার শাগরেদদের সঙ্গে জেলেপাড়ার চলতি দেশি খেয়ে এমন একটা মত্ত নাচ নেচেছিল যাকে ছোটখাটো একটা প্রলয় নাচনই বলা যায়।

---

boierpathshala.blogspot.com

এ-এক আশ্চর্য রমণীর কথা। পুরাতনী ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছিল সেই রমণী। আর্য সমাজে নয়। ধীবরকুলে, সেই মৎস্যগন্ধা নারী একসময় হয়ে ওঠে যোজনগন্ধা। সে কালিন্দী। ভারতের সবচেয়ে গৌরবময় বংশের মহারানি সে।

9 788129 524652